www.AmarIslam.com

আল্লাহ প্রদত্ত

বিশ্বনবী (সাঃ)-এর ক্ষমতা

সংগ্রহ ও সংকলনে
শায়খ খন্দকার গোলাম মাওলা নকশেবন্দী
গভর্নর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লামা শায়খ খন্দকার গোলাম মওলা নকশেবন্দী আল-কাদেরী বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের একজন শীর্ষ স্থানীয় আলেম, লেখক গবেষক এবং হাতেগোনা কয়েকজন ধর্মীয় বক্তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পরিচিতি বাংলাদেশের বাহিরে ও বহির্বিশ্বে একজন সফল ধর্ম প্রচারক। 'দি হলি কোরআন মিশনে'র মাধ্যমে সারা বিশ্বে অমুসলিমদের কাছে সরাসরি ইসলামের তাবলীগ করে থাকেন। ১৯৮৮ সালে চাঁদপুর ইসলামপুর গাছতলা দরবার শরীফের পীর সাহেব কেবলা মরহুম আল্লামা খাজা আবু তাহের (রহ.) মদীনা শরীফের রিয়াজুল জান্নাতে তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মহাসচিব এর দায়িত্ব পালন করছেন এবং ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ এর সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান। তরিকত জগতের একজন উজ্জল নক্ষত্র এবং সূফী দর্শনের প্রচারক তিনি। ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় অসংখ্য বই এর লেখক। আল্লামা শায়খ খন্দকার গোলাম মওলা নকশেবন্দী ছাহেব তাঁর দেশ বিদেশের অসংখ্য ভক্ত ও মুরীদের অনুরোধে আল্লাহ প্রদত্ত বিশ্বনবী (সাঃ)-এর ক্ষমতা বইটি প্রকাশ করেছেন যাতে বিশ্বনবী (সাঃ)-এর ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষ সঠিক ধারণা পায় এবং বর্তমান সময়ে বইটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাঁর ওয়ালেদ ছাহেব ফরিদপুর শহরের পশ্চিম খাবাশপুরের স্বনামধন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম আল্লামা খন্দকার মওলানা মোবারক আলী ছাহেব। মাতা মাওলানা শাহ্ সুফীয়া খাজা মরিয়ম বেগম (রহ.)। অন্যান্য বইতে বিস্তারিতভাবে হুজুরের পরিচয় থাকাতে অত্র পুস্তিকায় আমরা সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করলাম। আমরা আল্লামা শায়খ খন্দকার গোলাম মওলা নকশেবন্দী ছাহেবের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বিনয়াবনত-প্রকাশক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ প্রদত্ত
বিশ্বনবী (সাঃ)-এর ক্ষমতা

সংগ্রহ ও সংকলনে
শায়খ খন্দকার গোলাম মাওলা নকশেবন্দী
গভর্নর, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সংকলনে : আল্লামা শায়খ খন্দকার গোলাম মাওলা নকশেবন্দী
খতিব, কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন কেন্দ্রীয় মসজিদ ঢাকা-১২১৭।
প্রধান পৃষ্ঠপোষক : শাহজাহানপুর রেলওয়ে সুন্নিয়া
হাফেজিয়া আলিম মাদরাসা, ঢাকা-১২১৭।
চেয়ারম্যান : দি হলি কোরআন মিশন, ঢাকা
মহাসচিব, বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত

প্রকাশক : মওলানা কাজী মোঃ মনিরউদ্দীন (মুফতি, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির)
শাহজাহানপুর রেলওয়ে সুন্নীয়া হাফিজিয়া আলিম মাদরাসা
উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭।

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২ ইং

হাদিয়া : ২৪০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : দি হলি কোরআন মিশন
সুলতানাবাদ হাউজিং সোসাইটি
৪৮/১ পুরানাপল্টন, ঢাকা-১০০০

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন কেন্দ্রীয় মসজিদ
কমলাপুর ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৫৫৪৭৭৫, ৯৫৫১৪৭২
০১৭১২০৫৪৫১৭

মুদ্রণে : রাজু আর্ট প্রেস
২০০, ফকিরাপুল (১ম গলি), ঢাকা-১০০০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আসসালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)

ভূমিকা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞাসার আলোকে "আল্লাহ প্রদত্ত বিশ্বনবী (সাঃ)-এর ক্ষমতা" নামক গ্রন্থখানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। (ইনশা আল্লাহ) কতিপয় লোক রাছুল (সাঃ)-এর খোদা প্রদত্ত ক্ষমতাকে স্বীকার করেন না। অথচ কুরআন ও হাদীস এবং ইজমাউল উম্মত-এর প্রমাণাদির দ্বারা জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে শুরু করে তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং মাজহাবের ইমামগণ ও তরিকতের ইমামগণ, সলফে সালেহীন সত্যপন্থী আইম্মায়ে মুতাকাদ্দেমীন ও মুতায়াখখেরীন সকলেই এক বাক্যে রাছুল (সাঃ)-এর চূড়ান্ত ক্ষমতা ও তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ও সপ্তম আসমান, সপ্তম জমিন, বেহেশত দোজখ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভূ-গর্ভস্ত সম্পদের চাবি কাঠি যে তার হাতে ন্যস্ত এবং উভয় জাহানে তিনি (সাঃ) যে, কল্যাণকামী ও মুক্তির দিশারী এই সকল কথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু বদমাযহাবী ভ্রান্ত বিতর্কিত আলেমগণ রাছুল (সাঃ)-এর এই সকল ক্ষমতা কে অস্বীকার করছে। তারা মানছে না এই সম্পর্কে কুরআনের কোন দলীল, হাদিসের দলীল, ইজমাউল উম্মাতের দলীল, মনে হচ্ছে তারা যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন শক্তির প্রভূত্ব স্বীকার করছে, যারা তাদের কে বিপুল অর্থের বিনিময়ে তা বাধ্যতামূলক ভাবে করাচ্ছে। টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে তাদের ধর্মীয় আলোচনায় তাহাই প্রমাণ হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাদের উদ্দেশ্য হলো নবী করিম (সাঃ)-কে ক্ষমতাহীন, কল্যাণহীন একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে মানুষের কাছে প্রচার করা। নবী (সাঃ) খোদা প্রদত্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধাচারণ তাদের মুখ দিয়ে বের করাচ্ছে। যাহা ইবলিস শয়তানেরই অনুস্বরণ মাত্র তাদের উদ্দেশ্য হল মানুষকে সঠিক পথ অনুস্বরণ করতে না দেওয়া এবং নিজেদের দল ও মতকে ভারী করে মনগড়া মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। এই বইটির আদ্যপ্রান্ত পাঠে ইনশাআল্লাহ মানুষ পাবে সঠিক পথের সন্ধান এবং জানতে পারবে এই পুস্তকে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের বিশুদ্ধ প্রমাণাদি। বইটি প্রণয়নে অনেক দেশ বরেণ্য আলেমগণ আমাকে সহায়তা করেছেন। আল্লাহ পাক বইটি উত্তমরূপে ক্ববুল করে মানুষের সঠিক পথে চলতে সাহায্য করুন এবং হুজুরকে দ্বীনী খেদমত করার জন্য হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। আমিন।

বিনয়াবনত

–প্রকাশক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

* রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদার অদৃশ্যজ্ঞানের অধিকারী ——— ৭
* হাদীছের দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ——— ৩৪
* রাছুল (দঃ) অপরের কল্যাণ সাধনে সক্ষম ——— ৭০
* কোরআনের দৃষ্টিতে শাফায়াত ——— ৭৩
* আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করা শরীয়ত সম্মত ——— ৮৯
* শরীয়তে রাছুল (দঃ) এর হালাল বা হারাম করার ক্ষমতা ——— ১০৩
* কোরআনের দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হালাল-হারাম করার ক্ষমতা ——— ১০৪
* হাদীছের দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর হালাল- হারাম করার ক্ষমতা ——— ১১০
* রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর রিছালাতের সীমানা নির্ধারিত নেই ——— ১১৬
* রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম অতি মানব, মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত ——— ১১৮
* বিশেষ-বিদ্যার প্রয়োজন এর জন্য খোদার পক্ষ থেকে নবী আসা দরকার ——— ১৩০
* রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের কাজ খোদার পয়গাম বান্দার কাছে পৌছেঁ দেয়া এবং হোদায়েতের পথে আনা ——— ১৫৪
* রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদার ধন-ভান্ডার এর মালিক বা অধিকারী ——— ১৬২
* কোরআনের দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদার ধন ভান্ডারের মালিক ——— ১৬২
* হাদীছের দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদার ধন ভান্ডারের মালিক ——— ১৬৬
* নবী করীম (সাঃ) হাজির ও নাজির হওয়ার ক্ষমতা প্রসঙ্গে ——— ১৮২

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদার অদৃশ্যজ্ঞানের অধিকারী

বিশ্বের মুসলিম মিল্লাতের আক্বীদা হচ্ছে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদা প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহান সত্ত্বাগতভাবে গায়িব ও হাজির সর্ব বিষয়ে অবগত আছেন। এতে করে কারও কোন সন্দেহ নেই। সন্দেহ থাকার জো নেই। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেও গায়েবের জ্ঞানদান করেছেন। বিশেষ করে আমাদের প্রিয়নবী হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞান দ্বারা ভূষিত করেছেন। পবিত্র কোরআন, হাদীছ ও বিশিষ্ট ওলামায়ে উম্মতের অভিমত এ কথার উপর অকাট্য প্রমাণ বহন করে। সুতরাং সাধারণভাবে রাছুলে খোদার (সা.) ইলমে গায়িব বা অদৃশ্য জ্ঞান সর্ম্পকে আপত্তি বা অস্বীকারের কোন ভিত্তি নেই। আমি কোরান হাদিছ ও বিশিষ্ট উলামায়ে উম্মতের অভিমতের আলোকে ইলমে গায়িব প্রমাণ করার চেষ্টা করছি।

নবী শব্দের অর্থ ঃ নবী' শব্দটি এক বচন। এর বহুবচন হচ্ছে নাবিয়্যুন বা আম্বিয়াউ এটি নাবাউন থেকে উৎকলিত শব্দটি ইস্‌মে ফায়েলের ছিগা অর্থে ব্যবহৃত হয় যার অর্থ হচ্ছে, অদৃশ্য জ্ঞানের সংবাদ দাতা। নবী শব্দের অর্থের আলোকে সুস্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অবশ্যই অদৃশ্য জ্ঞান সর্ম্পকে জানতেন।

আর শরীয়তের পরিভাষায় নবুয়তের অর্থ হলো- আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়া। আল্লামা কাজী আয়াজ, আল্লামা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কুস্তলানী (রাহঃ) প্রমুখ নাবিউন এর অর্থ অদৃশ্য বস্তু বা বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করণ বলেও এর ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন–

اَلنَّبُوَّةُ الَّتِىْ هِىَ الْاِطِّلَاعُ عَلَى الْغَيْبِ

অর্থাৎ ঃ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে খবর দেয়াই হলো নবুয়ত।

ফতুহাত নামক কিভাবে উল্লেখ আছে যে

اَلنَّبِىُّ هُوَ الَّذِىْ يَاْتِيْهِ الْمَلَكُ بِالْوَحْيِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يَتَضَمَّنُ ذٰلِكَ الْوَحْيِ شَرِيْعَةٌ يَتَّبِعُهُ بِهَا فِىْ نَفْسِهٖ فَاِنْ بُعِثَ بِمَا اِلٰى غَيْرِهٖ كَانَ رَسُوْلًا.

অর্থাৎ, 'নবী' এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যার প্রতি ওহি সূত্রে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শরীয়ত অবতীর্ণ হয়। আর এ শরীয়ত দ্বারা আল্লাহ পাকের এবাদতের ধরন বা নিয়ম কানুন সুস্পষ্ট হয়। আর যখনি এ মর্মে নির্দেশিত হন যে, আপনি এ শরীয়ত মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিন। তখন তাঁকে রাছুল বলে অভিহিত করা হয়। কাজেই নবী শব্দের অর্থের দ্বারা প্রমাণিত হল যে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান জানতেন। 'গায়িব' এর প্রকারভেদ ঃ গায়িব দু প্রকার, যেমন:

(১) এক ধরণের গায়িব আছে যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক। অর্থাৎ প্রমাণাদী দ্বারা অনুভব করা যায়। যেমন- বেহেশত, দোযখ এবং আল্লাহ পাকের সত্ত্বা ও গুণাবলী। এগুলো সম্পর্কে জগতের সৃষ্ট বস্তু ও কোরআনের আয়াত সমূহ দেখে জ্ঞান লাভ করা যায়। (২) আর এক ধরণের গায়িব আছে যা দলীলের সাহায্যে অনুভব করা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যায় না। যেমন- কিয়ামত বা মহাপ্রলয় কখন সংঘঠিত হবে, মানুষ কখন মারা যাবে, স্ত্রীর গর্ভে ছেলে না মেয়ে, ভাগ্যবান না হতভাগ্য ইত্যাদি অসম্ভব। এ প্রকারের "মাফাতিহুল গায়িব বা অদৃশ্য জ্ঞানের ভান্ডার আখ্যায়িত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআন শরীফে কিছু সংখ্যক আয়াত রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর কিছু সংখ্যক আয়াত রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকৃতি প্রমাণ করে। যে গুলো অদৃশ্য জ্ঞানের জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার প্রমাণ বহন করে সেগুলো সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করব ইন্‌শা আল্লাহ। আর যে গুলো রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের অদৃশ্য জ্ঞানের অস্বীকৃতির প্রমাণ বহন করে সেগুলো হলো। যথাঃ

১। لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا هُوَ

২। لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ تَسْتَكْثَرُ مِنَ الْخَيْرِ

৩। لَا اَدْرِىْ مَا يَفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ

৪। مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ

সুতরাং হাঁ বাচক অদৃশ্য জ্ঞান বা নাবাচক অদৃশ্য জ্ঞানের প্রমাণ বহনকারী কোরআনের আয়াত সমুহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতঃ তাফছীর কারকগণ বলেন যে, ইলমে গায়িব দু প্রকার। (১) ذَاتِــىْ (জাতী বা সত্ত্বাগত।) (২) عَـطَـائِـى (বা দানকৃত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অতএব, যে সকল আয়াত বা হাদীছ রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর অদৃশ্য জ্ঞানের عِلْمُ الْغَيْب প্রমাণ বহন করে সে সব কোরআনের আয়াত ও হাদীছ শরীফ দ্বারা খোদা প্রদত্ত ইলমে গায়িবকেই বুঝানো হয়েছে। আর যে সকল আয়াত ও হাদীছ শরীফ দ্বারা রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমে গায়িব এর অস্বীকৃতি প্রমাণ করে সে সব কোরআনের আয়াত ও হাদীছ শরীফ দ্বারা 'সত্ত্বাগত, ইলমে গায়িব এর অস্বীকৃতিকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং- কোরআনের আয়াত ও হাদীছ শরীফের মধ্যে কোন দ্বন্ধ রইল না।

এখন রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইলমে গায়িব বা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করা শিরক হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। যেহেতু ইলমে ইলাহী ও ইলমে রাছুল এর মধ্যে ذَاتِى (সত্ত্বাগত) ও عَطَائِى (প্রদত্ত)এর বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

কোরআনের দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারীঃ

এক ঃ আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে ইরশাদ করেছেন-

وَمَاهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ

অর্থ ঃ এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপন নন।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ এর তাহকিকী ব্যাখ্যাঃ এবং তিনি (হযরত মুহাম্মদ (দঃ) অদৃশ্য বিষয়ে বর্ণনা করার ব্যাপারে মোটেই কৃপন নন। ضَنِيْن শব্দের অর্থ হচ্ছে কৃপন। এ আয়াতে হুজুর (দ:) غَيْب বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপন ছিলেন না

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলে নিশ্চিত ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ আরবী ব্যাকরণ মতে مَا نَافِية এর জবাবে بـا এর উল্লেখ থাকলে تَاكِيْد নিশ্চিত বুঝায়। যে ব্যক্তি প্রচুর সম্পদের অধিকারী হয় এবং দান করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও দান করেনা তাকেই কৃপন বলে। সামর্থ হীন ব্যক্তি দান না করলে তাকে কৃপন বলে না। কারণ লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে উল্লিখিত আয়াতে রাছুল (দঃ) অদৃশ্য বিষয়ে কৃপণ নন। একথার প্রমাণ বহন করে যে, রাছুল (দ:) عُلُوْم غَيْب বা অদৃশ্য জ্ঞানের খনি। অন্যথায় কৃপন নন কথাটা অযৌক্তিক হবে।

(ক) 'মা' আলিমুত তানযীল' নামক তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

عِلْمُ الْغَيْبِ وَ خَبْرُ السَّمَاءِ وَمَا اِطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْاَخْبَارِ وَ الْقَصَصِ بِضَنِيْنٍ اَىْ بَخِيْلٌ يَقُوْلُ اِنَّهٗ يَاْتِيْهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخُلُ بِهٖ عَلَيْكُمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ وَيُخْبِرُكُمْ وَلَا يَكْتُمُهٗ كَمَا يَكْتُمُ الْكَاهِنُ.

অর্থাৎ, রাছুলে আকরাম (দ:) অদৃশ্য বিষয়, আসমানী খবর ও কাহিনী সমূহ প্রকাশ করার ব্যাপারে কৃপন নন। অর্থাৎ হুজুর (দ:) অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন, তবে উহা তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে কোনরূপ কার্পন্য করেন না। বরং তোমাদেরকে জানিয়ে দেন ও এর সংবাদ দেন। গনক ও ভবিষ্যত বেক্তারা যে রূপ খবর গোপন রাখে, সেরূপ তিনি গোপন করেন না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(খ) তাফসীরে খাযেনে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা আছে।

يَقُوْلُ اَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَاْتِيْهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخَلُ بِهٖ عَلَيْكُمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ

অর্থাৎঃ এ আয়াতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, হুজুর (দঃ) এর কাছে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ আসে। তিনি উহা ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে কার্পন্য করেনা; বরং তোমাদেরকে জানিয়ে দেন। এ আয়াত এবং এর তাফসীর থেকে বুঝা গেল যে, রাছুল আকরাম (দঃ) লোকদেরকে ইলমে গায়েব শিক্ষাদেন। বলা বাহুল্য যে, যিনি নিজে জানেন তিনি ই-তো শিখিয়ে থাকেন।

দুই : মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

اَلرَّحْمٰنُ. عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ. خَلَقَ الْاِنْسَانَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ.

অর্থাৎ দয়াবান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মাহবুবকে কোরান শিখিয়েছেন, (মানব) মুহম্মদ (দঃ) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে সৃষ্টির পূর্বাপর সবকিছুর তাৎপর্য শিক্ষা দিয়েছেন।

(ক) তাফসীরে খাজেনে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

قِيْلَ اَرَادَ بِالْاِنْسَانِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيَانَ يَعْنِىْ بَيَانٌ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِّى عَنْ خَيْرِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّيْنِ.

অর্থাৎ. এখানে 'ইনছান' বলতে হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাঁকে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের ও কেয়ামতের দিন সর্ম্পকে অবগত করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(খ) তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে-

وَعَـلَّـمَ نَبِيَّـنَـا عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْاٰنَ وَاَسْرَارَ الْاُلُوْهِيَّةِ كَمَا قَالَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ.

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী আলাইহিস ছাল্লামকে কোরআন ও স্বীয় প্রভুত্বের রহস্যাবলীর জ্ঞান দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে সব বিষয় আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না।

(গ) 'মা আলিমুত তান্‌যীল এ আয়াতের তাফসীর করা হয়েছে।

وَقِيْـلَ الْاِنْسَـانُ هٰهُـنَـا مُـحَـمَّـدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيَانُهُ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ.

অর্থাৎ ঃ বলা হয়েছে যে, এ আয়াতে الانسان ইনসান বলতে হুজুর (দঃ) কে বুঝানো হয়েছে। এবং بَيَـــــان বলতে এখানে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, তাঁকে প্রিয় নবী (দঃ) ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা তিনি জানতেন না।

(ঘ) তাফসীরে মাদারিকে এর মাতাহাতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে-

اَلْاِنْسَانَ اَىْ اَلْجِنْسَ اَوْ اٰدَمَ اَوْ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ

(ঙ) তাফসীরে হোছাইনিতে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

یا وجود محمد را بیان موزاید وی را بیان انچہ بودہ ہست باشد

অর্থাৎ ঃ অথবা একথা বুঝানো হয়েছে যে, মহান আল্লাহ হুজুর আলাইহিচ্ছালামের সত্বাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যা কিছু হয়েছে বা হবে সে সমস্ত বিষয় সর্ম্পকে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা ও এর তাফসীর সমূহ থেকে উপলব্ধি করা গেল যে, কোরআনের মধ্যে সব কিছু বিদ্যমান এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান রাছুলে কারীম (দঃ) কে প্রদান করা হয়েছে।

তিন ঃ আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেনে

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

অর্থাৎ ঃ আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। ইহা আপনার উপর আল্লাহর একটি বড় মেহেরবানী।

(ক) প্রসিদ্ধ তাফসীর জালালাইনে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে।

اَىْ مِنَ الْاَحْكَامِ وَالْغَيْبِ

অর্থাৎ ঃ যা, তিনি জানতেন না তা হচ্ছে ধর্মের অনুশাসন ও অদৃশ্য বিষয়াদি।

(খ) 'তাফসীরে মাদারিকে' আয়াতের ব্যাখ্যা লিখা হয়েছে নিন্মরূপ-

مِنْ اُمُوْرِ الدِّيْنِ وَالشَّرَائِعِ اَوْ مِنْ خُفِيَّاتِ الْاُمُوْرِ وَ ضَمَائِرِ الْقُلُوْبِ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ, দ্বীন ও শরীয়তের বিষয় সমূহ শিখিয়েছেন আপনাকে এবং গোপনীয় বিষয়াদী ও মানুষের অন্তরের গোপনীয় ভেদ ইত্যাদি ও শিখিয়ে দিয়েছেন।

(গ) 'তাফসীরে খাজেনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

يَعْنِىْ مِنْ اَحْكَامِ الشَّرْعِ وَاُمُوْرِ الدِّيْنِ وَقِيْلَ عَلَّمَكَ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ مَا لَمْ تَكُنْ وَقَبْلُ مَعْنَاهُ عَلَّمَكَ مِنْ خُفِيَّاتِ الْاُمُوْرِ وَاِطَّلَعَكَ عَلٰى ضَمَائِرِ الْقُلُوْبِ وَعَلَّمَكَ مِنْ اَحْوَالِ الْمُنَافِقِيْنَ وَكَيْدِهِمْ.

অর্থাৎ ঃ শরীয়তের আহকাম ও ধর্মীয় বিষয়াদি আপনাকে শিখিয়েছেন। বলা হয়েছে আপনাকে ইলমে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত সে সমস্ত বিষয়াদি ও শিখিয়েছে যা আপনি জানতেন না। আরো বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হল আপনাকে রহস্যাবৃত গোপনীয় বিষয় সমূহ শিখিয়েছেন। অন্তরে লুকায়িত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন মোনাফিক গণের ধোকা বাজি ও ভাওতাবাজী সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

(ঘ) "তাফসীরে ইবনে কাছিরে" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِطَّلَعَكَ عَلٰى اَسْرَارِهِمَا وَفَقَّكَ عَلٰى حَقَائِقِهَا.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর কোরআন ও হিকমত (বিজ্ঞান, জ্ঞান ও দর্শন) অবতীর্ণ করেছেন। উহাদের গুপ্ত ভেদ সমূহের সর্ম্পকেও আপনাকে অবহিত করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(ঙ) "তাফসীরে হোসাইনীতে" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় "বাহরুল হাকায়েক" এর উদ্‌তি দিয়ে বলা হয়েছে-

اِنَّ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ ہست کہ حق سبحانہ در شب اسرار بدا حضرۃ عطا فرمودہ چنانچہ در حدیث معراج ہست کہ من در زیر عرش بودم قطرہ در حلق من ریختند. فَعَلِمْتُ مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ.

অর্থাৎ এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়ে জ্ঞান যা আল্লাহ তায়ালা হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে পবিত্র মে'রাজ রজনীতে দান করেছিলেন। এ মর্মে হাদীছে উল্লিখিত আছে-আমি আরশের নীচে ছিলাম, তখন একটি ফোটা আমার কন্টনালীতে ঢেলে দেয়া হলো, এর পর আমি অতীত ও ভবিষৎতের সমস্ত ঘটনাবলীর জ্ঞান লাভ করলাম। এ আয়াতে করিমা ও এর ব্যাখ্যা থেকে বুঝা গেল যে, মহানবী (দ:) কে অতীত ও ভবিষৎতের সমস্ত ঘটনাবলী সর্ম্পকে অবহিত করা হয়েছিল। আরবী ভাষায় مَــــــا শব্দটি ব্যাপকতা প্রকাশের নিমিত্বে ব্যবহৃত হয়। তাই উক্ত ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, শরীয়তের বিধি বিধান, দুনিয়ার সমস্ত ঘটনাবলী, মানুষের ঈমানী অবস্থা ইত্যাদি যা কিছু তার জানা ছিল না তাকে সাম্যকরূপে অবগত করান হয়। কেবলমাত্র ধর্মীয় বিধানবলীর দান করা হয়েছিল আয়াতের এরূপ সীমিত অর্থ গ্রহণ করা মনগড়া ভাবার্থ গ্রহণ করার নামান্তর যা কোরান, হাদীছ ও উম্মতের আক্বিদার পরিপন্থী।

চার ঃ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَسُوْلٍ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ (আল্লাহ তায়ালা) তাঁর মনোনীত রাছুলগণ ব্যতীত কাউকে ও তাঁর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন না।

(ক)" তাফসীরে রুহুল বয়ানে" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে

قَالَ اِبْنُ الشَّيْخِ اَنَّهٗ تَعَالٰى لا يُطْلِعُ عَلَى الْغَيْبِ الَّذِىْ يَخْتَصُّ بِهٖ تَعَالٰى عِلْمَهُ الْمُرْتَضٰى اَلَّذِىْ تَكُوْنُ رَسُوْلَهٗ وَمَا لَا يَخْتَصُّ بِهٖ يَطْلَعُ عَلَيْهِ غَيْرَ الرَّسُوْلِ

অর্থাৎ ইবনুশ্ শাইখ বলেছেন- আল্লাহ তাঁর পছন্দনীয় রাছুল ব্যতীত তার খাছ গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন না। তবে তাঁর বিশেষ অদৃশ্য বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়াদী রাছুল নন এমন ব্যক্তিদেরকে ও অবহিত করেন।

(খ) তাফসীরে কবীরে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

اَىْ وَقْتُ وُقُوْعِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْغَيْبِ الَّذِىْ لا يُظْهِرُ اللّٰهُ لِاَحَدٍ فَاِنْ قِيْلَ فَاِذَا حَمَلْتُمْ ذٰلِك عَلَى الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ قَالَ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَسُوْلٍ مَعَ اَنَّهٗ لا يُظْهِرُ هٰذَا الْغَيْبَ لِاَحَدٍ قُلْنَا بَلْ يُظْهِرُهٗ عِنْدَ قَرِيْبِ الْقِيَامَةِ

অর্থ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সুনিদিষ্ট সময়ের প্রশ্নটি এসমস্ত অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত যা আল্লাহ তায়ালা কারো কাছে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশ করেননি। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, আপনি এখানে গায়েবকে কিয়ামত অর্থে ব্যবহার করেছেন, যদি তাই হয় তা হলে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে ইরশাদ করলেন যে, اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(কিন্তু মনোনীত রাছুলগণের নিকট প্রকাশ করেন) অথচ আপনার কথা মত এগায়েবটি কারো কাছে প্রকাশ করা হয় না। এর উত্তরে আমি বলবো যে, আয়াতের মর্ম কথা হলো কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় আল্লাহ তায়ালা উক্ত অদৃশ্য বিষয়টি প্রকাশ করবেন।

(গ) "তাফসীরে খাযেনে" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে-

اِلَّا مَنْ يَصْطَفِيْهِ لِرِسَالَتِهٖ وَنَبُوَّتِهٖ فَيُظْهِرُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنَ الْغَيْبِ حَتّٰى يَسْتَدِلُّ عَلٰى نُبُوَّتِهٖ لِمَا يُخْبِرُ بِهٖ مِنَ الْمُغِيْبَاتِ فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ مُعْجِزَةً لَهٗ.

অর্থাৎ যাদেরকে (আল্লাহপাক) নবুয়ত বা রিসালাতের জন্য মনোনীত করেন, তাঁদের মধ্যে হতে যাকে ইচ্ছা এ অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয় ব্যক্ত করেন। যাতে তাঁর অদৃশ্য বিষয়াদির সংবাদ প্রদান তাঁর নবুয়তের সমর্থনে সর্বসাধরণের নিকট প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয়। এটাই তাঁর মোজেযা রূপে পরিগণিত হয়।

(ঘ) তাফসীরে আজিজীর ১৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

انچہ بہ نسبت ہم مخلوقت غائب است۔ غائب مطلق است۔ مثل وقت امدن قیامت واحکام وشرعیہ باری تعالی ودر ہر شریعت ومثل حقائق

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ذات وصفات اوتعالی علی سبیل التفصیل ای قسم راغیب خاص اوتعالی نیز می نامند۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا پس مطلع نمی کند برغیب خاص خود ہیچکس را مگر را کہ پسند می کند وآں کس رسول باشد خواہ از جنس ملک خواہ از جنس بشر مثل حضرت محمد مصطفے علیہ السلام اور اظہار بعضے از غیوب حاضر خود می فرمائد۔

অর্থাৎ যে বিষয় সৃষ্টিকুলের অজ্ঞাত বা সৃষ্টি বহির্ভূত উহা গায়েবে মতলাক নামে পরিচিত। যেমন কিয়ামতের সঠিক সময়, প্রত্যেক শরীয়তের বিধি সমূহ ও সৃষ্টিকূলের দৈনন্দিন শৃংখলা বিধানের রহস্যময় বিষয় সমূহ। আল্লাহ তায়ালার সত্ত্বা ও গুনাবলীর বিস্তারিত তথ্যাবলী এ ধরনের অদৃশ্য বিষয়কে আল্লাহ তায়ালার খাছ গায়েব বলা হয়। তিনি তাঁর খাছগায়েব কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তিনি রাছুল গণের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন (তিনি ফেরেস্তার রাছুল হোক বা মানব জাতির রাছুল হোক) তাকে অবহিত করে থাকেন। যেমন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর কাছে তাঁর বিশেষ অদৃশ্য বিষয়াদির কিয়দংশ প্রকাশ করে থাকেন। উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর সমূহ থেকে দিবা লোকের ন্যায় প্রমাণিত হল যে, মহান আল্লাহ তায়ালার খাছ ইলমে গায়েব এমনকি কিয়ামত কখন হবে সে জ্ঞান ও রাছুলে খোদা (দঃ) কে দান করা হয়েছে। এখন এমন কি জিনিষ আছে যা আমাদের নবীর কাছে জানার বাকী রইল ঃ

পাঁচঃ আল্লাহ রাব্বুল ইরশাদ করেছেন-

مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আপনি আপনার প্রভুর মেহেরবাণীতে উম্মাদ নন।

'তাফসীরে রুহুল বয়ানে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে-

بِمَسْتُوْرٍ عَمَّا كَانَ فِى الْاَزَلِ وَمَا يَسْكُوْنُ اِلَى الْاَبَدِ لِاَنَّ الْجِنَّ هُوَ السَّتَرُ بَلْ اَنْتَ عَالِمٌ بِمَا كَانَ وَ خَبِيْرٌ بِمَا سَيَكُوْنُ.

অর্থাৎ আপনার দৃষ্টি থেকে যে, সমস্ত বিষয় লুকায়ীত নয় যা, সৃষ্টির আদি কালে ছিল ও যা ছিল অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে। কেননা جـــن শব্দের অর্থ হল লুকায়ীত থাকা। সুতরাং সারমর্ম হচ্ছে যা কিছু হয়েছে সে সব কিছু সম্পর্কে তো আপনি জানেনই, যা কিছু অনাগত ভবিষ্যতে হবে সে ব্যাপারেও আপনি অবগত আছেন।

এ আয়াতে করীমা ও তাফসীর থেকে মহানবী (দ:) এর সামগ্রীক ও অনন্তকাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ইলমে গায়েব বিষয়টি প্রমাণিত হলো।

ছয় ঃ আল্লাহতায়লা ইরশাদ করেছেন-

وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا

অর্থাৎ (হে মাহবুব (দ:) আমি এদের রক্ষণাবেক্ষণ কারী হিসেবে সাক্ষী স্বরূপ আপনাকে পাঠিয়েছি।

(ক) তাফসীরে নিশাপুরীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত-

لِاَنَّ رُوْحَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَاهِدٌ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَرْوَاحِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَالْقُلُوْبِ وَالنُّفُوْسِ بِقَوْلِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ.

অর্থাৎ এটা একারণে যে., হুজুর আলাইহিচ্ছালামের রুহ মোবারক সমস্ত রূহ দিল ও সত্তা সমূহকে দেখতে পান। কেননা তিনিই বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো আমার নূর।

(খ) তাফসীরে মাদারিকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা আছে-

اَىْ شَاهِد عَلٰى مَنْ اٰمَنَ بِالْاِيْمَانِ وَعَلٰى مَنْ كَفَرَ بِالْكُفْرِ وَعَلٰى مَنْ نَافَقَ بِالنِّفَاقِ وَاعْلَمْ اَنَّهٗ يُعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَعْمَالَ اُمَّتِهٖ غَدْوَةً وَ عَشِيَّةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَلِذٰلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ হুজুর আলাইহিচ্ছালাম মুমিনদের জন্য তাদের ঈমানের কাফিরদের জন্য তাদের কুফরীয় ও মুনাফিকের জন্য তাদের মুনাফেকীর সাক্ষী।

(গ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণিত আছে-

وَاعْلَمْ اَنَّهٗ يُعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَعْمَالَ اُمَّتِهٖ غَدْوَةً وَ عَشِيَّةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَلِذٰلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْكُمْ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ রাছুলে খোদা (দ:) এর কাছে তাঁর উম্মতের আমল সমূহ সকাল-বিকাল পেশ করা হয়। তাই তিনি উম্মতকে তাদের চিহ্ন দৃষ্টে চিনেন ও তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে ও অবগত হন। এজন্যই তো তিনি (রাছুল (দ:) তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন।

উপরোক্ত আয়াতে করিমা ও তাফসীর সমূহ উপলব্ধি করা যায় যে, রাছুলে আকরাম (দ:) সৃষ্টি উষালগ্ন থেকেই কিয়ামত পর্যন্ত লোকের সমস্ত কুফরী, ঈমানের কপটতা, আমল ইত্যাদি সব কিছু জানেন। এজন্যই একেই তো বলে ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান।

সাত ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- তিনি তো সকলের জন্য স্বাক্ষী দিবেন।

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ হে সাধারণ লোকগণ এটা আল্লাহ তায়ালার শান নয় যে, তোমাদেরকে ইলমে গায়েব দান করবেন। তবে হাঁ রাছুল গণের মধ্যে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তাঁকে এ অদৃশ্য জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানী করেন।

(ক) তাফসীরে কবীরে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে-

فَاَمَّا مَعْرِفَةُ ذٰلِكَ عَلٰى سَبِيْلِ الْاَعْلَامِ مِنَ الْغَيْبِ فَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ খোদা প্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞানের ফলশ্রুতি স্বরূপ যে, সমস্ত অদৃশ্য বিষয়াদি জেনে নেয়া নবীগণ (আঃ) এরই বৈশিষ্ট্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(খ) তাফসীরে বায়জাবীতে উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আছে-

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُؤْتِى اَحَدُكُمْ عِلْمَ الْغَيْبِ فَيُطَّلِعُ عَلٰى مَا فِى الْقُلُوْبِ مَنْ كُفْرٍ وَاِيْمَان وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ لِرِسَالَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ فَيُوْحِىَ اللّٰهُ وَ يُخْبِرُهٗ بِبَعْضِ الْمُغِيْبَاتِ اَوْ يُنْصَبُ لَهٗ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ.

অর্থ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে কাউকে ইলমে গায়েব দান করেন না, যাতে তোমরা ঈমান ও কুফর যা মনে মনে গোপন করা হয়ে থাকে, সে সর্ম্পকে অবগত হতে পার। কিন্তু তিনি তাঁর রাছুল গণের মধ্যে যাঁদেরকে ইচ্ছে করেন, তাঁদেরকে মনোনীত করেন-তাঁদের উপর প্রত্যাদেশ করেন, তাঁদেরকেই আংশিক গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন। অথবা তাদের এমন কিছু প্রমাণাদী উপস্থাপন করেন যা গায়েবের নির্দেশ করে থাকে।

(গ) তাফসীরে জালালাইনে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

اَلْمَعْنٰى لٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ اَنْ يَّصْطَفِى مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ فَيُطْلِعُهُ الْغَيْبَ

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা রাছুলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন মনোনীত করেন, অতঃপর তাকে গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(ঘ) তাফসীরে খাযেনে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে-

لٰكِنَّ اللّٰهَ يَصْطَفِيْ اَوْ يَخْتَارُ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ فَيُطْلِعُ عَلٰى بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ.

(ঙ) তাফসীরে রুহুল বয়ানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে-

فَاِنَّ الْغَيْبَ الْحَقَائِقَ وَالْاَحْوَالَ لَا يَنْكَشِفُ بِلَا وَاسِطَةِ الرَّسُوْلِ

অর্থাৎ কেননা মহানবী (দ:) এর মাধ্যম ব্যতীত কারো নিকট অদৃশ্য ও রহস্যাবৃত্ত অবস্থা ও মূল তত্ত্ব প্রকাশ করা হয় না।

উল্লিখিত আয়াতে পাকের ব্যাখ্যা সমূহ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম ইলমে গায়েব রাছুলের (দ:) নিকট প্রকাশিত হয়। কোন কোন তাফসীর বিশারদ বলেন যে, ইলমে গায়েবের কিয়দংশ এর কথা বলেন, এ কিয়দংশ কয়টি দ্বারা আল্লাহর অসীম জ্ঞানের তুলনায় নবীর অদৃশ্য জ্ঞানকে কিঞ্চিত পরিমাণ বলা হয়েছে। কেননা সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে যা কিছু ঘটেছে ও যা ঘটবে এর সম্পূর্ণ জ্ঞান ও আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আংশিক বা যৎসামান্যই বটে।

আট ঃ মহান প্রতিপালক পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন-

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

অর্থ এর রাছুল (দ:) তোমাদের রক্ষণা বেক্ষণকারীও সাক্ষী হবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(ক) তাফসীরে খাযেনে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে-

ثُمَّ يُؤْتَى بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَسْئَلُهُ عَنْ حَالِ اُمَّتِهٖ فَيُزَكِّيْهِمْ وَيَشْهَدُ بِصِدْقِهِمْ

অর্থাৎ ঃ অতঃপর কিয়ামতের দিবসে হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে আহব্বান করা হবে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তখন তিনি পবিত্রতা ও সত্যতার সাক্ষ্য দিবেন।

(খ) তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্লিখিত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

هٰذَا مَبْنِىّ عَلٰى تَضْمِيْنِ الشَّهِيْدِ مَعْنَى الرَّقِيْبِ وَالْمَطْلَعِ وَالْوَجْهِ فِىْ اِعْتِبَارِ تَضْمِيْنِ الشَّهِيْدِ الْاِشَارَةُ اِلٰى اَنَّ التَّعْدِيْلَ وَالتَّزْكِيَّةُ اِنَّمَا يَكُوْنُ عَنْ خُبْرَةٍ وَمُرَاقَبَةٍ يُصَالُ الشَّاهِدُ وَمَعْنٰى شَهْدَةُ الرَّسُوْلِ عَلَيْكُمْ اِطَّلاعُهٗ رُتْبَةُ كُلِّ مُتَدَيَّنٍ بِدِيْنِهٖ فَهُوَ يَعْرِفُ ذُنُوْبَهُمْ وَحَقِيْقَةُ اِيْمَانِهِمْ وَاَعْمَالِهِمْ وَ حَسَنَاتِهِمْ وَاِخْلاصِهِمْ وَيُغَاقِهِمْ وَغَيْرُ ذٰلِكَ بِنُوْرِ الْحَقِّ وَاُمَّتَهٗ يَعْرِفُوْنَ ذٰلِكَ مِنْ سَائِرِ الاُمَمِ بِنُوْرِ عَلَيْهِ السَّلامُ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ এটা এ কারণেই যে আয়াতে উল্লেখিত শব্দটি রক্ষণাবেক্ষণকারী ও ওয়াকিব হাল, কথাটাও অন্তর্ভূক্ত করে। আর এ অর্থ দ্বারা এ কথারই ইংগিত পাওয়া যায় যে, কোন ব্যাক্তির যথার্থতা ও দুষণীয়তার সাক্ষ্য প্রদান তখনই সম্ভবপর হবে যখনই সাক্ষী উক্ত ব্যাক্তির যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সাম্যক রূপে ওয়াকিব হাল হয়। হুজুর আলাইহিচ্ছালামের মুসলমানদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি প্রত্যেক ধর্ম পরায়ণ ব্যাক্তির ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত। সুতরাং বুঝা যায় যে, হুজুর আলাইহিচ্ছালাম মুসলমানদের গুনাহ সমূহ; তাদের ইসলামের হাকীকত, তাদের ভাল মন্দ কার্যাবলী, তাদের আন্তরিকতা ও কপটতা ইত্যাদিকে সত্যের আলোর বদৌলতে অবলোকন করেন হুজুর আলাইহিচ্ছালামের উম্মদের নিকট তার নুরের উছিলায় অন্যান্য সমস্ত উম্মতগণের অবস্থাও কেয়ামতের ময়দানে সম্পূর্ণ রূপে উদ্ভাসিত হবে।

(গ) তাফসীরে মাদারিকে দ্বিতীয় পারার সূরায় বাকারায় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে-

فَيُؤْتَى بِمُحَمَّدٍ فَيَسْئَلُ عَنْ حَالِ اُمَّتِهٖ فَيُزَكِّيهِمْ وَيَشْهَدُ بِعَدَالَتِهِمْ

অর্থাৎ অতঃপর রাছুল (দঃ)কে আহব্বান করা হবে, তাঁর উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তিনি স্বীয় উম্মতের সাফাই বর্ণনা করবেন এবং তাদের ন্যায় পরায়ন ও যথার্থতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন। সুতরাং নবী করিম (দ:) আপনাদের যথার্থতা সম্পর্কে অবহিত আছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লিখিত আয়াতে করিমা ও ব্যাখ্যা সমূহে এটাই বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) এর উম্মতগণ আল্লাহর দরবারে আরজ করবেন, হে আল্লাহ! আমাদের কাছে তোমার কোন নবী আগমন করেননি, পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত উম্মতের নবীগণ আরজ করবেন হে খোদা! আমরা তাদের কাছে গিয়েছি, তোমার নির্দেশাবলী তাদের কাছে পৌছিয়েছি, কিন্তু তারা গ্রহণ করেনি। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে-যেহেতু আপনারা বাদী, সেহেতু আপনাদের সমর্থনে কোন সাক্ষী উপস্থাপন করুন। তাঁরা তাঁদের পক্ষে সাক্ষী দেখার জন্যে রাছুলে আকরাম (আঃ) এর উম্মতকে পেশ করবেন। তাঁরা সাক্ষ্য দিবেন হে আল্লাহ! তোমার নবীগণ সত্যবাদী, তাঁরা তোমার নির্দেশাবলী স্ব স্ব উম্মতের কাছে পৌছিয়ে ছিলেন।

নয় ঃ মহান প্রতিপালক ইরশাদ করেছেন-

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

অর্থাৎ কে সে? যে তার কাছে তার অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করবে? তিনি তাদের পূর্বাপর সব কিছু জানেন।

(ক) তাফসীরে নিশাপুরীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে

يَعْلَمُ مُحَمَّد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مِنْ اَوَلِيَاتِ .... مِنْ اَحْوَالِ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ হুজুর আলাইহিচ্ছালাম সৃষ্টির আগেকার অবস্থাদি জানেন এবং সৃষ্টির পূর্বে কেয়ামতের যে ভয়াবহ অবস্থাদি সংঘটিত হবে, তাও তিনি জানেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(খ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণিত আছে-

يَعْلَمُ مُحَمَّد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مِنَ الاُمُوْرِ الاَوْلِيَاتِ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ اَقْوَالِ الْقِيَامَةِ وَ فَزْعِ الْخَلْقِ وَ غَضْبِ بِرَبِّهِ.

অর্থাৎ হুজুর আলাইহিচ্ছালাম সৃষ্টির আগের অবস্থা জানেন। সৃষ্টির পূর্বাপর যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে কিয়ামতের অবস্থা সৃষ্টিকুলের অতীত, আল্লাহর গজব ইত্যাদি সম্পর্কে সাম্যকরূপে অবগত।

দশঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ

অর্থাৎ হে মাহবুব (দঃ) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আর তারা বলবে-আমরা তো কৌতুক ও খেল তামাশা করেছিলাম।

(ক) তাফস্‌ীরে দূররে মনছুর ও তাবারীতে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে উল্লেখ আছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ قَالَ رَجُل مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ يُحَدِّثُنَا مُحَمَّد اَنَّ نَاقَةَ فُلاَن بِوَادٍ فُلاَنٍ وَمَا يَدْرِىْ بِالْغَيْبِ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপটে বর্ণিত আছে, জনৈক মুনাফিককে বলেছিল, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সংবাদ দিচ্ছেন অমুক ব্যক্তির উষ্ট্রী অমুক জঙ্গলে আটকা পড়েছে। অদৃশ্য বিষয় তার কি ই বা জানা আছে?

এ আয়াত ও তাফসীর থেকে একথাই উপলব্ধি করা গেল যে, হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর অদৃশ্য জ্ঞানকে অস্বীকার মুনাফিকদেরই কাজ। সে কাজকে কুরআন "কুফর" বলে আখ্যায়িত করেছে।

এগার ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভধারণী স্ত্রীলোকদের গর্ভের অবস্থা জানেন এবং কেউ জানেনা আগামী কাল কে কি কাজ করবে (উপার্জন করবে) এবং কোন মানুষ জানেনা যে, কখন এবং কোথায় মৃত্যু বরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয় জ্ঞানী ও অবহিত কারী।

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রকাশ্যে বুঝা যাচ্ছে যে, উলুমে খামছা বা পঞ্চবিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর রয়েছে। তাই কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা এ আয়াতকে সনদ বানিয়ে একথা বলতে চায় যে, কোন নবী, অলী ও ছালেহীনের এ বিষয়ে জ্ঞান নেই। বস্তুত মহানবী (দঃ) অন্যান্য নবীগণ, বান্দাদেরকে ও আল্লাহ পাক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উক্ত পঞ্চ বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করেছেন। অব্যশই উক্ত আয়াতে শয়তান এবং সাধারণ মানুষের বেলায় উক্ত পঞ্চবিষয়ের জ্ঞান থাকার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। উক্ত আয়াতে করীমার শানেনুযূল বা অবতীর্ণের কারণ বিশ্লেষণ করলে পাঠকদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ৬৮১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাহেলিয়াতের যুগে এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত মুর্খ্য ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ মানুষ গণক ও জ্যোতিষীদের নিকটগিয়ে উপরোক্ত পাঁচ বিষয়ে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করতো এবং তারা এত দৃঢ় বিশ্বাস করতো যে কাহিন এবং নজুমীগণ যেভাবে অন্যান্য গায়েবী বিষয়াদী সম্পর্কে খবর দিতে সক্ষম সেভাবে তারা উক্ত বিষয়েও জ্ঞাত। আসলে তারা এসব বিষয়ে কিছুই জানতো না। কাজেই এসব মূর্খ ও সাধারণ মানুষের এমন আক্বিদাকে অসত্যতা ঘোষনা করে আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত খানা অবতীর্ণ করেছেন। আর এঘোষণা করেছেন যে, অন্যান্য গায়েবী বিষয়াদি এবং মাফাতিহুল গায়েব (পঞ্চবিষয়ের জ্ঞান) এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যামান। কারণ অন্যান্য অদৃশ্য বিষয়াদী সম্পর্কে আসমানে ফিরিশতাগণ আলোচনা করতে থাকে, কাজেই তাদের কথা বার্তা থেকে চুরি করে কিছু শুনা শয়তানের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মাফাতিহুল গায়েব এটা পঞ্চবিষয়ের আলোচনা শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাছুলের মধ্যেই হয়ে থাকে। ফলে কাহিন (গনক) নজুমীদের পক্ষে এসব বিষয় অবগত হওয়া অসম্ভব। কারণ এসব বিষয়ের জ্ঞানসমুহে, আল্লাহ ও তাঁর রাছুল (দঃ) এবং নবী অলীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুতরাং বুঝা গেল যে, শয়তানগণ কাহিন (গনক) ও নজুমীদের (জ্যোতিষবিদগণ) এসব অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানকে অস্বীকার করার জন্যই উক্ত আয়াত খানা অবতীর্ণ করা হয়েছে। রাছুল ও নবীগণের পক্ষ থেকে অস্বীকার করার জন্য নয়। তাই রাছুল নবীগণ উক্ত পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

(ক) তাফসীরে আহমদীয়ায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা আছে-

وَلَكَ اَنْ تَـقُوْلَ اَنَّ عِلْمَ هٰذِهِ الْخَمْسَةَ لا يَعْلَمُهَا اَحَدٌ اِلَّا اللّـٰـهَ لٰـكِنْ يَجُوْزُ اَنْ يَّعْلَمَهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ مُحِبِّيْهِ وَاَوْلِيَائِهٖ بِقَرِيْنَةِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى: اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ. بِمَعْنَى الْمُخْبِرُ.

অর্থাৎ আপনি একথা ও বলতে পারেন যে, এ পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে খোদা ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। কিন্তু এ কথাও সংগত যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অলী ও প্রিয়জনের মধ্যে থেকে যাদেরকে ইচ্ছা, এসমস্ত বিষয়ে অবহিত করেন। আয়াতের মধ্যেই এ কথার প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। অর্থাৎ এ আয়াতে ان اللـــه عـليم خبير আল্লাহ জ্ঞানী ও অবহিতকারী এখানে خبير শব্দটি مـخبر অবহিতকারী অর্থেই প্রয়োগ হয়েছে।

(খ) তাফসীরে সাবীতে আয়াতাংশ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

اَىْ مِـنْ حَيْثُ ذَاتِهَا وَاَمَّا بِاَعْلَامِ اللّٰهِ لِلْعَبْدِ فَلَا مَانِعٌ مِـنْـهُ كَـالْاَنْبِيَاءِ وَ بَعْضَ الْاَوْلِيَاءِ قَالَ تَعَالٰي وَلَا يُحِيْطُوْنَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِشَـيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَقَالَ تَعَالٰي فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَلَا مَانِعٌ مِنْ كَوْنِ اللّٰــهِ يُطْـلِـعُ بَـعْـضُ عِبَادِهِ الـصَّـالِحِيْنَ عَلٰى بَعْضِ الْـمُـغِيْبَـاتِ فَتَكُوْنَ مُعْجِزَةٌ لِلنَّبِيِّ وَكَرَامَةٌ لِلْوَلِيِّ وَلِذٰلِكَ قَـالَ الْـعُـلَـمَـاءُ الْحَقُّ اَنَّهٗ لَمْ يُخْرِجْ نَبِيُّنَا مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اُطْلِعَهٗ عَلٰى تِلْكَ الْخَمْسِ.

অর্থাৎ ঐ সব বিষয়ে কেউ সত্ত্বাগত ভাবে জ্ঞাত নয়, কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক অবহিত করার ফলশ্রুতিতে জানার ব্যাপারে কোন রূপ প্রতিবন্ধকতা নেই। যেমন- নবীগণ ও মুষ্টিমেয় অলীগণ সে সমস্ত বিষয়ে অবগত হন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন এসব আল্লাহর জ্ঞানকে আয়ত্ব করতে পারেনা, তবে যতটুকু আল্লাহ চান, ততটুকু পারেন। আরও ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তাঁর মনোনীত রাছুলগণ ছাড়া অন্য কারো নিকট তাঁর রহস্যাবলী ও অদৃশ্য বিষয়াবলী উম্মোচন করেন না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাঁর কোন কোন প্রিয় বান্দাকে কোন কোন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার ব্যাপারে কোন রূপ অন্তরায় নেই। অতত্রব জ্ঞানের প্রকাশ নবীর 'মুজিযা' ও অলীর কারামত হিসেবে গণ্য হবে। এজন্য আলেমগণ বলেন যে, সঠিক কথা হচ্ছে হুজুর আলাইহিচ্ছালাম ইহজগত থেকে তাশরীফ নিয়ে যাননি যতক্ষণ না পঞ্চ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(গ) তাফছীরে "আরায়েছুল বয়ানে" আয়াতাংশ يَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে

سَمِعْتُ اَيْضًا مِنْ بَعْضِ الْاَوْلِيَاءِ اَنَّهُ اَخْبَرَ فِى الرَّحْمِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَرَأَيْتُ بِعَيْنِىْ مَا اَخْبَرَ.

অর্থাৎ কোন কোন অলির কাছে শুনেছি যে, তাঁরা গর্ভস্থিত শিশু, ছেলে কি মেয়ে সে সম্পর্কে সুষ্টভাবে আগে ভাগেই বলে দিয়েছেন এবং আমি নিজের চোখে দেখেছি যে তারা যা বলেছেন তার ব্যতিক্রম হয়নি।

(ঘ) তাফছীরে রূহুল বয়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখা আছে-

وَمَا رُوِىَ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ مِنَ الْاَخْبَارِ عَنِ الْغُيُوْبِ فَيَتَعَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِمَّا بِطَرِيْقِ الْوَحْيِ اَوْ بِطَرِيْقِ الْاَلْهَامِ وَالْكَشْفِ وَكَذَا اَخْبَرَ بَعْضُ الْاَوْلِيَاءِ مِنْ نُزُوْلِ الْمَطَرِ وَاَخْبَرَ عَمَّا فِى الرَّحْمِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى فَوَقَعَ كَمَا اَخْبَرَ.

অর্থাৎ নবী ও অলিগণ থেকে সে সব অদৃশ্য বিষয়াদি খবর বর্ণিত আছে সেগুলো খোদা কর্তৃক অবহিত করার ফলশ্রুতি স্বরূপ তথা ওহী, ইলহাম বা কাশফের মাধ্যমে তারা জ্ঞাত হন। যেমন কোন কোন অলি বৃষ্টি বর্ষণ সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন; আর কোন কোন অলি গর্ভাস্থিত শিশু, ছেলে কি মেয়ে সে সম্পর্কে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পূর্বেই বলে দিয়েছেন। তারা যে রকম বলেছেন ঠিক সে রকমই হয়েছে।

উপরোক্ত তাফছীর সমূহের ভাষ্য থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে পঞ্চ জ্ঞান দান করেছেন। যা আমি হাদীছের দৃষ্টিতে রাছুলের ইল্‌মে গায়েবের শিরোনামে আলোচনা করব ইশা আল্লাহ।

কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, পবিত্র কোরআনের আয়াত ও এর তাফছীর দ্বারা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেও বিশেষ করে ছরকারে দু'আলম হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ ওয়াছাল্লাম কে সর্ব বিষয়ের অসাধারণ জ্ঞান দ্বারা ভূষিত করেছেন। আল্লাহ তাঁর প্রিয় মাহবুবকে যে অদৃশ্য জ্ঞান দান করেছেন কোরআনের অসংখ্য আয়াতে তা দেখা যায়। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করলে উক্ত বইটি বিরাট আকার ধারণ করবে। তাই আমি সংক্ষেপেই আলোচনা করছি।

হাদীছের দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী

একঃ বোখারী শরীফের بَـدْءُ الْـخَـلْـقِ শীর্ষক আলোচনায় ও মিশকাত শরীফের দ্বিতীয় খন্ডের بَـدْءُ الْخَلْقِ ذِكْرُ الانْبِيَاءِ শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত উমর ফারুক (রা) থেকে বর্ণিত আছে

قَـامَ فِيْـنَـا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَـاَخْبَـرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهٗ وَنَسِىَ مَنْ نَسِيَهٗ.

অর্থাৎ মহানবী ছাল্লাল্লাহু ওয়াছাল্লাম এক জায়গায় আমাদের সাথে অবস্থান করেছিলেন। সেখানে তিনি (মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আমাদেরকে সৃষ্টির আদি সংবাদ দিচ্ছিলেন। এমন কি বেহেশতবাসী ও দোজখ বাসীগণ নিজ নিজ মনজিলে বা ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া অবধি পরিব্যাপত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রদান করেন। যিনি ওসব স্মরণ রাখতে পেরেছেন। তিনি তো স্মরণ রেখেছেন। আর যিনি স্মরণ রাখতে পারেননি তিনি ভুলে গেছেন।

উপরোক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ছরকারে দো"আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম দু'ধরণের ঘটনাবলীর খবর দিয়েছেন-

একঃ বিশ্বসৃষ্টির সূচনা কিভাবে হলো এবং দুইঃ এর সমাপ্তি কিভাবে হবে। অর্থাৎ "রোজে আজল" (সৃষ্টির উষালগ্ন) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক অনু পরমানুর পুংখানুপুখানুরূপে বর্ণনা দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা ঃ "আইনী" শরহে বোখারী "ফতহুলবারী" এরশাদুস সারী শরহে বোখারী মিরকাত শরহে মিশকাত ইত্যাদি গ্রন্থে আলোচ্য দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এ হাদীছের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে-

فِيْهِ دَلَالَةٌ عَلٰى اَنَّهٗ اَخْبَرَ فِى الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيْعِ اَحْوَالِ الْمَخْلُوْقَاتِ مِنْ اِبْتِدَائِهَا اِلٰى اِنْتِهَائِهَا.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ এ হাদিছ শরীফ থেকে বুঝা গেল যে, একই অবস্থানে হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম সৃষ্টিকুলের আদ্যোপ্রান্ত অবস্থার খবর দিয়েছিলেন।

দুই ঃ মিশকাত শরীফের فَضَائِلُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ শীর্ষক অধ্যায়ে মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে হযরত ছওবান (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে-

اِنَّ اللّٰهَ ذَوٰى اِلَى الْاَرْضِ فَرَاَيْتُ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমার সম্মুখে গোটা পৃথিবীকে এমনভাবে সংকুচিত করে দিয়েছেন যে আমি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিমপ্রান্ত সমূহ স্বচক্ষে অবলোকন করছি।

ব্যাখ্যা ঃ মিরকাত "শরহে মিশকাত" "শরহে শিফা" মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) রচিত "জুরকানী শরহে মাওয়াহেব' ও "নছিমুররিয়াজ শরহে শিফা' ইত্যাদি ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহে এ হাদীছের ব্যাখ্যা উল্লেখ আছে-

وَحَاصِلَةٌ اَنَّهٗ طَوٰى لَهُ الْاَرْضَ وَجَعَلَهَا مَجْمُوْعَة

كَهَيْئَةِ كَفٍّ فِيْهِ مِرْاٰةٌ يَنْظُرُ اِلٰى جَمِيْعِهَا حَتّٰى اِطَّلَعْتُ

عَلٰى مَا فِيْهَا.

অর্থাৎ এ হাদীছের সারমর্ম হচ্ছে- মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করে দেয়া হয় এবং এমনভাবে একত্রিত করে দেয়া হল, যেন কেউ একহাতে আয়না

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিয়ে সম্পূর্ণ আয়নাকে দেখছেন। জমিনকে এমনভাবে একত্রিত করে দেয়া হয় যে, যাতে দুরবর্তী অংশ নিকটবর্তী অংশের একেবারে কাছাকাছি দৃষ্টি গোচর হয়। ফলে পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুই আমি (নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) দেখতে পেয়েছি।

তিন ঃ মিশ্‌কাত শরীফের "মাজাহিদ" অধ্যায়ে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

رَاَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِىْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ فَوَضَعَ كَفَّهٗ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثُدَىَّ فَعَلِمْتُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ.

অর্থাৎ আমি আল্লাহ তায়ালাকে সুন্দরতম আকৃতিতে দেখেছি। তিনি স্বীয় কুদরতের হাতখানা আমার বুকের উপর রাখলেন। যার শীতলতা আমি স্বীয় অন্তস্থলে অনুভব করেছি। ফলে আসমান জমিনের সমস্ত বস্তু সম্পর্কেই অবগত হয়েছি।

ব্যাখ্যা ঃ মিরকাত শরহে মিশ্‌কাত এ উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখা আছে-

فَعَلِمْتُ بِسَبَبٍ وُصُوْلِ ذٰلِكَ الْفَيْضِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالارْضِ يَعْنِىْ مَا اَعْلَمَهُ اللّٰهُ فِيْهِمَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْاَشْجَارِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ وَسِيْعِ عِلْمِهِ الَّذِيْنَ فَتَحَ اللّٰهُ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ اَىْ جَمِيْعِ الْكَائِنَاتِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

السِّرِّ فِى السَّمٰوَاتِ بَلْ وَمَا فَوْقُهَا كَمَا يَسْتَعِدُّ مِنْ قِصَّةِ الْمِعْرَاجِ وَالْاَرْضِ هِىَ بِمَعْنَى الْجِنْسِ وَجَمِيْعَ مَا فِى الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ بَلْ وَمَا تَحْتَهَا كَمَا اِفَادَةُ اَخْبَارِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الثَّوْرِ وَ الْحُوْتِ لِلَّذِىْ عَلَيْهِمَا الْاَرْضُوْنَ.

অর্থাৎ এ ফয়েজ প্রাপ্তির দরুন আমি আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু সব কিছুই জেনে নিয়েছি। অর্থাৎ আসমান জমিনের ফিরিশতাকুল গাছ-পালা ও অন্যান্য যা কিছু মহান আল্লাহ জ্ঞাত করিয়াছেন, সবই জেনে নিয়েছি।

এটা হচ্ছে তাঁর হুজুর (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম)এর সেই ব্যাপক জ্ঞানের বর্ণনা যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছেন। ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন; তিনি জেনে নিয়েছেন সমস্ত সৃষ্টি যা আসমান সমূহে বরং যা আসমানের উপরেও রয়েছে। (এ তথ্য মিরাজের বর্ণনা সম্বলিত হাদীছ থেকে জানা যায়) এবং জেনে নিয়েছেন যা পৃথিবীতে আছে এবং সে সমস্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, সেগুলোতে এমনকি বলদ ও মাছের অস্থিত্বের কথাও বলা হয়েছে, যার উপর পৃথিবীর স্তর সমূহ স্থিতাবস্থায় রয়েছে।

(খ) আশয়াতুল লুময়াত শর্‌হে মিশ্‌কাত” গ্রন্থে উক্তহাদীছের ব্যখ্যায় বলা হয়েছে-

عبارت است از حصول تمام علوم جزئی وکلی واحاطۂ آں

অর্থাৎঃ এ হাদীছ শরীফে তার বিশিষ্ট ও সামগ্রিক জ্ঞান ও উহার পরিব্যাপ্তির কথা বলা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চারঃ মিশকাত শরীফের "মাছাজিদ" অধ্যায়ে তিরমিজী শরীফের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে-

فَتَجَلّٰى اِلٰى كُلُّ شَىْءٍ وَ عَرَفْتُ

অর্থাৎ তখন প্রত্যেক কিছু আমার কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। এবং আমি এ গুলো চিনতে পেরেছি।

(ক) ব্যাখ্যা ঃ 'আশয়াতুল লুময়াত শরহে মিশকাত' এ উক্ত হাদীছ এর ব্যখ্যায় বলা হয়েছে।

پس ظاہر شد مرا ہر چیز از علوم و سنا ختم ہمہ را

অর্থাৎ ঃ আমার কাছে প্রত্যেক ধরনের জ্ঞান প্রতিভাত রয়েছে এবং আমি সবকিছুই জেনে নিয়েছি।

(খ) আল্লামা জুরকানী (রহঃ) শরহে মাওয়াহেব গ্রন্থে উপরে বর্ণিত হাদীছ শরীফ এর ব্যখ্যায় বলেছেন- ...

اَىْ اَظْهَرَ وَكَشَفَ لِى الدُّنْيَا بِحَيْثُ اَحَطْتُ بِجَمِيْعِ مَا فِيْهَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيْهَا وَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفٍّ هٰذِهٖ اِشَارَةٌ اِلٰى اَنَّهٗ حَقِيْقَةٌ دَفَعَ بِهٖ اَنَّهٗ اُرِيْدُ بِالنَّظَرِ الْعِلْمِ.

অর্থাৎ আমার সামনে দুনিয়াকে প্রতিভাতই করা হয়েছে। উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যার ফলে আমার দৃষ্টি উহার সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করেছে। সুতরাং আমি পৃথিবীকে এবং যা কিছু কিয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে হবে। এমনভাবে দেখতে পেয়েছি যে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যেমনিভাবে আমার হাতের (তালুকে) দেখতে পাচ্ছি। এখানে একথারই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হুজুর আলাইহি ছাল্লাম বাস্তব রূপেই দেখেছেন। অতত্রব এ কথা আর বলা যায় না যে, (নজর) শব্দ বলতে জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে।

পাঁচ ঃ মাসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আবু জর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে -

وَلَقَدْ تَرَكْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُحَرِّكُ طَائِر جَنَاحَيْهِ اِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا.

অর্থাৎ ঃ হুজুর আলাইহি ছালাম আমাদেরকে এমনভাবে অবহিত করেছেন যে, একটা পাখির পাখা নাড়ার কথা পর্যন্ত তাঁর বর্ণনা থেকে বাদ পড়েনি।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম আহমদ কুসতুলানী (রহঃ) তার "মাওয়াহিব শরীফে" এ হাদীছে এর ব্যখ্যায় বলেছেন-

وَلَوْ شَكَّ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اِطَّلَعَهُ عَلَى اَزِيْدُ مِنْ ذَالِكَ وَاَلْقَى عَلَيْهِ عِلْمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ.

অর্থাৎ ঃ এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আল্লাহ তায়ালা ছরকারে দু'আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে এর থেকে আরো অধিক বিষয়ে অবহিত করেছেন এবং তাঁকে (নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জ্ঞান দান করেছেন।

ছয় ঃ মিশকাত শরীফ এর "মু'জিয়াত" অধ্যায়ে হযরত আবু হোরায়ারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে -

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَقَالَ رَجُلاً مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِئْبٍ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ الذِّئْبُ ... الخ

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি বলেছিলেন নেকড়েবাঘকে যে রূপ কথা বলতে দেখলাম সেরূপ ইতিপূর্বেই আর কখনো দেখিনী। তখন নেকড়েবাঘ বলে উঠলো। এর চেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো-ঐ দু'প্রান্তরে মধ্যবর্তী মরুদ্যানে (মদীনায়) একজন সম্মানিত ব্যক্তি (হুজুর আকরম ছাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াছাল্লাম) আছেন যিনি তোমাদের নিকট বিগত ও অনাগত ভবিষৎতের বিষয় সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করেন।

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উপরোক্ত হাদীছের ব্যখ্যা সম্পর্কেই বলেছেন-

يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضٰى اَىْ سَبَقَ خَبْرُ الْاَوَّلِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ اَىْ مَنْ بَنَاءَ الْاُخِرِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَمِنْ اَقْوَالِ اَجْمَعِيْنَ فِى الْعُقْبٰى.

অর্থাৎ, মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম তোমাদেরকে পূর্ববর্তী লোকদের অতীত ঘটনাবলী সংবাদ দিচ্ছেন; তোমাদের পরবর্তী লোকদেরও খবর দিচ্ছেন। অর্থাৎ ইহকালীন ও পরকালীন যাবতীয় সু-সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

সাত ঃ মিশকাত শরীফের "কিতাবুল ফিতন" যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা শীর্ষক অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اَسْمَائَهُمْ وَ اَسْمَاءَ اٰبَائِهِمْ وَاَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ خَبْرُ فَوَارِسَ اَوْ مِنْ خَبْرِ فَوَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ،

অর্থাৎ আমি তাদের নাম (দাজ্জালের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণকারীগণের) তাদের বাপদাদাদের নাম ও তাদের ঘোড়া সমূহের বর্ণ পর্যন্ত আমার জানা আছে। তারাই হবেন ভূপৃষ্টের সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড় ছওয়ার।

ব্যখ্যায় ঃ মিরকাতে উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে-

فِيْهِ مَعَ كَوْنِهِ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ دَلَالَةً عَلٰى اَنَّ عِلْمَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحِيْطٌ بِالْكُلِّيَّاتِ .... الخ.

অর্থাৎ এ হাদীছ শরীফের মধ্যে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মু'জিযার উপলব্ধির সাথে এ কথা ও বুঝা যায় যে, রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জ্ঞান সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়ক এককভাবে ও সামগ্রিক রূপে পরিবেষ্টন করে রয়েছে।

আট ঃ মিশকাত শরীফ এর المعجزات অধ্যায়ে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে আযর ইবনে আখতাব থেকে সে একই কথা অর্থাৎ আমার বর্ণিত ১নং হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত, তবে এতে এতটুকু অতিরিক্ত আছে-

فَاَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَعَلَّمَنَا حَفِظْنَا.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আমাদেরকে সে সমস্ত ঘটনাবলীর খবর দিয়েছেন, যে গুলো কিয়ামত পর্যন্ত ঘটতে থাকবে। আমাদেরকে শিখিয়ে দিলেন আর আমরা মুখস্থ করলাম।

নয় ঃ "শরহে মাওয়াহেবে লাদুনীয়া' গ্রন্থে আল্লামা জুরকানী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করেছেন-

إِنَّ اللّٰهَ رَفَعَ فِى الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ وَ اِلٰى مَا هُوَ

كَائِنٌ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِى هٰذَا.

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আমার সামনে সারা দুনিয়াকে তুলে ধরেছেন। তখন আমি এদুনিয়াকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে,এমনভাবে দেখতে পেয়েছি যে, আমি আমার এ নিজ হাতের তালুকে দেখতে পাচ্ছি।

দশ ঃ মিশকাত শরীফের الفتن অধ্যায়ে বুখারী ও মুসলিম শরীফ এর উদ্বৃদ্ধি দিয়ে হযরত হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِىْ مَقَامِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا

حَدَّثَ بِهٖ حَفِظَةٗ مَنْ..... الخ

মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম সে স্থলে কিয়ামত পর্যন্ত যাকিছু ঘটবে, সবকিছুর খবর দিয়েছেন; কোন কিছুই বাদ দেয়নি। যাদের পক্ষে সম্ভব তারা সব স্মরণ রেখেছেন। আর অনেকে ভুলেও গেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এগার ঃ মিশকাত শরীফের ফিতন নামক অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে হযরত হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ اِلَى اَنْ تَقْضِىَ ...... الخ

অর্থাৎ ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম পৃথিবীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য কোন ফিত্না পরিচালনা কারীর কথা বাদ দেননি। যাদের সংখ্যা তিন শত কিংবা ততোধিক হবে; এমনকি তাদের নাম, তাদের বাপের নাম ও গোত্রের নাম সহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

বার ঃ বুখারী শরীফ এর كِتَابُ الْاِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ এ ও তাফছীর খাযেনে لَا تَسْئَلُوْنَ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ اَنْ تُبْدَلَكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে

قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا اُمُوْرًا عَظِيْمًا ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ اَحَبَّ اَنْ يَسْئَلَ عَنْ شَيْءٍ فَيَسْئَلُ عَنْهُ ...... اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِى سَلُوْنِى.

অর্থাৎ একদা মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাড়াঁলেন। অতঃপর কিয়ামতের উল্লেখ পূর্বক এর আগে সমস্ত ভয়ানক ঘটনাবলী ঘটবে সে সম্পর্কেই বর্ণনা দিলেন। এরপর তিনি (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বললেন, “যার যা খুশী জিজ্ঞাসা করতে পার। খোদার শপথ এ জায়গা অর্থাৎ এ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মিম্বরে আমি যতক্ষণ দন্ডায়মান আছি, ততক্ষণ তোমরা যা কিছু জিজ্ঞাসা করনা কেন, আমি অব্যশই উত্তর দেব। জনৈক ব্যক্তি দাড়িয়ে আরজ করলেন-পরকালে আমার ঠিকানা কোথায়? এরশাদ করেন জাহান্নামের মধ্যে। আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞসা করলেন আমার বাপ কে? এরশাদ করেন-হুজাফা। এর পর তিনি (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বার বার এরশাদ ফরমান জিজ্ঞাসা করো, জিজ্ঞাসা করো।

তের ঃ মিশকাত শরীফের مـنـــاقــب اهـل البيـت শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে

تَلِدُ فَاطِمَةُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غُلَامًا يَكُوْنُ فِىْ حُجْرِكَ

অর্থাৎ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) এর নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, হযরত ফাতিমাতুজজুহরা (রাঃ) এর ঘরে এক পূত্র সন্তান জন্মগ্রহন করবে, সে তোমারই (হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) কোলে লালিত পালিত হবে।

চৌদ্দ ঃ মিশকাত শরীফ এর "মাছাজীদ" অধ্যায়ে হযরত আবুজর গিফারী থেকে বর্ণিত আছে -

عُـرِضَــتْ عَـلَــىَّ اَعْمَـالُ اُمَّتِىْ حَسَنُهَـا وَ سَيِّئُهَـا

فَوَجَدْتُّ فِىْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى بِمَا عَنِ الطَّرِيْقِ.

অর্থাৎ আমার সামনে আমার উম্মতের ভালমন্দ আমল সমূহ পেশ করা হয়েছে। আমি তাদের নেক আমল সমূহের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ অপসারণের মত পূণ্য কাজ ও লক্ষ্য করেছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পনের ঃ মিশকাত শরীফের مناقب অধ্যায়ে বর্ণিত আছে

قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ.

অর্থাৎ হুজুর আলাইহি ছাল্লাম খায়বরের যুদ্ধের দিনে ইরশাদ ফরমান আমি আগামী দিন এ পতাকা এমন এক ব্যাক্তিকে অর্পণ করবো, যার হাতে আল্লাহ তায়ালা খায়েবের বিজয় নির্ধারণ করেছেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে ভালবাসেন।

ষোল ঃ বুখারী শরীফে اثبات عذاب القبر শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-

مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ يُعَذِّبَانِ. فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذِّبَانِ وَ مَا يُعَذِّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اِمَّا اَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ الْبَوْلَ وَاَمَّا الْاُخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رُطَبٍ .... الخ

অর্থাৎ হুজুর আলাইহি ছালাম একদা দুটো কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কবর দুটোতে আযাব হচ্ছিল। নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম বল্লেন, এ দুজনের আযাব হচ্ছে কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধের জন্য নয়, তাদের মধ্যে একজন প্রশ্রাবের সময় সর্তকতা অবলম্বন করত না, অপর জন চোগলখোরী করে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করত। তখন নবী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খেজুরের একটি কাচা ডাল নিয়ে দুভাগে ভাগ করলেন এবং অংশ দুটো উভয় কবরে একটি করে পুতে দিলেন। এবং এরশাদ করলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল দুটো শুকিয়ে না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শাস্তি লাঘব থাকবে।

সতের ঃ মুসলিম শরীফের كتاب الجهاد দ্বিতীয় খন্ডে "বদরের যুদ্ধে" শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত আনাছ (রা) থেকে বর্ণিত আছে-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مِصْرَعُ فُلَانٍ وُضِعَ يَدَهٗ عَلَى الاَرْضِ هٰهُنَا هٰهُنَا قَالَ فَمَا اَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضَعِ يَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ ফরমান-এটা অমুক ব্যাক্তির নিহত এবং পতিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট স্থান। এবং তিনি (নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) তাঁর পবিত্র হস্ত মোবারক জমিনের উপর এদিক সেদিক সঞ্চালন করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ হুজুর আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর হাতের নির্দেশিত স্থানের কিঞ্চিত বাহিরে পতিত হয়নি।

উলুমে খামছা বা পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান বলতে (১) কিয়ামত সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা তো সর্বাপেক্ষা বেশী বা অধিক জ্ঞাত এ কথায় সন্দেহ নেই। আল্লাহ তায়ালার কৃপায় হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও কিয়ামত সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন। তা যদি না হতো তিনি (নবীয়ে পাক) কিভাবে কিয়ামত সম্পর্কেই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবহিত ছিলেন। তা যদি না হতো (নবীয়ে পাক) কিভাবে কিয়ামত সম্পর্কে তথ্য পেশ করেছেন? রাছুলে করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হাদীছ শরীফে ইরশাদ করেছেন- কিয়ামত মুহররমের ১০ তারিখে জুমার দিবসে সংঘঠিত হবে। মিশকাত শরীফ বর্ণিত আছে। মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই জুমার দিবসে সংঘঠিত হবে। মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন-

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

অর্থাৎ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় পবিত্র হাতের শাহাদাত আঙ্গুলী ও মধ্যমাকে একত্রিত করে এরশাদ করেছেন "আমি এবং কিয়ামত এইভাবে মিলিত অবস্থায় প্রেরিত হয়েছি। তাছাড়া কিয়ামতের ছোট বড় নিদর্শন তিনি পুংখানো পুংখানোরূপে বর্ণনা দিয়েছেন। এখন ভেবে দেখুন। এমনি পবিত্র স্বত্বার জন্য কিয়ামত সম্পর্কীয় জ্ঞানকে অস্বীকার করা ঈমান হবে না কুফরী হবে।

(২) বৃষ্টিপাত কবে হবে আল্লাহই বেশী ভাল জানেন। যেহেতু তিনিই বারিপাত ঘটান যেমন কোরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ

অর্থাৎ তিনি বর্ষণ করেন এখানে বর্ষণ করা ক্রিয়া প্রকৃত কর্তার প্রতি সম্বন্ধিত হয়েছে। অথচ এর মাজাজী (রূপক) কর্তাও রয়েছে। যেমন মিকাইল (আঃ) কে বৃষ্টি বর্ষণে দায়িত্ব অর্পন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছেন। কাজেই এখন আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে, মিকাঈল (আঃ) বৃষ্টি বর্ষণ করেন। একথাও অনস্বীকার্য যে কর্তা তার ক্রিয়া সম্পর্কেই অবহিত থাকে। সুতরাং একথা বলা যায় যে, ফেরেশতার জ্ঞান হযরত আদম (আঃ) এর জ্ঞানের মোকবিলায় কম ছিল। যেমন তারা নিজেরাই স্বীকার করেছিল-

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

অর্থাৎ হে খোদা তোমারই পবিত্রতা আমরা জানিনা, জানি শুধু এতটুকু যতটুকু আপনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং যে বৃষ্টির কথা হযরত মিকাঈল (আঃ) জ্ঞাত, সে বৃষ্টি সম্পর্কেই নবীকূল ছরদার মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম অবহিত থাকবেনা, একথা বিশ্বাস করা কি মূর্খতা ও কুফুরীর ফলশ্রুতি হবে না? নিশ্চয়ই।

(৩) কারো মাতৃগর্ভের অবস্থা আল্লাহপাক অবহিত এতে কোন সন্দেহের জো নেই, যেমন ইরশাদ হয়েছে-

وَيُعَلِّمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ

অর্থাৎ এবং তিনি জানেন না যা মেয়ে লোকের গর্ভে আছে। এখন দেখুন! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সম্পর্কে তার হাবীব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে অবহিত করেছেন কিনা! আবু দাউদ শরীফ ২য় খন্ড ২৯৫ পৃষ্ঠায় আছে-

عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ لِىْ جَارِيَةً اَطُوْفُ عَلَيْهِمَا --- الخ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ একজন আনছারী ছাহাবী (রাঃ) দরবারে নবী করিম ছাল্লল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এ খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন- ইয়া রাছুলাল্লাহ (দঃ) আমার একটা বাদী আছে। আমি তার সাথে সহবাস করি এবং আযল ও করে থাকি যেন তার গর্ভে কোন সন্তান না জন্মে। তখন হুজুর পুরনূর ছাল্লাল্লাহ ওয়াছাল্লাম তার উদ্দেশ্যে বললেন তোমার বাঁদীর গর্ভে থেকে অনতি বিলম্বে সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে।

তখন উক্ত ছাহাবী (রা) সেখান থেকে নীরবে চলে গেলেন। কিছু দিন পরে সেই ছাহাবী (রা) পুনারায় আরজ করল "ইয়া রাছুলাল্লাহ আপনি যা বলেছেন তা অবিকল সত্যই। আমার বাঁদীর গর্ভে তখন থেকে একটা সন্তান অবস্থান করতেছে।

সুতরাং বুঝা গেল যে, গর্ভের সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তো জানেনই। তাঁর প্রিয় রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও অন্যান্য নবীগণ এবং আউলিয়ায়ে কেরামগণের ও তিনি অবহিত করান।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ব্যক্তিগত কবি হযরত হাচ্ছান বিন ছাবেত (রাঃ) বলেন -

اِنْ قَالَ فِىْ يَوْمٍ مَقَالَةً غَائِبٍ

فَتَصْدِيْقُهَا فِىْ ضُحْوَةِ الْيَوْمِ اَوْ فِىْ غَدٍ

অর্থাৎ হুজুর আলাইহি ওয়াচ্ছালাম অদ্য যা গায়েবের কথা বলতেন এর সত্যতা ঐ দিনই অথবা পরদিনই আমরা পেয়ে যেতাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৪) আগামী কাল তুমি কি উর্পাজন করবে। এ সম্পর্কে ও আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম জানেন।

বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ৬০৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضـ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْمُ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ.

অর্থাৎ হযরত ছাহল বিন ছ'াদ (রাঃ) থেকে রাছুলেপাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খায়বের যুদ্ধে জয়লাভ করার পূর্বের দিন ইরশাদ করেছেন যে, আমি আগামী দিন এ পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে (হযরত আলীকে) অর্পণ করব। যার হাতে (হযরত আলীর (রাঃ) হাতে) আল্লাহ্ তায়ালা খায়বরের বিজয় নির্ধারণ করেছেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাছুল ছাল্লাল্লাহ ওয়াছাল্লাম কে ভালবাসেন।

উল্লেখ্য বাস্তব ক্ষেত্রে মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কথা প্রতি ফলিত হয়েছিল। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে আগামীকাল "কিল্লা" জয় করবেন- একথা আল্লাহ পাক তো জানতেনই তাঁর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও জানতেন। তা না হলে তিনি কি করে বল্লেন- আগামী কাল হযরত আলী (রাঃ) কি করবেন। (৫) কোথায় ও কখন মৃত্যু বরণ করবেন-এ সম্পর্কে মৃত্যু বরণকারী নিজে জানতে না পারলে ও আল্লাহ ও তাঁর স্বীয় হাবীব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জানেন। কোন ব্যক্তি কোথায় মরবে সে সম্পর্কেই রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ও জানা ছিল। নিম্নের এ অকাট্য দলিল পেশ করা গেল।

(ক) বুখারী শরীফ "কিতাবুল মাগাজীতে আছে- উহুদযুদ্ধের পূর্বেই ছরকারে দো'আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কোন ছাহাবী কোন স্থানে শহীদ হবেন তা বলে দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক শাহাদাতের স্থানে নিশান বা চিহ্নত করে রেখেছিলেন বাস্তবেও তাই হয়েছিল। বিন্দুমাত্র এর ব্যত্রিক্রম হয়নি।

(খ) মজমুয়ায়ে ছালাওয়াতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ২২ পারার ২য় পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجْنٰى سَمٰوَاتٍ بِاَرْضِ

فُلَاةٍ يُكَفِّنُكَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَكَفَّنَهٗ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ رض

অর্থাৎ একদিন মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এক জ্বিনকে বলেছেন তোমার মৃত্যু হবে "ফোলাত" ভূ-খন্ডে এবং এক নেক্কার ব্যক্তি তোমাকে কাফন পরাবে। অতঃপর যখন হুজুর ছাইয়্যাদে আলাম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ভবিষৎ বাণী অনুযায়ী হুবুহু সে জ্বিন "ফোলাত" ভূ-খন্ডে মৃত্যুবরণ করল। তখন প্রসিদ্ধ খলিফা হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রা) তাকে কাফন পরান এবং দাফনের ব্যবস্থা করেন।

(গ) আবু দাউদ শরীফ ১ম খন্ড ৬ষ্ট পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে-

عَنْ رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ رض قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُوَيْفَعُ لَعَلَّ الْحَيٰوةَ مُسْتَطَوْلٌ بِكَ بَعْدِىْ فَاَخْبِرِ النَّاسَ ... الخ

অর্থাৎ নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম রোয়াইফা ইবনে ছাবেতকে ডেকে ওয়াছিয়ত করেন- হে রোয়াইফা! আমার ওয়াফাতের পরও তোমার হায়াত (আয়ু) দীর্ঘকাল থাকবে। কাজেই তুমি অমুক হাদীছখানা আমার ওয়াফাতের পর তোমার দেশে এলান করে দিবে।

সুতরাং এ হাদীছ এর দৃষ্টি কোন থেকে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, হযরত রোয়াইফা (রাঃ) এর জীবন সীমা এবং মৃত্যু নির্ধারিত সময় সম্পর্কেই হযরত ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম অবহিত ছিলেন। নতুবা কিভাবে বললেন আমার ওয়াফাতের পরও তুমি দীর্ঘ দিন জীবিত থাকবে।

(ঘ) মুসলিম শরীফ এর দ্বিতীয় খন্ডের ৪৮ পৃষ্ঠায় আছে-

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعَدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ لَعَلَّكَ تَخْلِفُ حَتّٰى يَنْفَعُ بِكَ اَقْوَامُ وَيَضْرِبُكَ اٰخَرُوْنَ ...الخ ثُمَّ قَالَ وَوَلّٰى الْعِرَاقَ لٰكِنَّ الْبَاْسَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَةَ قَالَ رَبِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থাৎ হযরত আমের বিন ছায়াদ (রাঃ) একদিন রাছুলে করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর দরাবারে আরজ করলেন -

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইয়া রাছুল্লাল্লাহ! (দঃ) আপনার ইন্তেকালের পর আমি জীবিত থাকব কিনা“ যদি জীবিত থাকে তবে কতদিন। তখন হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম উত্তরে এরশাদ করলেন- আমার পরও তুমি দীর্ঘ দিন জীবিত থাকবে। আর একটা মানব গোষ্ঠি মুসলিম জাতি তোমার মাধ্যমে উপকৃত হবে। পক্ষান্তরে অপর এক জাতি (কাফির) তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বাস্তব ক্ষেত্রে ও হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হযরত আমের ইবনে ছায়াদ (রা) ইরাকের গভর্ণর নিযুক্ত হন। বহু লোক তাঁর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাঁর নিকট বহু লোক ইসলামের শিক্ষা লাভ করে ধন্য হয়েছে। তারই আমলে ইসলামী শরীয়তের যতেষ্ট চর্চা হয়। পক্ষান্তরে তারই মাধ্যমে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অর্থাৎ যারা এক গুয়েমী করেছে তাদেরকে হত্যা করা হয় এবং অনেককে ক্রীতদাসে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ১৩০ বৎসর পূর্ণ হবার পর তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহী....................রাজেউন।

সুতরাং উপরে বর্ণিত হাদীছ শরীফ থেকে বুঝা গেল যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম মানুষের বয়স সীমা এবং মৃত্যুর সময় সম্পর্কে জ্ঞাত। নতুবা কিভাবে তিনি হযরত আমের বিন ছায়াদ (রাঃ) কে তার বয়স সীমা সম্পর্কে বলেছিলেন। তাই বলা হয় তিনি “উলুমে খামছায়” জ্ঞান রাখতেন বলেই বলেছিলেন।

আঠার ঃ ইনসাহুল হাজা হাশিয়ায়ে ইবনে মাজাহ বাবুল আশরা তিচ্ছায়াহ তে خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَخْبَرَ الصِّدِّيْقُ زَوْجَتَهُ بِنْتَ خَارِجَةَ اِنَّمَا حَامِلَةٌ بِنْتًا فَوَلَدَتْ بَعْدَ وُفَاتِ اُمِّ كُلْثُوْمٍ.

অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ) স্বীয় স্ত্রী বিনতে খারেজাহ (খারেজ তন্নয়া) কে সংবাদ দিয়েছেন যে, সে কন্যা সন্তান গর্ভধারণ করেছে ঠিক ঠিকই তার ইন্তেকালের পর তার স্ত্রী উম্মে কুলছুম বিনতে আবু বকর কে প্রসব করেছিলেন।

উনিশ ঃ তাফছীরে খাজেনের ৪র্থ পারায়-مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُنْذِرَ الْمُؤْمِنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত হাদীছটি বর্ণিত আছে–

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُمَّتِىْ فِىْ صُوَرِهَا فِى الطِّيْنِ كَمَا عُرِضَتْ عَلَىَّ اٰدَمَ وَعَلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ لِىْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِىْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالُوْا اِسْتِهْزَاءً زَعَمَ مُحَمَّدٌ اَنَّهُ يُعْلَمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَنْ يُكْفُرُ بِهِ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا بَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٌ لَمَنَعُوْا فِىْ عِلْمِىْ لَا تَسْئَلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ اُنَبِّئُكُمْ بِهِ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেছেন- আমার কাছে আমার উম্মৎকে তাদের নিজ নিজ মাটির আকৃতিতে পেশ করা হয়েছে। যেমনভাবে আদম (আঃ) এর কাছে পেশ করা হয়েছিল। আমাকে বলে দেয়া হয়েছে, কে আমার উপর ঈমান আনবে, আর কে আমাকে অস্বীকার করবে। যখন এ খবর মোনাফিকদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা হেসে বলতে লাগলো। মুহাম্মদ আলাইহিচ্ছালাম ওসব লোকদের জন্মের আগেই তাদের মুমিন ও কাফির হওয়া সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছেন। অথচ আমরা তাঁর সাথেই আছি! কিন্তু আমাদের চিনতে পারেনি। এ খবর যখন হুজুর আলাহিচ্ছালাম এর নিকট পৌঁছল। তখন তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে এরশাদ ফরমান এসব লোকদের কি যে হলো, আমার জ্ঞান নিয়ে বিরুপ সমালোচনা করেছে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর আমি অব্যশ্যই বলে দেব।

উপরোক্ত হাদীছ শরীফ থেকে দুটি বিষয় সম্পর্কে জানা হয়ে গেল।

এক ঃ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জ্ঞান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা মুনাফিকের আলামত বা বৈশিষ্ট্য। তাই মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে যারা বিরূপ মন্তব্য করেছে বা ভবিষ্যতে ও করবে তারা মুনাফিকদের অন্তর্ভূক্ত।

দুই ঃ কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। সব ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণই ওয়াকিফহাল বা অবগত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরোক্ত হাদীছসমূহ এবং হাদীছ বেত্তাগণের এ সব ইঙ্গিত ছাড়া আরো অনেক হাদীছ ও হাদীছ বেত্তাগণের অভিমত উপস্থাপন করতে পারি কিন্তু পরিচ্ছেদকে সংক্ষেপে করার উদ্দেশ্যে এতটুকু যথাযথ বলে মনে করছি। এ হাদীছ গুলো থেকে এতটুকু উপলব্ধি করা গেল যে, সমস্ত জগত রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কাছে নিজ হাতের তালুর মতো। আর তিনি সমস্ত জগতকে এবং এতে সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য যাবতীয় বিষয়কে এমনভাবে অবলোকন করেছিলেন, যেমনভাবে কেউ নিজ হাতে আয়না নিয়ে আয়নাতে তাকাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, লওহে মাহফুজও জগতের অন্তর্ভূক্ত। তাই জগতের কোন বিষয়ই হুজুর আলাইহিচ্ছালাম থেকে লুকায়িত নয়। তা হলে হুজুর আলাইহিচ্ছালামের জ্ঞানের পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করার কোন অবকাশ আছে কি? তাঁর জ্ঞানের সুবিস্তৃত পরিধির মধ্যে عُلُوْم خَمْسَة বা পঞ্চ জ্ঞানও অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। মোট কথা বিশ্বের অনুপরমাণু, বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কে আমাদের পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সম্যক জ্ঞান রয়েছে। যা আল্লাহ দান করেছেন।

* বিশিষ্ট ওলামায়ে দৃষ্টিতে রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী ঃ

এক ঃ আল্লামা জুরকানী (রাঃ) শরহে মাওয়াহেবে লাদুনীয়ায় বলেছেন-

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْاَخْبَرُ وَاتَّفَقَتْ مَعَانِيْهَا عَلٰى اِطِّلَاعِه

عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا يُنَافِى الْاٰيَتِهِ الدَّالَّةِ عَلٰى اَنَّهٗ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ لِاَنَّ الْمَعْنٰى عِلْمُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِهٖ وَاسِطَةً اِمَّا اِطِّلَاعُهٗ عَلَيْهِ بِاِعْلَامِ اللّٰهِ فَمُحَقَّقٌ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى اِلَّا مَنْ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ.

অর্থাৎ অগনিত বর্ণনাকারী সমর্থন পুষ্ট হাদীছসমূহের সর্বসম্মত ভাবার্থে এ কথা বলা হয়েছে যে, গায়েব সম্পর্কেই হুজুর আলাইহিচ্ছালাম অবগত এবং এ মাছআলাটি সে সব আয়াতের পরিপন্থী নয়, যে গুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানেনা। কেননা উক্ত আয়াত সমূহে সে বিষয়টি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে, তাহল মাধ্যম ছাড়া অর্জিত জ্ঞান (স্বত্তাগত জ্ঞান) আর হুজুর আলাইহিচ্ছালাম এর খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের বলে গায়েব সম্পর্কে অবগত হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহর কালামের সে আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে-

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

(কেবল তার পছন্দ স্বীয় রাসুলকে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে (দুই) হযরত হাফিজ আহম্মদ ইবনে মোবারক (রহ.) ইবরীজ শরীফের ২৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন:

وَعِنْدَنَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْعَرْشِ وَيَطَّلِعُ عَلٰى مَا فِيْهَا مَا فَوْقَهٗ اَحَدٌ وَ هٰذِهِ الْعُلُوْمُ كُلَّمَا بِالنِّسْبَةِ اِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَاَلْفٍ مِنْ سِتِّيْنَ جُزْءٌ الَّتِىْ هِىَ الْقُرْاٰنُ الْعَزِيْزُ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আমাদের মতে হুজুর আলাইহিচ্ছালাম আরশ থেকে পাতালপুরী পর্যন্ত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে তার ও খবর রাখেন। তাঁর (হযরত) উপরে আর আর কেউ নেই, এ ব্যাপক জ্ঞান ও হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পরিধি তুলনামূলক সম্পর্ক হচ্ছে এরূপ। যেরূপ খাট অংশ বিশিষ্ট কোরআনের তুলনায় আলিফ অক্ষরটি।

তিন ঃ হযরত মুজাদ্দিদে আল্‌ফেছানী (রহঃ) তাঁর মাকতুবাত শরীফ এর ১ম খন্ডের ৩১০ নং মকতুবে বলেছেন-

ہی علمک کہ مخصوص ہی اوست سبحانہ خاص رسول را اطلاع می

بخشند

অর্থাৎ যে জ্ঞান আল্লাহর জন্য বিশেষ রূপে নির্ধারিত সে জ্ঞান কেবল বিশেষ রাছুলগণকে জ্ঞাত করা হয়।

চার ঃ মাওয়াহেবে লাদুনীয়ার ২য় খন্ডের ১৯২ পৃষ্টায় বর্ণিত আছে-

لَا شَكَّ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اِطَّلَعَهٗ عَلٰى اَزِيْدُ مِنْ ذٰلِكَ وَ

اَلْقٰى عَلَيْهِ عِلْمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ.

অর্থাৎ এতে কোন সন্দেহই নাই যে, আল্লাহ তায়ালা হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে এর থেকেও বেশী বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাঁর কাছে পূর্ববর্তী জ্ঞানীদের সমুদয় জ্ঞান অর্পণ করেছেন।

পাঁচ ঃ মাদারেজুন্নাবুয়াত গ্রন্থের ভূমিকায় শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

هُـوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِـرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ۔

অর্থাৎ ঃ তিনিই প্রথম তিনিই শেষ, তিনিই দৃশ্যমান, তিনিই গোপন এবং তিনি প্রত্যেক কিছু জানেন।

এ কথাগুলো মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসায় যেমন বলা যায়, আবার হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর গুণ কীর্তণে বলা যায়। যেমন দেহলভী ছাহেব বলেছেন-

دری مصطفے صلے اللہ علیہ وسلم وانا است بہمہ چیزیں از شونات ذات الہی واحکام وصفات حق واسماء وافعال واثار بجمیع علوم ظاہر وباطن واول واخر احاط نمودہ ومصداق فوق کل ذی علم علیم شد۔

অর্থাৎ হুজুর আলাইহিচ্ছালাম সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালার স্বত্তাগত বিষয়াদি গুণাবলী বিধিবিধান বিভিন্ন নাম, যাবতীয় কার্যাবলী, বিবিধ নির্দশনা, সমস্ত দৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়াদি আদি-অন্ত প্রভৃতির যাবতীয় জ্ঞান তাঁরই করায়ত্ব। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর অপেক্ষাকৃত বেশী জ্ঞানী বিদ্যামান। প্রবচনটি তাঁরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ছয় ঃ উক্ত মাদারেজ গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৫ম অধ্যায়ে হুজুর আলাইহিচ্ছালামের ফজলিত বর্ণনা প্রসংগে ১৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে-

از زمان ادم نفخہ اولی بروے علیہ السلام منکشف ساختند تا ہمہ احوال اورا از اول وآخر معلوم گردد ویاران خودرا الخ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম থেকে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত সবকিছুরই হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কাছে প্রতিভাত করা হয়েছে। যাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুর অবস্থাদীর সম্পর্কে জ্ঞাত হন। তিনি এ ধরনের কিছু কিছু বিষয়ের সংবাদ হযরত ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কে দিয়েছেন।

সাত ঃ বাহরুল উলুম মাওলানা লখনবী (রাঃ) "মীর যাহেদ" রেছালার টিকার ভূমিকায় বলেছেন-

عَلَّمَهُ عُلُوْمًا بَعْضُهَا مَا اَحْتُوَا عَلَيْهِ الْقَلَمُ اِلَّا عَلٰى وَمَا اِسْتَطَاعَ عَلٰى اِحَاطِهَا اللَّوْحُ اِلَّا وَفِى لَمْ يَلِدِ الدَّهْرِ مِثْلُهُ مِنَ الْاَزَلِ وَلَا يَلِدُ اِلَى الْاَبَدِ فَلَيْسَ لَهُ مِمَّنُ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ كُفُوًا اَحَدٌ.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন যেগুলো সর্বোচ্চ মর্যাদার কলাম বা কলমে তাআলার আওতায় আসেনি। লওহে মাহফুজ ও সেগুলোকে আয়ত্ব করতে পারেনি। তাঁর (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মত কোন কালে কেউ জন্ম গ্রহণ করেননি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আর অনন্তকাল পর্যন্ত কেউ তাঁর সমকক্ষ হবেন না। সৃষ্টিগত কোন বস্তু সমস্ত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কোথাও তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।

আট ঃ আল্লামা শুনউয়ারী (রহঃ) جَمْعُ النِّهَايَةِ নামক গ্রন্থে বলেছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَدْ وَرَدَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يُخْرِجِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِطَّلَعَهُ عَلٰى شَىْءٍ

অর্থাৎ এ কথা বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা নবী আলাইহিচ্ছালামকে সর্ব বিষয়ে অবহিত না করে ধরাধাম থেকে নিয়ে যাননি।

নয় ঃ আল্লামা ছাবী (রহঃ) বলেছেন-

اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتّٰى اُعَلِّمُهُ اللّٰهُ بِجَمِيْعِ مُغِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَالْاُخِرَةِ

অর্থাৎ রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইহধাম থেকে পর্দা ফরমানের পূর্বেই তাঁকে আল্লাহ তায়ালা উভয় জগতের সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করেছেন।

দশ ঃ অনুরূপভাবে আল্লামা ছাবী (রাঃ)

لَمْ يَخْرُجْ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى اِطَّلَعَ اللّٰهُ عَلٰى جَمِيْعِ الْمُغِيْبَاتِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا السَّاعَةُ

অর্থাৎ আমাদের নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে তাঁর ইন্তেকালের পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। যাতে কিয়ামত সম্পর্কীয় জ্ঞান ও শামিল বা অন্তভূক্ত ছিল।

এগার ঃ সুপ্রসিদ্ধ দুররুল মুখতার গ্রন্থে কিতাবুল হজ্ব এর প্রথমে বর্ণিত আছে-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فُرِضَ الْحَجُّ سَنَةَ تِسْعٍ وَإِنَّمَا اَخَّرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَشْرٍ لِعُذْرٍ مَعَ عِلْمِهِ بِلِقَاءِ حَيَاتِهِ لِيَكْمُلَ التَّبْلِيْغُ.

অর্থাৎ হজ্ব নবম হিজরীতে ফরজ হয়। কিন্তু হুজুর আলাইহিচ্ছালাম বিশেষ কোন কারণে একে দশম হিজরী পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। হুজুর আলাইহিচ্ছালাম তাঁর পবিত্র ইহকালীন জীবনের বাকী সময় সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন বিধায় হজ্ব স্থগিত করেছিলেন। যাতে ইসলাম প্রচারের কাজ পূর্ণতা লাভ করে।

এ ভাষ্য থেকে বুঝা গেল যে, মৃত্যু কখন হবে সে বিষয়ের জ্ঞান পঞ্চ জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁর ওয়াফাত সম্পর্কেই অবগত ছিলেন। জানতেন যে, নবম হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হবেনা। সে জন্য তিনি ঐ বছর হজ্ব আদায় করেননি। অথচ হজ্ব ফরজ হওয়ায় সাথে সাথে তা আদায় করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা আমরা মৃত্যুর খবর রাখা থেকে অপারগ।

বার ঃ শরহে আকাঈদে নছফী গ্রন্থের ১৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে -

بِالْجُمْلَةِ الْعِلْمُ بِالْغَيْبِ اَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا سَبِيْلَ اِلَيْهِ لِلْعِبَادِ اِلَّا بِاِعْلَامٍ مِنْهُ اَوْ اِلْهَامٍ بِطَرِيْقِ الْمُعْجِزَاتِ اَوِ الْكَرَامَةِ.

অর্থাৎ মোট কথা হল এ যে, অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞান এমন একটি বিষয় যার একমাত্র অধিকারী হচ্ছেন খোদাতায়ালা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বান্দাদের পক্ষে এগুলো আয়ত্ব করার কোন উপায় নেই, যদি না মহান প্রভু মুজিযা বা কারামত স্বরূপ ইলহাম বা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন।

তের ঃ শেফা শরীফে কাজী আয়াজ ছাহেব (রাঃ) বলেছেন (খরপূর্তি শরহে কাছিদায়ে বোর্দা থেকে সংগৃহিত)

خَصَّ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْاِطِّلَاعِ عَلٰى جَمِيْعِ صَالِحِ الدُّنْيَا وَ الدِّيْنِ وَمَصَالِحِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ فِىْ اُمَمٍ وَمَا سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِهٖ مِنَ النَّصِيْرِ وَالْقِطْمِيْرِ وَعَلٰى جَمِيْعِ فُنُوْنِ الْمَعَارِفِ كَاَحْوَالِ الْقَلْبِ وَالْفَرَائِضِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْحِسَابِ.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা হুজুর আলাইহিচ্ছালামকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে দ্বীন দুনিয়ার মঙ্গলময় বিষয়াদির জ্ঞান দান করেন। নিজ উম্মতের মঙ্গলজনক বিষয় আগের উম্মতগণের ঘটনাবলী এবং নিজ উম্মতের নগণ্য হতে নগন্যতর ঘটনা সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করেছেন। মা'রিফাতের সমস্ত বিষয় তথা অন্তরের অবস্থাসমূহ ফরজ কার্যাবলী ইবাদতসমূহ এবং হিসাব নিকাশ ইত্যাদি বিষয়েও তাঁকে অবহিত করেছেন।

চৌদ্দ ঃ কাছিদায়ে বোর্দার সুপ্রসিদ্ধ লেখক আল্লামা ইমাম শরফুদ্দীন বুছিরী (রাঃ) স্বীয় বোর্দার মধ্যে বলেছেন

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا
وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ হে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আপনার বদান্যতায়, দুনিয়াও আখেরাতের অস্থিত্ব লওহে মাহফুজ ও "কলমের" জ্ঞান আপনার জ্ঞান ভান্ডারের কিয়াদংশ মাত্র।

ব্যাখ্যা ঃ (ক) আল্লামা ইব্রাহীম বাজুরী (রহঃ) এর শরহে কাছিদায়ে বোর্দার এ পংক্তিদ্বয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন।

فَإِنْ قِيلَ اِذَا كَانَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ بَعْضُ عُلُوْمِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَا الْبَعْضُ الْاٰخِرُ اُجِيْبُ بِاَنَّ الْبَعْضَ الْاٰخِرَ هُوَ مَا اَخْبَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ اَحْوَالِ الْاٰخِرَةِ لِاَنَّ الْقَلَمَ اِنَّمَا كَتَبَ فِى اللَّوْحِ مَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ যদি লওহে মাহফুজ ও কলমের হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জ্ঞানের কিয়াদাংশ বলা হয়েছে। তা হলে তার জ্ঞানের অন্যান্য অংশ গুলো দ্বারা কোন ধরনের জ্ঞান কে বুঝানো হয়েছে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, উহা হল পরকালের অবস্থাদীর জ্ঞান যা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অবহিত করেছেন। কেননা কলম দিয়ে লওহে মাহফুজ -এ কেবল ঐ সকল বিষয়ই লেখা হয়েছে যা কিছু কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে।

ব্যখ্যা ঃ (খ) মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) গ্রন্থে

حَلُّ الْعُقْدَةِ شَرْحُ قَصِيْدَةِ بُرْدَةِ

উপরোক্ত পংক্তিদ্বয়ের মর্মই উদঘাটন করতে গিয়ে বলেছেন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَكَوْنُ عُلُوْمِهَا مِنْ عُلُوْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ عُلُوْمَهٗ تَقَنُّوْعُ اِلَى الْكُلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ وَحَقَائِقُ وَمَعَارِفُ وَعَوَارِفُ تَتَعَلَّقُ بِالذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَ عُلُوْمِهِمَا مِنْ عُلُوْمِهٖ يَكُوْنُ مَا يَكُوْنُ نَهْرًا مِنْ بُحُوْرِ عِلْمِهٖ وَحَرْفًا مِنْ سُطُوْرِ عِلْمِهٖ.

অর্থাৎ লওহে মাহফুজ ও কলমের জ্ঞানকে হুজুর আলাইহিচ্ছালামের জ্ঞানের কিয়দাংশ এজন্য বলা হয়েছে যে, হুজুরের জ্ঞান বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা যেতে পারে। যেমন তারজ্ঞান বস্তু বা বিষয়ের একক। সামগ্রীক স্বত্তা মৌলিক স্বত্তা ও খোদার পরিচিত। এমনকি খোদার সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কিত পরিচিতিকে ও পরিবেষ্টন করে রয়েছে। সুতরাং লওহ ও কলমে জ্ঞান হুজুর আলাইহিচ্ছালাম এর জ্ঞান সমুদ্রের একটি খালতুল্য কিংবা তার জ্ঞান দপ্তরের এক অক্ষর সদৃশ্য মাত্র।

উল্লেখিত উদ্ধৃতি সমূহ থেকে এ সিদ্ধান্তের উপনীত হওয়া যায় যে, লওহ ও কলমের বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান যার সম্পর্কে কোরানে ইরশাদ করা হয়েছে। وَرُطَبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ভিজা, শুকনা এমন কোন বস্তু নেই যা লওহে মাহফুজে উল্লেখ করা হয়নি। হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর বহুমুখী জ্ঞান সমুদ্রের একফোটা মাত্র। তাহলে বুঝা গেল যে, পূর্বাপর সর্ববিষয়ের জ্ঞান হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জ্ঞান ভান্ডারের একটি বিন্দুমাত্র।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পনের ঃ আল্লামা ইমাম বুছিরী (রহঃ) কাছিদায়ে বোর্দায় উল্লেখ করেছেন -

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ مُلْتَمِسٌ
غُرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ

অর্থাৎ সবাই হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করে থাকেন। যেমন কেউ সমুদ্র থেকে কলসী ভরে বা প্রবল বৃষ্টি ধারায় ছিটে ফোঁটা থেকে পানি সংগ্রহ করে।

ব্যখ্যায় ঃ (ক) আল্লামা খরপুতী (রহঃ) শরহে কাছিদায়ে বোর্দায় এই উক্তি দ্বয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণে বলেছেন-

اِنَّ جَمِيْعَ اَنْبِيَاءٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَلَبُوْا وَاَخَذُ الْعِلْمَ مِنْ عِلْمِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِىْ كَالْبَحْرِ فِى السَّعَةِ وَالْكَرَمِ مِنْ كَرَمِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِىْ هُوَ كَالدَّيَمِ لِاَنَّهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُفِيْضٌ وَالْاَنْبِيَاءُ مُسْتَفَاضُوْنَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ اِبْتِدَاءَ رُوْحَهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَضَعَ فِيْهِ عُلُوْمُ الْاَنْبِيَاءِ وَعِلْمُ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ ثُمَّ خَلَقَكُمْ فَاَخَذُوْهُ عُلُوْمَهُمْ مِنْهُ.

অর্থাৎ প্রত্যেক নবী হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জ্ঞান ভান্ডার থেকে জ্ঞান চেয়ে নিয়েছেন, যা ব্যাপকতার দিক দিয়ে বিশাল সমুদ্রের মত এবং সকলে তার করুণা রাশি করুণা প্রাপ্ত হয়েছে। যা অঝোর বারী ধারার মতো কেননা হুজুর ছাল্লাল্লাহ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি ওয়াছাল্লাম হলেন ফয়েজ দাতা, আর অন্যান্য নবীগণ হলেন ফয়েজ গ্রহীতা, মহান প্রভু সর্বপ্রথম হুজুর আলাইহিচ্ছালামের রুহ মোবারক সৃষ্টি করে তাতে নবীগণের ও পূর্বাপর প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান রাশি সঞ্চিত রাখেন। অতঃপর অন্যান্য রাছুল গণকে সৃষ্টি করেন। সুতরাং তারা সবাই নিজ নিজ জ্ঞান হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে সংগ্রহ করেছেন।

ষোল ঃ আল্লামা বুছিরী (রহঃ) অন্য এক কাছিদায় বলেছেন-

وَسِعَ الْعَالَمِيْنَ عِلْمًا وَحِكْمًا

فَهُمَا عَرَفَهُمْ تَعِيُهَا الْاِعْبَاءَ

অর্থাৎ হুজুর আলাইহিচ্ছালাম এর জ্ঞান বিজ্ঞান সমগ্র জগত পরিবেষ্টন করে রয়েছে। তিনি হচ্ছেন এমন সাগর যাকে অন্যান্য পরিবেষ্টকারীরাও পরিবেষ্টন করতে পারেনি।

(ক) ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত পংক্তি দ্বয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা শায়খ ছুলাইমান জুমাল ফতুহাতে আহমদীয়ায় উল্লেখ করেছেন-

اَىْ وَسِعَ عِلْمُهٗ عُلُوْمَ الْعَالَمِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِطَّلَعَهٗ عَلَى الْعَالَمِ كُلِّهٖ فَعَلِمَ عِلْمَ الْعَالَمِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَمَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ وَحَسْبُكَ عِلْمُهٗ عِلْمُ الْقُرْاٰنِ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ তার জ্ঞান সমগ্র জগত তথা জ্বীন ইনসান এবং ফিরিশতাগণের ব্যাপক জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। কেননা মহান আল্লাহ তাঁকে সারা জগত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। পূর্ববতী ও পরবর্তী জ্ঞানীদের জ্ঞান তাঁকে দান করেছেন। পূর্বাপর যাবতীয় বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন। তার এ ব্যাপক জ্ঞানের জন্য কোরআনের জ্ঞানই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন-

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ

(আমি এ কিতাব কোন কিছু বাদ দেইনি)

(খ) ব্যাখ্যা ঃ ইমাম ইবনে হাজর মক্কী (রহঃ) উক্ত পংক্তি দ্বয়ের ব্যাখ্যায় কিভাবে লিখেছেন-

لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِطَّلَعَهٗ عَلَى الْعَالَمِ فَعَلِمَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَمَا كَانَ مَا يَكُوْنُ

অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালা হুজুর আলাইহিচ্ছালাম কে সমস্ত জগত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। সুতরাং তিনি (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানী গণকে এবং যা কিছু হয়েছে ও যা কিছু হবে সব কিছুই জেনে নিয়েছেন।

উক্ত উদ্ধৃতি সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত বিশ্ববাসীর জ্ঞান হুজুর আলাইহিচ্ছালাম কে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববাসীদের মধ্যে হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম ফেরেশতাগণ, মৃত্যুর ফেরেশতা, শয়তান ও অন্তর্ভূক্ত আছে।

বিশিষ্ট ওলামায়ে উম্মতদের এসব উক্তি ও অভিমত অনুযায়ী বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা হুজুর ছরকারে দুআলম ছাল্লাল্লাহ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে সমস্ত নবীও ফেরেশতা থেকে বেশী জ্ঞান প্রদান করেছেন। লওহে মাহফুজ ও কলমের জ্ঞান হুজুর ছরকারে দু'আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জ্ঞানের এক ফোটা মাত্র। সৃষ্টি জগতের এমন কিছু নাই, যা নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সত্য সৃষ্টি দর্শী থেকে গোপনে রয়েছে।

মোটকথা কোরআন হাদীছ ও বিশিষ্ট ওলামায়ে উম্মৎদের যুক্তির নীরিখে একথা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সুস্পষ্ট হল যে, রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ইলমে গায়ব ও মফাতিহুল গায়ব সম্পর্কে অদৃশ্য জ্ঞান রয়েছে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যারা এ ব্যাপারে কিঞ্চিত পরিমাণে অস্বীকার করবে, তারা মুনাফিকদের আকিদার অন্তর্ভূক্ত হবে।

রাছুল (দঃ) অপরের কল্যাণ সাধনে সক্ষম

বিশ্বের সকল মুসলিম মিল্লাতের আক্বিদা হচ্ছে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম শফিউল মুযনাবিন বা গুনাহগারের শাফায়তকারী। যা নিতান্তই শরীয়ত সম্মত।

হ্যাঁ রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম যে কোন কল্যাণ করতে সক্ষম। যেমন-মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ দাসত্ব প্রথা রহিত করে বিশ্বের ধরাধামে এক অনন্য নজীর স্থাপন করে গেছেন। এ সমন্ধে তিনি এরশাদ করেছেন-"তারা তোমাদের ভাই-বোন। "তোমরা যা খাবে তা খেতে দেবে, তোমরা যা পরবে তা পরতে দেবে। তিনি দাস-দাসীদের উপর অকারণে অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচচারণ করেছেন। তিনি আরো ইরশাদ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছেন-একজন দাসের উপর মুনিবের অনেক বেশী অধীকার রাখেন। ছাইয়্যেদুনা হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের খেদমতে দশ বছর ছিলাম কিন্তু একদিন উহঃ শব্দটি উচ্চারণ করেননি। তাদের ন্যায্য অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। উপরোক্ত হাদীছ ও বক্তব্যের দ্বারা দাস প্রথা উচ্ছেদ করে চির জীবনের জন্য তাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন দসত্ত্ব। তা হলে বুঝা গেল যে, রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম অপরের কল্যাণ করতে সক্ষম। তেমনি ভাবে সফিউল মুযনেবীন ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের অপরের কল্যাণ করতে (মুমিদেরকে) জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুন হতে বাঁচানোর জন্য তিনি হেদায়েত করেছেন। সেটিও মুমিনদের জন্য কল্যাণ। তিনি কিয়ামতের দিবসে গুনাহগারদের জন্য শাফায়াত করবেন সেটিও কল্যাণ।

শাফায়াতের অভিধানিক অর্থ ঃ শাফায়াত এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে সুপারিশ করা। (মিছবাহুল লোগাত ৪১৫)

শাফায়াতের শরয়ী অর্থ ঃ শরীয়তের পরিভাষায় কারো বিপদাপন্ন মুহুর্তে বিপদ থেকে উদ্ধার কল্পে তার পক্ষে কথা বলা।

আর শাফায়াত আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে কিয়ামতের দিবসে অনুষ্ঠিত হবে। এ সুপারিশ যে ভাবে নবীগণের জন্য প্রমাণিত রয়েছে অনুরূপ ফেরেস্তা, ছিদ্দিকীন, শহীদান, আওলীয়া কেরাম, মুমিন, ওলামায়ে কেরাম, ছোট সন্তানগণ, কোরআন শরীফ ও নামাজ, রোজা ইত্যাদি আল্লাহর নির্দেশে সুপারিশ করবে এ বিষয়টি সত্য এবং কোরআন ও হাদীছ অনুমোদিত বিষয়। নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সুপারিশ ক্রমে ক্রমে একাধিক বার হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শাফায়াতের প্রকারভেদ ঃ আর এ শাফায়াত পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

প্রথমত ঃ যখন নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হাশরের মধ্যে মানুষকে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে দেখবেন এবং প্রখর রৌদ্রে ছটফট করতে দেখবেন, তখন তিনি সেজদায় অবনত হয়ে এ সুপারিশ করবেন হে- রাহমানুর রাহীম! আমার উম্মতের কষ্ট অসহনীয়। আপনি তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব, পাপ- পূন্যের হিসাবান্তে যে যেখানের উপযুক্ত তাদের সেখানে প্রেরণ করুন।

দ্বিতীয়ত ঃ সুপারিশ হবে ঐ সকল গুনাহগার উম্মতের জন্য যাদের পাপ পূন্য সমান সমান। তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করার জন্য।

তৃতীয়ত ঃ সুপারিশ হবে ঐ সকল লোকদের জন্য যারা পাপাধিক্যের দরুণ জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও জাহান্নামে প্রেরণ করা হয়নি, তাদের ক্ষমা ও বেহেশতে প্রবেশের জন্য।

চতুর্থত ঃ সুপারিশ হবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত মুমিন উম্মতের নাজাতের জন্য।

পঞ্চমত ঃ সুপারিশ হবে বেহেশতবাসীদের পদমর্যাদার জন্য।

সারকথা ঃ বিভিন্ন দফায়, বিভিন্ন ধরনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম সুপারিশের অধিকার লাভ করবেন। আর এ সকল সুপারিশই আল্লাহ তায়ালা কবুল করবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল আলাইহিচ্ছালামকে এ বলে প্রেরণ করেছিলেন যে, যাও এবং আমার হাবীবকে বলে দাও "আমি উম্মতের প্রতি সন্তুষ্টি হয়েছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শাফায়াত সম্পর্কিত হাদীছ এমন সুস্পষ্ট যে, যা কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ রাখেনা। বিশ এর অধিক ছাহাবী, ও শত শত তাবেয়ীন, হাজার হাজার মুহাদ্দেসীন সে গুলো বর্ণনাকারী। হাদীছের গ্রন্থসমূহ যথা-ছিহাহ, ছুনা মাসানীদ, মাআজিম, জাওয়ামি, মুছান্নাফাত, শাফায়াত সম্পর্কিত হাদীছ সমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ। আহ্‌লে ছুন্নাত ওয়াল জমাতের আকিদা অনুযায়ী তথা সাধারণ মুসলমানগণ ও এ আক্বিদা সম্পর্কে অবগত। খোদার সাক্ষাত, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের সুপারিশ বা শাফায়াত, প্রত্যেকের মুখে মুখে মুখরীত রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কিছু হাদিছ উল্লেখ করার চেষ্টা করব। এর পূর্বে আল-কোরআনের কতেক আয়াত উল্লেখ করা যাক, যা শাফায়াতের অকাট্য দলীল হিসাবে গণ্য।

কোরআনের দৃষ্টিতে শাফায়াত

প্রথমত ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কালামেপাকে ইরশাদ করেছেন।

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۔

অর্থাৎ অতি শ্রীঘ্রই আপনাকে আপনার প্রভু "মাকামে মাহমুদ" পর্যন্ত পৌঁছাবেন। (পারা ১৫, সূরা দোহা, রুকু-৯

হাদীছ শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুজুর শাফিউল মুযনেবীন ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল "মাকামে মাহমুদ" কি জিনিস? তিনি ইরশাদ করলেন অর্থাৎ সেটা শাফায়াত বা শাফায়াতের মহান মর্যাদা।

দ্বিতীয়ত ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَلَسَوْفَ يُعْطِيَكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অর্থাৎ ঃ এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অচিরে আপনাকে এ পরিমাণ দিবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (পারা -৩০ সূরা-দোহা)

তৃতীয়ত ঃ অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

অর্থাৎ আপনি মুসলিম নর-নারীদের গুনাহ আমার থেকে মার্জনা করে নেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আপন হাবীব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাকে শিক্ষা দিয়ে ইরশাদ করেছেন-আপনার গুনাহগার উম্মৎদের ক্ষমা প্রার্থনা করুণ বা শাফায়াত করুণ। এটাইতো শাফায়াত। (তাফসীরে কাবীর)

চতুর্থত ঃ অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَائُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا.

অর্থাৎ যদি তারা আত্মার উপর জুলুম (অত্যাচার) করে, তখন তারা হে হাবীব! (দঃ) আপনার দরবারে আগমন করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাছুল ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন; তবে তারা আল্লাহকে ক্ষমা পরবশ ও পরম দয়ালু রূপে পাবে। উক্ত আয়াতে করিমায় মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন যদি কোন গুনাহ হয়ে যায়, তবে নবীয়ে পাকের দরবারে উপস্থিত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হও এবং তাঁর সমীপে শাফায়াতের দরখাস্ত কর। শফিউল মুযনাবীন যদি তোমাদের পক্ষে শাফায়াত বা সুপারিশ করেন, তবে আমি আল্লাহ তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেব।

পঞ্চমতঃ আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেন-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُؤُوْسَهُمْ

অর্থাৎ ঃ যখন ঐ সমস্ত মুনাফিককে বলা হয়, এক আল্লাহর রাছুল ছাল্লাল্লাহ ওয়াছাল্লাম তোমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। তখন তারা স্বীয় শির বা মাথা সমূহ ফিরিয়ে নেয়।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, মুনাফিকদের অভ্যাস শাফায়াতের অস্বীকার করা। এখানে তাদেরকে বলা হয়েছে রাছুলের কাছে শাফায়াত চাও। কিন্তু শাফিউল মুযনেবীন থেকে তারা তা চায়নি। সুতরাং বুঝা গেল যারা বর্তমানে ও শাফায়াত চায়না এবং অস্বীকার করে তারা মহা বিচারের দিন শাফায়াত পাবে না।

৬ষ্ঠত ঃ মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন -

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতাংশে তৎকালীন আরবের পৌত্তলীকদের ভ্রান্ত আক্বিদাকে প্রত্যাখান করা হয়েছে। তাদের একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে তখনকার পবিত্র কাবাগৃহে তাদের স্থাপিত মুর্তিগুলো ও আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে তাদেরকে স্বর্গে পৌঁছিয়ে দিবে। মূলত ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন শুধুমাত্র অনুমতি প্রাপ্ত প্রিয় বান্দারাই তার নিকট সুপারিশ করার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ক্ষমতা রাখেন। যেমন-নবীগণ, আওলীয়ায়ে কেরাম, আলিম-এ হক্কানী ও শহীদানগণ।

আল্লামা খাযেন বলেছেন- কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত কেউ সুপারিশ করতে পারবে না। এতে দেব-দেবীর প্রতি মুশরিকদের সুপারিশের ধারনা খন্ডন করা হয়। পক্ষান্তরে الا باذنه বাখ্যাংশ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত প্রিয় বান্দারাই সুপারিশ করতে পারবে। যেমন বিশ্ব নবী আল্লাহর প্রিয় হাবীব ছাল্লল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফেরেস্তা ও আউলিয়ায়ে কেরামগণের শাফায়াত, এ বাক্যাংশের ব্যাখ্যাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হাদীছের দৃষ্টিতে শাফায়াত ঃ শাফায়াতই কুবরা (সর্বোত্তম ও চূড়ান্ত সুপারিশ) এর হাদীছ সমূহ, যে গুলোতে সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে হাশরের ময়দানে দিনটি এত দীর্ঘায়িত হবে যে তা অতিবাহিত হয়ে ও যেন হবে না। মাথার উপর সূর্যদীপ্ত হবে, দোজখ হবে নিকটবর্তী। ঐ দিন সূর্য্যে দশ বৎসরের প্রখরতা একত্রিত করা হবে। এবং মাথার কিঞ্চিত পরিমান দুরত্বে সেটা স্থাপন করা হবে। আর তৃষ্ণায় মানুষ ধড়পড় করবে। সে কিয়ামতের দিবসের উত্তাপ এত অধিক হবে যে, (আল্লাহ রক্ষা করুন) মানুষের ঘাম হতে স্রোত বয়ে যাবে, যা জমীন শোষন করার পর উপরের দিকে প্রবাহিত হবে। এমনকি মানুষের গলা পর্যন্ত উঁচু হবে। আর মানুষ তাতে হাবুডুবু খাবে। ভয়ে রুহ কণ্ঠানালী পর্যন্ত এসে যাবে। মানুষ কঠিন বিপদে প্রাণ বাঁচাতে অক্ষম হয়ে সুপারিশ কারীর অনুসন্ধানে এদিক সেদিক ছুটা ছুটি করতে থাকবে। হযরত আদম (আঃ) এতে বলবেন আমাদের এ পদ মর্যাদা নেই। আমরা এর উপযুক্ত নই। আমাদের পক্ষে এ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কঠিন কাজ সম্ভব হবেনা। নাফ্ছী -নাফ্ছী তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। শেষ পর্যন্ত সকলের পরে হুজুর পুর-নূর সর্বশেষ নবী, পূর্ববতী ও পরবর্তী সৃষ্টিকূলের সরদার গোনাহগারদের কান্ডারী, সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ দাতা রাহমাতুললীন আলামীন হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হবে। তখন রাছুলে মাকবুল কান্ডারী নবী উম্মতের উদ্দেশ্যে বলবেন انا لها انا لها অর্থাৎ সুপারিশের জন্য আমিই উপযুক্ত, সুপারিশ করা আমার শান।

এক ঃ মুসনাদুল ফেরদৌস নামক হাদীছ গ্রন্থে ইমাম দায়লামী (রাঃ) ছাইয়্যেদুনা আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন - তিনি বলেন, যখন وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى এ আয়াত খানা অবতীর্ণ হলো, তখন হুজুর শফিউল মুযনাবীন ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اِذَنْ لَا اَرْضٰى وَوَاحِدٌ مِّنْ اُمَّتِىْ فِى النَّارِ

অর্থাৎ যখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে সন্তুষ্ট করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন, তখন আমি সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ না আমার একটি উম্মৎ ও দোজখে থাকবে।

দুই ঃ ইমাম তাবরানী, আওসাত এবং বাযযার 'মুসনাদে' মাওলাই মুসলিমীন হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন- হুজুরে দো'আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَشْفَعُ لِاُمَّتِىْ حَتّٰى يُنَادِيْنِىْ رَبِّىْ اَرَضِيْتَ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ اَىْ رَبِّ رَضِيْتُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ “আমি আমার উম্মতের জন্য ততক্ষণ সুপারিশ করব, যতক্ষণ না আমার প্রতিপালক আমায় ডেকে বলবেন হে-মুহাম্মদ! আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন? আর আমি আরজ করব, হে আমার প্রতিপালক, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

তিন ঃ যখন নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হাশরের মাঠে মানুষকে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে দেখবেন এবং প্রখর রৌদ্রে ছটফট করতে দেখবেন, তখন তিনি সিজদায় অবনত হয়ে এ সুপারিশ করবেন- হে রাহ্মানুর রাহীম! আমার উম্মতের কষ্ট অসহনীয়। আপনি তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব, পাপ-পূণ্যের হিসাবান্তে যে যেখানের উপযুক্ত তাদের সেখানে প্রেরণ করুন। তখন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করবেন-

يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ

অর্থাৎ “হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম স্বীয় শির উঠান এবং আবেদন করুন। আপনার আবেদন শ্রবণ করা হবে। এবং প্রার্থনা করুন, তা কবুল করা হবে এবং শাফায়াত করুন তা গ্রহণ করা হবে।

এটাই হবে-“মাকামে মাহমুদ” সেখানে পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর প্রশংসা, গুণ গানের রোল পড়ে যাবে এবং শত্রু-মিত্র সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে-আল্লাহর দরবারে মর্যাদার যে উচ্চাসন আমাদের রয়েছে তা অন্য কারো জন্য নয়। মহান প্রভুর নিকট যে মর্যাদা আমাদের রাহমাতুল্লিল আলামীনের জন্য রয়েছে তা অন্য কারো জন্য নয়।

চার ঃ ইমাম আহমদ নির্ভরযোগ্য সূত্র দ্বারা তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ মুসনাদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে হযরত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবনে মাজা (রাঃ) হযরত আবু মুছা আশয়ায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর করিম হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

خُيِّرَتْ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَ بَيْنَ اَنْ يَدْخُلَ شَطَرَ اُمَّتِى الْجَنَّةَ فَاَخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِاَنَّهَا اَعَمُّ وَاَكْفى اَتَرَوْنَهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُتَّقِيْنَ؟ لَا وَلٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِيْنَ الْخَاطِئِيْنَ.

অর্থাৎ- আল্লাহ তায়ালা আমাকে দুটি বিষয়ে ইখতিয়ার প্রদান করেছেন-

শাফায়াত করা বা অর্ধেক উম্মৎ জান্নাতে প্রবেশ করান। আমি শাফায়াত করার অধিকার গ্রহন করলাম। কেননা, সেটা সর্বাধিক ব্যাপক ও সঠিক কাজে আমার উপযোগী। হে ছাহাবীগণ! তোমরা কি এটা মনে করেছ যে, আমার শাফায়াত পরহেজগার খোদাভীরুদের জন্য? না আমার শাফায়াত ঐ সমস্ত পাপীদের জন্যে, যারা পাপে জর্জরিত।

পাঁচ ঃ ইব্নে আদী হযরত উম্মুল মোমেনীন উম্মে ছালমাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন- হুজুর শাফেউল মুযনেবীন ছাল্লাল্লাহ আলাইহিওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

شَفَاعَتِىْ اِنَّهَا يَكُنْ مِّنْ اُمَّتِىْ

অর্থাৎঃ আমার শাফায়াত আমার ঐ সমস্ত উম্মতের জন্যে যাদেরকে পাপ সমূহ ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করেছে।

ছয়ঃ আবু দাউদ, তিরমিজী, ইবনে হাম্বান হাকেম ও বায়হাকী (রাঃ) ছাইয়্যেদুনা আনাছ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে ইমাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিরমিজী, ইবনে মাজাহ ইবনে হাব্বান ও হাকেম হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে এবং ইমাম তাবরানী তার মু'জাম কবীরে এ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এবং খতীবে বাগদাদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ফারুক্ব (রাঃ) এবং হযরত কবি ইবনে আজরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

شَفَاعَتِیْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِیْ

অর্থাৎঃ আমার শাফায়াত আমার উম্মতদের মধ্যে তাঁদেরই জন্যে যারা কবীরাহ গুনাহে অভিযুক্ত।

সাত ঃ হযরত আবু বকর, আহমদ বিন আলী বাগদাদী হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন- হুজুর শাফিউল মুযনেবীন আক্বাও মাওলা হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

شَفَاعَتِیْ لِاَهْلِ الذُّنُوْبِ مِنْ اُمَّتِیْ

অর্থাৎ ঃ আমার শাফায়াত আমার পাপী উম্মৎদের জন্যে, এ প্রসংগে ছাহাবী হযরত আবু দারদা (রাঃ) আরজ করলেন-

وَاِنْ زَنٰی وَاِنْ سَرَقَ

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহর রাছুল! যদি সে "ব্যাভিচার" কিংবা চুরি করে? হুজুর তদুত্তরে বললেন-

وَاِنْ زَنٰی وَاِنْ سَرَقَ عَلٰی رَغِمَ اَنْفِ اَبِی الدَّرْدَاءِ

অর্থাৎ ঃ যদিও সে 'যেনা' কিংবা চুরি করে, আবু দারদা নাসিকা বালুকাময় হোক। (আরবের প্রবাদ বাক্য, অসন্তোষ প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আট ঃ ইমাম তাবরানী, বায়হাকী, হযরত বোরায়দাহ এবং তাবরানী "মু'জামুল আউসত" এ হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুজুর দোআলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اِنِّىْ لَاَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِاَكْثَرُ مِمَّا عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَمَدَرٍ.

অর্থাৎ ঃ ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ, পাথর ও বালু কণা রয়েছে, কিয়ামত দিবসে আমি আরো অধিক ব্যক্তির জন্যে শাফায়াত করবো।

নয়ঃ বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, হাকেম-ই বায়হাকী হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন-

شَفَاعَتِىْ لِمَنْ شَهِدَ اِنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا يَصُدُقُ لِسَانَهٗ قَلْبُهٗ

অর্থাৎ আমার শাফায়াত প্রত্যেক কালিমা পাঠকারীর জন্যে হবে, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কালিমা পাঠ করে, সে মুখের সত্যায়ন অন্তরেই করে।

দশঃ ইমাম আহমদ, তাবরানী এবং বাজ্জার (রাঃ) হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) এবং হযরত আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন হজুর পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِنَّمَا اَوْسَعَ لَهُمْ هِيَ لِمَنْ مَاتَ وَلَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا.

অর্থাৎ ঃ শাফায়াতে উম্মৎদের জন্যে অধিক প্রশস্থতা রয়েছে যা এ ধরনের ব্যক্তিরই জন্যে হবে, যার মৃত্যু ঈমানের সাথে হয়েছে।

এগারঃ ইমাম তাবরানী (রাঃ) 'মু'জামুল আউসত এ হযরত আবু হোরাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন হুজুর আকরম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أُتِى جَهَنَّمَ فَاَضْرِبُ بَابَهَا فَيُفْتَحُ لِىْ فَاَدْخُلُهَا فَحَمِدْتُّ اللّٰهَ مُحَامِدًا مَا حَمِدَهٗ اَحَدٌ مِثْلَهٗ وَلَا اَحَدٌ بَعْدِىْ مِثْلُهٗ ثُمَّ اُخْرِجُ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا.

অর্থাৎঃ আমি জাহান্নামের দরজা খুলে তাশরীফ নিয়ে যাব, এবং আল্লাহর প্রশংসা করবো এমনভাবে যে, এরূপ আমার পূর্বে কেউ করেনি; আমার পরে কেউ করবে না। অতঃপর দোজখ থেকে ঐ ব্যাক্তিকে বের করে আনবো যে খাঁটি অন্তরে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'বলেছে।

বারঃ হাকেম, তাবরানী ও বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। হুজুর শাফিউল মুযনাবীন ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يُوْضَعُ لِلْاَنْبِيَاءِ مَنَابِرٌ مِنْ ذَهَبٍ فَيَجْلِسُوْنَ عَلَيْهَا وَيَبْقَى مِنْبَرِىْ وَلَمْ اَجْلِسْ لَا اَزَالُ اُقِيْمَ خَشْيَةَ اَنْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَيَبْقَى اُمَّتِىْ بَعْدِىْ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ يَا مُحَمَّدُ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ اَصْنَعَ بِاُمَّتِكَ .... رَبِّكَ مِنْ اُمَّتِكَ مِنْ بَقِيَّةٍ.

অর্থাৎঃ (কিয়ামত দিবসে) নবীগণের জন্যে স্বর্ণের মিম্বর তৈরী করা হবে। তাঁরা ঐগুলোর উপর অধিষ্ঠিত হবেন এবং আমার মিম্বর খালি থাকবে, তাতে আমি আরোহন করবো না। বরং স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে সবিনয় দন্ডায়মান থাকবো, এভাবে যে, যেন এমন না হয় যে, আমাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হয় আর আমার উম্মৎ আমার পিছনে থেকে যাবে। অতঃপর আরজ করবো, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মৎ আমার উম্মৎ (অর্থাৎ আপনি আমার উম্মদের প্রতি করুণা করুন)। তখন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করবেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার উম্মতদের জন্য আমার পক্ষ থেকে কি আচরণ চান? অতঃপর আরজ করবো, হে আমার প্রতিপালক! তাদের হিসাব নিকাশ সত্ত্বর সম্পূর্ণ করুন। অতঃপর আমি শাফায়াত করতে থাকব। শেষ পর্যন্ত দোজখের দারোগা মালেক আরজ করবে হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আপনিতো আপনার উম্মতের মধ্যে আল্লাহর গযব নামে মাত্রও রাখেননি।

তেরঃ ইমাম বোখারী, মুসলিম এবং নাছায়ী হযরত জাবের (রাঃ) থেকে এবং ইমাম আহমদ উৎকৃষ্ট সনদ দ্বারা, বোখারী তার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তারিখের মধ্যে এবং বায়যার, তাবরানী বায়হাকী এবং আবু নায়ীম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইমাম তাবরানী মু'জামুল আউসাত" এ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কবীর নামক গ্রন্থে হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ এবং ইমাম আহমদ উৎকৃষ্ট সনদ দ্বারা এবং শায়বা তাবরানী হযরত আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন- (বাক্যগুলো হযরত জাবের (রাঃ) এর)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُعْطِيْتُ مَا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِى اَىْ قَوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ.

অর্থাৎ হুজুর শাফিউল মুযনেবীন ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন আমাকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং শাফায়াতের ক্ষমতা বিশেষ করে আমাকেই প্রদান করা হবে। আমি ব্যতীত কাউকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়নি।

চৌদ্দ ঃ ছহীহ মুসলিম শরীফে হযরত উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুজুর শাফিউল মুযনেবীন ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তিনটি প্রার্থনা করার ইখতিয়ার প্রদান করছেন। আমি পৃথিবীতেই দুটো প্রার্থনা করে ফেলেছি। যেমন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِىْ

অর্থাৎ হে খোদা! আমার উম্মতের গোনাহ ক্ষমা করুন, হে খোদা আমার উম্মতের গোনাহ ক্ষমা করুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَاَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اِلَى فِيْهِ الْخَلْقُ حَتّٰى اِبْرَاهِيْمَ.

অর্থাৎ ঃ তৃতীয় দোয়াটি সে দিবসের জন্যে অবশিষ্ট রেখেছি, যেটার জন্য আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টি আমার মুখাপেক্ষী হবে। এমনকি হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) ও।

পনেরঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হযরত আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ সমূহে ঐ বিষয়বস্তুও রয়েছে যা ইমাম আহমদ ইমাম বোখারী ও মুসলিম হযরত আনাছ (রাঃ) হতে আবার ইমাম বোখারী ও মুসলিম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-হুজুর শাফিউল মুযনেবীন (দঃ) ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَالدُّعَاءُ بِىْ فِىْ اُمَّتِىْ وَاسْتَجِيْبُ لَهٗ (وَهٰذَا اللَّفْظُ لِاَنَسٍ وَ لَفْظُ اَبِىْ سَعِيْدٍ) لَيْسَ مِنَ الْاَقْدِ اُعْطِىَ دَعْوَةً فَتَعْجَلُهَا (وَلَفْظُ اِبْنُ عَبَّاسٍ) لَمْ يَبْقَى نَبِىٌّ اِلَّا اُعْطِىَ لَهٗ ..... لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا.

অর্থাৎঃ নবীগণের (আঃ) যদিও হাজার হাজার দোয়া কবুল হয়ে থাকে। কিন্তু একটি খাছ দোয়া মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁরা লাভ করে থাকেন। ইরশাদ হয়-যা চাও প্রার্থনা কর। নিশ্চয় দেয়া হবে। সমস্ত নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সবাই আপন আপন সে দোয়া পৃথিবীতেই করে ফেলেছেন এবং আমি পরকালের জন্যই তা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সংরক্ষণ রেখেছি। তা হচ্ছে আমার উম্মতদের জন্যে আমার শাফায়াত। এটা কিয়ামত দিবসে আমার সে সব উম্মতের জন্য রেখেছি যারা ঈমানের সাথে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

কিন্তু, হুজুর (দঃ) স্বীয় স্বার্থের জন্যে কোন প্রার্থনা করেননি। সব কটি তোমাদেরই জন্য। দুটি প্রার্থনা পৃথিবীতে করেছেন। তৃতীয় টিও পরকালে তোমাদের সে ভয়ানক দিবসের চাহিদার জন্য রেখে দিয়েছেন, যখনি সে দয়ালু মুনিব রাহ্‌মাতুল্লীল আলামীন ব্যতীত অন্য কোন হিতাকাংখী ও থাকবেনা।

ষোল ঃ হযরত ইমাম বায়হাকী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন হুজুর শাফিউল মুযনেবীন (দঃ) মি'রাজের রাত্রে স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে আরজ করলেন-আপনি এ মর্যাদা সমূহ অন্যান্য নবীগণ (আঃ)কে প্রদান করেছেন? তখন মহান প্রতিপালক ইরশাদ করেছেন-

اَعْـطَيْتُكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ (اِلٰى قَوْلِهٖ) خُـيِّرَتْ شَفَاعَتُكَ

وَلَمْ اُخْبِرْ لِنَبِيٍّ غَيْرَكَ.

অর্থাৎঃ আমি আপনাকে এমন মর্যাদা বা নেয়ামত প্রদান করেছি যা সেগুলো অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আমি আপনার জন্য শাফায়াত কে গোপন রেখেছি এবং (এটা) আপনি ব্যতীত অন্য কাউকে প্রদান করিনি।

সতেরঃ ইমাম আবু শায়বা ও ইমাম তিরমিজী (রহঃ) হাছান ও ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করেন এবং ইমাম ইবনে মাজা (রাহঃ) ছহীহ সূত্রে হযরত উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ছরকারে কায়েনাত (দঃ) ইরশাদ করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَ خَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرُ فَخْرٍ.

অর্থাৎঃ কিয়ামত দিবসে আমি নবীকূলের সরদার, তাঁদের খতীব এবং তাঁদের শাফায়াতকারী হবো। এবং এটা কোন অহংকারের দৃষ্টিভংগিতে বলছি না।

আঠার ঃ হযরত ইবনে মুনিয়া হযরত ছায়াদ ইবনে আকরাম প্রমুখ সর্বমোট চৌদ্দজন উল্লেখযোগ্য ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন হুজুর শাফিউল মুযনেবীন (দঃ) ইরশাদ করেছেন-

شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ اَهْلِهَا.

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিবসে আমার শাফায়াত সত্য, যারা এর উপর ঈমান বা বিশ্বাস করবে না, তারা এ সৌভাগ্য অর্জন করবে না।

ঊনিশঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হুজুর (দঃ) ইরশাদ করেছেন-

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهٖ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُوْنَ بِاللّٰهِ لَاَشْفَعَهُمُ اللّٰهُ فِيْهِ.

অর্থাৎ শিরক গোনাহ করেনি এমন চল্লিশ জন মানুষ যদি কোন মৃত ব্যাক্তির জানাজার নামাজ পড়ে তা হলে আল্লাহ তায়ালা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাদের সুপারিশ ঐ মৃত ব্যাক্তির জন্য কবুল করবেন অর্থাৎ ক্ষমা করে দেবেন। (আবু দাউদ শরীফ)

এখানে লক্ষনীয় বিষয় এ যে, চল্লিশ জনজীবিত মুসলমানদের ক্ষমা প্রার্থনা মৃত ব্যাক্তির জন্য মুক্তি পাওয়ার উপায় হলো।

বিশঃ সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ মিশকাত শরীফের ১৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে হযরত মালেক ইবনে বুহাইরা (রাঃ) বলেছেন, আমি রাছুলে মকবুল (দঃ) কে ইরশাদ করতে শুনেছি-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَلَّا اَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎঃ যদি কোন মুসলমান মৃত ব্যাক্তির জানাজার নামাজে তিন কাতার হয়ে মুসলমানগণ নামাজ পড়ে তা হলে ঐ মৃত ব্যাক্তির জন্য বেহেস্ত প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। মেশ্‌কাত শরীফ ১৪৭ পৃঃ)

উপরোক্ত কোরআন ও হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হলো যে, স্বীয় কল্যাণ করার সাথে সাথে অপরের কল্যাণ করা সম্ভব হবে। যা নবী ও অন্যান্য নেক বান্দাদের হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করা শরীয়ত সম্মত

প্রথমঃ কোরআনের দৃষ্টিতে غيـــر اللـــه এর কাছে সাহায্য চাওয়াঃ

মহান রাব্বুল আলামীন ব্যতীত অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া বা প্রার্থনা করার বৈধতা কোরান, হাদীছ, ফোকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দেছীন কেরামের উক্তি সমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত। পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন-

قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ.

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) বললেন কারা আমার সাহায্যকারী হবে, আল্লাহর প্রতি? সাহায্যকারী বলল, আমরা খোদার দ্বীনের (ইসলামের) সাহায্যকারী হব।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় হাওয়ায়ী সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বললেন, কারা আমার সাহায্যকারী রয়েছে। তারা বলল আমরা রয়েছি। অতত্রব আয়াতে কারীমা দ্বারা বুঝা গেল হাওয়ারী সম্প্রদায়ের কাছে তিনি সাহায্য চেয়েছেন এবং তারাও সাহায্য করতে বদ্ধ পরিকর। আর সে হাওয়ারী সম্প্রদায়ই হচ্ছে গায়রুল্লাহ। যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে গায়রুল্লাহ-এর কাছে সাহায্য চাওয়া নিষিদ্ধ হতো তা হলে হযরত ইসা (আ.) গায়রুল্লার কাছে সাহায্য চাইতেন না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন না। তা হলে বুঝা গেল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া বা প্রার্থনা করা বৈধ। তা শিরকের পর্যায়ে শামীল নয়।

দ্বিতীয় ঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

অর্থাৎ এবং তোমরা পূন্যময় কাজে এবং খোদা ভীরুতার উপর একে অপরের সাহায্য কর এবং সাহায্য করো না একে অপরকে গোনাহ ও সীমা লংঘনে।

উক্ত আয়াতেও মহান প্রতিপালক মানব জাতিকে পূন্য কাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যের আদেশ দিয়েছেন। এ আদেশ হতে বুঝা যায় তোমরা পরস্পর একে অপরের সাহায্য কর। আর এখানে একে অপর হচ্ছে গায়রুল্লাহ। সুতরাং এ আয়াতে মহান স্রষ্টা মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন তোমরা পরস্পরের মধ্যে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং সাহায্য দান কর। এ মহান কাজটি করার শিক্ষা স্বয়ং আমাদের প্রভু দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা যে আদেশ মানব জাতিকে দিয়েছেন সে আদেশ অনুযায়ী কাজ করলে কি খোদার সাথে শিরক হয়ে গেল? তা হতে বুঝা গেল "গায়রুল্লাহর" কাছে সাহায্য চাওয়া স্বয়ং রাব্বুল আলামীনই বৈধ বলে ঘোষনা দিয়েছেন।

তৃতীয়ত ঃ তাফসীরে কবীর, তাফসীরে রুহুল বয়ান ও খাজেনের মধ্যে فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْاِسْتِعَانَتَهٗ بِالنَّاسِ فِیْ رَفْعِ الْغُرُوْرِ وِالظُّلْمِ جَائِزَۃٌ

অর্থাৎ ক্ষতি ও অত্যাচার প্রতিহত করতে মানুষের নিকট সাহায্য চাওয়া বৈধ।

চতুর্থত ঃ অন্যত্র মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনকে (ইসলামকে) সাহায্য কর, তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করবেন।

উক্ত আয়াতে স্বয়ং খোদা রাব্বুল আলামীন বেনিয়াজ ও কারো মুখাপেক্ষী না থাকা সত্বেত্ত বান্দার কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, দ্বীন ও রাছুল (দঃ) এর সাহায্য করা মানে আল্লাহকে সাহায্য করা।

পঞ্চমত ঃ আল্লাহ তাবারক ওয়া তায়ালা ওয়াদার (অঙ্গীকারের) দিন সমস্ত আম্বিয়াকেরামের আরওয়াহে পাক থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন যে, لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ (মুহাম্মদ) উপর অব্যশই ঈমান আন এবং (নিশ্চয়ই) তাঁর সাহায্য কর। সুতরাং বুঝা গেল মানুষকে সাহায্য করার হুকুম অঙ্গীকারের দিন থেকেই সাব্যস্ত হয়েছেন।

ষষ্ঠ ঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র কালামপাকে ইরশাদ করেছেন-

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থাৎ তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অত্র আয়াতে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অতত্রব উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ ব্যাতীত অন্য কারো থেকে সাহায্য চাওয়া শরীয়ত সম্মত। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে যে, ধৈর্য্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। আর ধৈর্য্য এবং নামাজই হয়েছে যা আল্লাহ নয় এমন বস্তু।

সপ্তম ঃ কুরআনের অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে-

وَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ

অর্থাৎ তোমরা আমাকে দৃঢ়তার সাথে সাহায্য কর।

এ আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণীত হল যে, হযরত জুলকারনাইন দেয়াল তৈরীর সময় মানুষের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন।

টিকাঃ জুলকারনাইন ঃ জুলকারনাইন এর নামছিল এসকান্দার। তিনি হযরত খিজির (আঃ) এর খালাত ভাই সম্পর্ক। তিনি এসকান্দারীয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁর স্বীয় নামানুসারে নাম রেখেছেন ইছকান্দরীয়া যা মিশরে। হযরত খাজা খিজির (আঃ) তাঁর পতাকাবাহী মন্ত্রী ছিলেন। পৃথিবীতে চারজন বাদশাহ সমগ্র দুনিয়ার শাসক ছিলেন। তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন ঈমানদার আর বাকী দু'জন ছিলেন কাফের। প্রথমোক্ত দু'জন হলেন। ১) হযরত সুলাইমান (আঃ) (২) ইছকান্দার জুলকারনাইন। আর শেষোক্ত দু'জন হলো-

(১) নমরুদ (২) বখতে নছর

পঞ্চম নম্বরে এ উম্মত হতে আর একজন-বাদশাহ অচিরেই পৃথিবীর বুকে আসবেন। যার নাম হবে ঈমাম মাহদী (আঃ) তাঁর শাসন কার্য সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী চলবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ইছকান্দার জুলকারনাইন নবী ছিলেন কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ছাইয়্যিদেনা হযরত আলী (রাঃ) এর দৃষ্টিতে তিনি নবী বা ফেরেশতা এমন কিছু ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দা, এবং তাঁকে প্রিয় বান্দা হিসাবে গ্রহন করে নিয়ে ছিলেন।

অষ্টম ঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ হে নবী (দঃ) আল্লাহ তায়ালা আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও মুসলমান দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।

নবম ঃ আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন -

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرَئِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيْرًا.

অর্থাৎ নবী করিম (দঃ) কে সাহায্যদাতা স্বয়ং দয়ালু আল্লাহ, জিব্রাঈল (আঃ) এবং সৎ ও ন্যায় পরায়ন মুসলমানগণ। সর্বশেষ ফেরেস্তাগণ তার সহায়ক।

দশম ঃ পাক কালামে আল্লাহ রাব্বুল ইরশাদ করেছেন -

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ.

অর্থাৎ হে মুসলমান! আল্লাহ ও তাঁর রাছুল (দঃ) এবং ঐ সমস্ত মুমিন বান্দাগণ যারা নামাজ পড়ে, যাকাত দেয় সবাই তোমাদের সাহায্যকারী, এ অবস্থায় যে, আর রুকুকারী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একাদশ ঃ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন -

اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

অর্থাৎ মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীগণ পরস্পরের সাহায্যকারী বন্ধু।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাহায্য দাতা এবং এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাহায্যকারী। কিন্তু পার্থক্য আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন (নাছেরে হাকীকী) প্রকৃত সাহায্যকারী। আর মুসলমানগন (নাছের মাজাজী) বা হযরত মুছা (আঃ) কে যখন মহান আল্লাহর তরফ থেকে ফেরাউনের নিকট গিয়ে সত্যবাণী পৌঁছানোর নির্দেশ হলো তখন তিনি আরজ করলেন।

وَاجْعَلْ لِىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ هٰرُوْنَ اَخِىْ اُشْدُدْ بِهٖ اَزْرِىْ

হে খোদা! আমার ভাই হারুন (আঃ) কে নবী বানিয়ে দিন যাতে তার সাহায্য দ্বারা আমার বাহু দৃঢ় হয়। তখন আল্লাহ তায়ালা এটা বলেন নাই যে, হে মুছা, তুমি আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা না করে অন্যের সাহায্য কেন কামনা কর? আমি কি তোমার জন্য যতেষ্ট নই? বরং আল্লাহ তাঁর দরখাস্ত কবুল করলেন। এতে প্রমাণ বহন করে যে, যদি গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক হতো তা হলে হযরত মুছা (আঃ) একজন পায়গাম্বর হয়ে তাঁর ভাই হারুনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন না। সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া শুধু জায়েজই নয় বরং সুন্নাতে আম্বিয়া বা নবীগণের সুন্নাত।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীছের দৃষ্টিতে ঃ غير الله এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা -

প্রিয় পাঠকবৃন্দ -উপরে বর্ণিত দলীল সমূহের ভিত্তিতে প্রমাণিত হল যে, "গায়রুল্লাহর" কাছে কোন কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করা শরীয়ত সম্মত। কোরআনের আলোকে আরো অনেক দলীল রয়েছে যা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে বর্ণনা করা অসম্ভব। এখন আসুন আমরা হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে আলোচনা করব।

মিশকাত শরীফ بَابُ السُّجُوْدِ وَفَضْلِه এর মধ্যে হযরত রাবীইয়া ইবনে কাব আছলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন মহানবী (দঃ) ইরশাদ করেছেন-

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ اَبِتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاُوْتِيْتُهٗ لِوُضُوْئِهٖ وَ حَاجَتِهٖ فَقَالَ لِىْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافِقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوَ غَيْرَ ذَالِكَ قُلْتُ هُوَ ذَالِكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرِ السُّجُوْدِ (رواه مسلم)

অনুবাদ ঃ হযরত রাবীয়াহ বিন কায়াব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা আমি রাসুলে খোদা (দঃ) এর সাথে রাত্রি যাপন করছিলাম। অতঃপর আমি রাসূলে খোদা (দঃ) এর নিকট অজু করার পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুলো নিয়ে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন 'আমার নিকট প্রার্থনা কর' আমি আরজ করলাম 'হুজুর' আমি আপনার কাছে বেহেস্তে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আপনার সাহচার্য প্রার্থনা করতেছি। তিনি বললেন ইহা ছাড়া আরো কিছু চাও। আমি বল্লাম-হুজুর ইহা-ই যথেষ্ট। তিনি (হুজুর) বললেন তুমি তোমার স্বীয় আত্মার উপর সেজদার দ্বারা আমার সহযোগীতা কর। (মুসলিম শরীফ)

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ঃ

হযরত রাবীয়াহ (রাঃ) বলেন আমি ভ্রমনে হুজর নবী পাকের (দঃ) সাথে ছিলাম এবং রাত্রি কালের খেদমতের দায়িত্ব আমার উপর ন্যাস্ত ছিল। আমি সারা রাত্রী হুজুর (দঃ) এর দরজায় অপেক্ষা করছিলাম। যাতে তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি। এক রাত্রে তাঁর (দঃ) অভ্যাস অনুযায়ী তাহাজ্জুদের সময় আমি অজুর পানি, মিসওয়াক, জায়েনামাজ ইত্যাদি নিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন 'ছাল' অর্থাৎ আমার কাছে তোমার কিছু প্রয়োজন থাকলে চাও। কায়াব ইবনে রাবীয়াহ (রাঃ) প্রকৃত নিয়ামত যা পৃথিবী ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত সব কিছু হতে বড় নিয়ামত, রাহমাতুললীন আলামীনের সাহচার্চ কামনা করলেন। অর্থাৎ ইয়া রাসুল্লাহ (দঃ) পৃথিবীর কোন নিয়ামতের ইচ্ছা আমার নেই। ইজ্জত-সম্মান ধন-দৌলত, পার্থিব অন্য জিনিসের সাধ বা আকাংখা আমার নেই, শুধু মাত্র আমি বেহেশেতে আপনার সাহচার্য্য কামনা করেতিছি। কিন্তু তাও আবার এরূপ হতে হবে যেন আমি সেখানে আপনার খাদেম হতে পারি; বর্তমানে যেমন এ দুনিয়াতে আপনার খাদেম রয়েছি। এ দুনিয়াতে যে রূপ আমি আপনার সাথে রয়েছি তদ্রুপ সেই বেহেস্তেও যেন ঐ সময় আমার জন্য বেহেস্ত হিসাবে পরিগণিত হবে, যখন সেখানে আপনার সাহর্চয্য লাভ করব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করিম (দঃ) তাকে আরো অনেক কিছু চাওয়ার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু রাবীয়াহ আরজ করলেন হুজুর! সাহচার্য্য হতে ইহকাল ও পরকালে অন্য কোন বস্তু নিয়ামত স্বরূপ নেই। ইহা-ই তো আসল বা প্রকৃত নিয়ামত। যদি এ নিয়ামত লাভ করতে পারি তবে অন্যান্য নিয়ামত গুলোও আনায়াসে লাভ হয়ে যাবে। উৎকৃষ্ট নিয়ামতের সম্মুখে নিকৃষ্ঠ নিয়ামতের কোন স্থান নেই। সুতরাং হুজুর! যদি আপনার গোলামী বা দাসত্ত্ব ভাগ্যে না জুটে, তাহলে দুনিয়া-আখিরাতের অপরাপর নিয়ামতের কোন মূল্য নেই। নবী আকরাম (দঃ) বললেন "ঠিক আছে তুমি অধিক সংখ্যক সেজদা অর্থাৎ নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য কর।"

হযরত নবী করিম (দঃ) এর খেদমতের পরিবর্তে এ নিয়মাত লাভ করেছিলেন।

বিশ্ব বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ আল্লামা ইবনে হাজার আছকালানী (রাঃ) বলেন, যখন হযরত রাবীয়াহ (রাঃ) নবী দো'আলম (দঃ) এর খেদমতে রত ছিলেন তখন মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ (দঃ) বললেন - হে রাবীয়াহ! আমি তোমাকে এ খেদমতের পরিবর্তে কি পুরস্কার দিতে পারি। কেননা ভদ্র ও সম্মানীত ব্যক্তিগণ খেদমতের পরিবর্তে কিছু না কিছু দান করে থাকেন। আক্বায়ে মাওলা হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তো পৃথিবীর সমস্ত ভদ্র ও সম্মানীত ব্যক্তিগণদের শুধুমাত্র অন্যতমই ছিলেন না। বরং সকলের সরদার ছিলেন। হযরত রাবীয়াহ ইবনে কায়াব (রাঃ) হুজুর (দঃ) এর ইহকালীন খেদমতের পরিবর্তে পরকালীন খেদমত করাই কামনা করলেন। অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে হুজুরের (দঃ) যে খেদমত করেছিলেন এর পরিবর্তে বেহেস্তের মধ্যেও (দঃ) হুজুর (দঃ) এর খেদমত করার সুযোগ প্রার্থনা করলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরোক্ত হাদীছে হযরত নবী করিম রাউফুর রাহীম ছরকারে দো'আলম (দঃ) হযরত রাবীয়াহ কে কিছু চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমার নিকট তুমি কিছু চাও যা তোমার মনে চায়। এ সম্পর্কে মীরকাত নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে।

يُؤْخَذُ مِنْ اِطْلَاقِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْاَمْرُ بِالسُّوَالِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمْكَنَهٗ مِنْ اِعْطَاءِ كُلِّ مَازَادَ مِنْ خَزَائِنِ الْحَقِّ.

অর্থাৎ হুজুর (দঃ) কিছু চাওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ইহার ভাব-ভঙ্গির দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসুল (দঃ) কে তাঁর ধন-ভান্ডার হতে ইচ্ছানুযায়ী দান করার ক্ষমতা দান করেছেন। নির্দিষ্ট কোন কিছু চাইতে বলেননি যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জগতের মধ্যে তোমার যা প্রয়োজন তা আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি ইহা তোমাকে দান করতে প্রস্তুত রয়েছি।

ইমামে আবূ হানিফা (রহ.) এর দৃষ্টিতে غَيْرُ اللّٰهِ এর কাছে সাহায্য চাওয়াঃ

اَنَا طَالِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ فِى الْاَنَامِ سِوَاكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাছুল (দঃ) ! আমি আপনার করুণার ভিখারী, এ জগতে আপনি ব্যতীত আবু হানীফার জন্য আর কেহ-ই নাই। এ কবিতার মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হজুর (দঃ) এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছেন ও স্বীয় অসহায়তা প্রকাশ করেছেন। যিনি মালিক তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এতে প্রমাণিত হলো যে, ইমামে আজম হুজুর (দঃ) এর নিকট সাহায্য চেয়েছেন, কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সব কিছুর মালিক করেছেন । আর এখানে হুজুর (দঃ) হচ্ছেন "গায়রুল্লাহ"। যদি গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে শিরক হয়, তবে ইমাম আজম (রাঃ) কেন চাইলেন? বিচার আপনাদের কাছে রইল।

২য় ঃ বিশ্ব বিখ্যাত ফতোয়ায়ে শামী কিতাবের ভুমিকায় বর্ণিত আছে যে, ইমাম হযরত ইদ্রিছ (শাফেয়ী) বর্ণনা করেছেন-

اِنِّىْ لَاَتَبَرَّكُ بِاَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَجِئُىْ اِلٰى قَبْرِهٖ فَاِذَا عُرِضَتْ لِىْ حَاجَةٌ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَسَاَلْتُ اللّٰهَ عِنْدَ قَبْرِهٖ فَتَقْضِىْ سَرِيْعًا.

অর্থাৎ আমি হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাজার শরীফ হতে বরকত অর্জন করি এবং তাঁর মাজার শরীফে আসি। যখন আমার প্রয়োজন সম্মুখীন হয়, তখন আমি দু'রাকাত নামাজ আদায় করি এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাজার শরীফের নিকট দাড়িয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করি, তখন আমার চাহিদা মিটে যায় বা দোয়া কবুল হয়।

মাজহাবের এ মহান ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমামে আজম আবু হানীফা (রহঃ) কে "গায়রুল্লাহ" বানিয়ে তাঁর মাজার শরীফে প্রয়োজনের সময় আসতেন এবং তাঁকে উছিলা মনে করে দোয়া করতেন। তখন তাঁর মনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হত। আমার কথা হলো ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তো সরাসরি আল্লাহর কাছে প্রয়োজনের সময় সাহায্য চাইতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ইমাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আজম আবু হানীফা (রহঃ) এর মাজারে কেন গেলেন। তিনি কি জানতেন না যে, ইমাম সাহেব গায়রুল্লাহর মধ্যে শামীল। বিধায় ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এর বিশ্বাস ছিল যে, "গায়রুল্লাহর" কাছে সাহায্য চাওয়া শরীয়ত সম্মত বা বৈধ।

৩য় ঃ হানাফী মাজহাবের অনুসারীদের নির্ভরযোগ্য আলেম ও বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর কারক মোল্লা আলীক্বারী (রহঃ) তাঁর স্বরচিত কিতাব "নুযহাতুল খাওয়াতের ফি তারজুমাতে শেখ আব্দুল কাদের" এর ১৬ পৃষ্ঠায় বলেন যে, গাউছুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী বলেছেন-

مَنْ اِسْتِغَاثَ بِیْ فِیْ كُرْبَةٍ كَشَفَتْ عَنْهُ وَمَنْ نَادَانِیْ بِاِسْمِیْ فِیْ شِدَّةٍ فَرَجَّتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِیْ اِلَی اللّٰهِ تَعَالٰی فِیْ حَاجَتِهٖ قُضِيَتْ

অর্থাৎ যে কেউ আমার নিকট দুখেঃর মুহুর্তে সাহায্য প্রার্থনা করবে, তা হলে ঐ মুছিবত দুর হয়ে যাবে। আর যে ব্যাক্তি বিপদের সময় আমার নাম নিয়ে আমাকে আহব্বান করবে, তা হলে ঐ বিপদ লাঘব হয়ে যাবে, আর যে আমাকে আল্লাহর নিকট তার প্রয়োজনে উছিলা গ্রহণ করবে, তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, গাউছুল আজম (রহঃ) স্বয়ং বলেছেন-যে ব্যক্তি দুখেঃর মুহূর্তে আমার নিকট সাহায্য চাবে বা প্রার্থনা করবে তার ঐ মুছিবত দূর হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি বিপদের সময় আমার নাম নিয়ে আমাকে আহব্বান করবে, আমি তার ঐ বিপদ দুর করে দেব। উল্লেখ্য যে, এখানে বলা হয়েছে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার নিকট সাহায্য চাবে, আর আমার (আবদুল কাদের জিলানী) হয়েছেন "গায়রুল্লাহ"। গায়রুল্লাহ গায়রুল্লার কাছে যদি সাহায্য চাওয়া শিরক হয়, তা হলে গাউছুল আজম (বড় সাহায্যকারী) কখনো এ ধরণের কথা বলতেন না। তাই বুঝা যায় "গায়রুল্লাহর" কাছে সাহায্য চাওয়া শরীয়ত সম্মত।

৪র্থ ঃ আমি মসনবী শরীফের একখানা ঘটনা উল্লেক করে গায়রুল্লাহর প্রসংগে সমাপ্ত করব। আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (রহঃ) মসনবী শরীফের বর্ণনা করেন যে-

সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর যুগে বোস্তাম শহরে এক নষ্ঠা মেয়ে এসে গেছে, যার সৌন্দর্য্য ও সুন্দর কণ্ঠের উপর মানুষ আশেক হয়ে গেল, মসজিদ ও খানকাহ্ সমূহ শূন্য হয়ে গেল এবং নষ্ঠা মহিলার ঘরে তামাসা বাজদের সব সময় মেলা লেগে রইল। কোন এক ব্যাক্তি হযরত সুলতানুল আরেফীন (রহঃ) এর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল হুজুর। আপনার যুগে এবং আপনার শহরে এমন পাপাচার! হুজুর বললেন কি ব্যাপার? ঐ ব্যক্তি সমস্ত ঘটনা খুলে বললে হুজুর বললেন-আমাকে ঐ নষ্ঠা মহিলার ঠিকানা বল। তিনি নামাজের মুসল্লা ও বদনা নিয়ে তার ঘরের নিকট পৌঁছে গেলেন। সকল তামাশাবাজ তাঁকে দেখে পালিয়ে গেল। তিনি নষ্ঠা মহিলার ঘরের দরজায় গিয়ে মুসল্লা বিছিয়ে দিলেন এবং নফল নামাজ পড়তে আরম্ভ করলেন। যে ব্যক্তি এদিকে আসত তাঁকে দেখে ফেরত যেত। এ পর্যন্ত যে, রাতের অধিকাংশ সময় চলে গেল আর কারো আসার আংশকা রইল না। তখন তিনি ঐ নষ্ঠা মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, দৈনিক রোজগার কত? সে বলল এত মুদ্রা তখন তিনি ততমুদ্রা নিজ থেকে বের করে তাকে দিয়ে দিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ

مگر چاہئے ان سے لینے کا ڈھپ کچھ

بہت مانچ لیتے ہیں سب کچھ

অর্থাৎ ফকির বুজর্গদের ঝুলিতে সবকিছু থাকে। কিন্তু তাদের থেকে নেয়ার জন্য চাই কিছু পদ্ধতি। তারা যাচাই করে সামান্য দান করেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন যে, এখন তোমার এ রাত আমি ক্রয় করে নিয়েছি। কেননা, তোমার প্রাপ্য দিয়ে দিয়েছি। সে বলল হাঁ, নিশ্চয়। তারপর হুজুর বললেন-আচ্ছা এখন আমি যা বলব তাই কর, সে বলল বেশ। তিনি বললেন অজু করে দু'রাকাত নফল নামাজের নিয়ত কর। (সংক্ষেপেতঃ)

রুকুতে গেল-তখনও বেশ্যা, কিন্তু যখন সেজদায় অবনত হল আর সুলতানুল আরেফীন এর মুবারক হাত দোয়ার জন্য উত্তোলিত হল-যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরজ করলেন-

انچہ کارم بود آخر غردش ☆ گرز تا سوئے نماز آوردش

অর্থাৎ, হে মাওলা! আপনি শক্তিবান, আমি দুর্বল, আপনি প্রতিপালক আমি বান্দা। আমি দুর্বল, অক্ষম ও অসহায় আমার কাজ হল এতটুকু যে, পাপীটাকে যেনা থেকে হটিয়ে আপনার দ্বারে ঝুঁকিয়ে দেয়া। সামনে অবশিষ্ট আপনার দ্বারে আপনি এ ঝুঁকানো মস্তককে কবুল করে নিন বা ফিরিয়ে দিন। অতঃপর তিনি আরজ করলেন। যদি আপনি একে অবনত করে নিন বা ফিরিয়ে দেন, তা হলে আমার দুর্নাম হয়ে যাবে, মানুষ বলবে সুলতানুল আরেফীন তোমার দরজায় কি দিয়ে গেছেন?

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بردرت آوردہ ام اوراخدا ☆ قلبہا قلب طفیل مصطفے

এটা দেখবেন না যে,আগমন কারী কে, এদিকে দেখুন যে এনেছে কে? যদিওবা আগমনকারী একজন পাপীষ্টা কিন্তু আনয়ন কারীতো আমি গোনাহগার। তাই ঐ সবুজ গুম্বজওয়ালা দয়াল নবী মাহবুব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর উছিলায় তার অন্তরের গতি পরিবর্তন করে দিন। এ কথা বলতেই ঐ পাপীষ্ঠা অলী হয়ে গেল। অতঃপর পরবর্তী সময়ে তার সখী যখন তাকে ডাকতো তখন সে ভিতর থেকে খবর পাঠাতো যে, যখন আমি এ চক্ষে সুলতানুল আরেফীনকে দেখেছি, যে সুলতানুল আরেফীনকে দেখেছে সে আর কাউকে দেখতে পারে না।

উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহর অলীদের দরবারে গেলে কেহ খালি হাতে ফিরে না। তারা দিতে জানে, যদি নেয়ার মতো ক্ষমতা থাকে। তাই হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর সাহায্যের দ্বারা এবং হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহিচ্ছালাম এর উছিলায় সে দেহ ব্যবসায়ী নারী কামিল অলীতে পরিণত হয়।

সুতরাং পবিত্র কোরআন সুন্নাহ ও ইমামগণের উক্তি এবং তাঁদের কাজ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, গায়রুল্লাহর কাছে অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত একে অপরের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক নয়, বরং শরীয়ত সম্মত।

শরীয়তে রাছুল (দঃ) এর হালাল বা হারাম করার ক্ষমতা

আল্লাহ তায়ালা নবী করিম ছাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে এমন মর্যাদা প্রদান করেছেন, যা দ্বারা তিনি শরীয়তের আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম করার ক্ষমতা উচ্চাসনে তাঁকে সমাসীন করা হয়েছে। সেটাই আমি কোরআন হাদীছের দৃষ্টিতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলোচনা করব ইন্‌শাআল্‌াহ। কাজেই প্রথমে দেখা যাক রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এ প্রসঙ্গে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে কিনা।

কোরআনের দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হালাল- হারাম করার ক্ষমতা ঃ

একঃ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এ ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

অর্থাৎ ঃ তিনি (নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) মানুষের জন্য নিকৃষ্ট বস্তু সমূহ হারাম করেছেন-

এ আয়াত থেকে সু-স্পষ্ট প্রমাণিত হল যে, রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ তায়ালার দেয়া ক্ষমতা বলে মানুষের জন্য যে, সমস্ত নিকৃষ্ট বা খারাপ তা তিনি হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর প্রিয় হাবীব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে হারাম করার ক্ষমতা দেওয়া আছে।

দুই ঃ অন্যত্র মহান প্রতিপালক ইরশাদ করেছেন-

وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থাৎ তারা (কাফেরগণ) যা হারাম গণ্য করে না তাহা আল্লাহ ও তাঁর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হারাম করেছেন।

এ আয়াত খানা থেকে ও বুঝা গেল যে, আল্লাহ তায়ালার তো সত্ত্বাগত ভাবে হারাম করার ক্ষমতা আছে, সাথে সাথে মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কেও কোন কিছু হারাম করার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ক্ষমতা বা অধিকার দেয়া হয়েছে। কেননা পবিত্র কোরআনের আয়াতে বলা হয়েছে حَـرَّمَ اللّٰـهُ وَرَسُوْلُـهٗ অর্থাৎ আল্লাল এবং রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হারাম করেছেন। দেখুন আরবী ব্যাকরণ মতে معـطوف عليه ও مـعطوف এর হুকুম হবে এক জাতীয় ব্যক্তি ব্যক্তি হবে ভিন্ন। এখানে হারাম করার ক্ষমতা আল্লাহ ও রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাজেই উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, শরীয়তের আদেশ-নিষেধ রাছুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরও রয়েছে।

তিন ঃ ছরকারে দো'আলম হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের শরীয়তের বিধি-নিষেধ বা আহকামে শরীয়তের মালিক, আল্লাহ তায়ালার দরবারে কোন ইবাদত কবুল হয় না, যতক্ষন না হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম তা পছন্দ করেন। তিনি বৈধ অবৈধ ইত্যাদি বিষয়ের মালিক ও পূর্ণ ইখতিয়ার প্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

خُـذْ مِـنْ اَمْـوَالِـكُـمْ صَـدَقَةً تُـطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَـا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

অর্থাৎ হে নবী! আপনি তাদের (ধনশীল মুসলমানদের) ধন সম্পদ হতে ছদকা গ্রহণ করুন। তা দ্বারা তাদেরকে পবিত্র বিশুদ্ধ করুন এবং তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করুন আপনার কামনাতেই তাদের জন্য চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে।

এ আয়াতের মধ্যে রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সমস্ত ছাহাবায়ে কেরাম তাওবা করার পর স্বীয় সম্পদ থেকে ছাদকা নিয়ে নবীর দরবারে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপস্থিত হয়, আপনি তা গ্রহন করুন এবং তাদেরকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করুন।

দ্বিতীয় ঃ আপনি তাদের জন্য দোয়া মঙ্গল কামনা করুন।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, ছাদকা (দান) করা একটি ইবাদত কিন্তু তা কবুল হওয়া রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কবুলের উপর নির্ভরশীল। যদি এ শর্ত না থাকতো তা হলে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যাকে ইচ্ছা তাকে ছাদকা দান করতেন। এতদ্ব্যতীত শুধু ইবাদত দ্বারা পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা অর্জন করা যায় না, নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কৃপা দৃষ্টির বদৌলতেই তা অর্জন করা হয়। এজন্যই আয়াতে করিমায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনি তাঁদেরকে পবিত্র ও বিশুদ্ধ করুন আর বুঝা যাচ্ছে যে, শাফেউল মুজনেবীন ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সুপারিশ ব্যতীত মহান প্রতিপালক কারো প্রতি কোন অনুগ্রহ করেন না। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের মঙ্গল কামনা করুন অথবা তাদের জন্য দোয়া কামনা করুন। আর ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) স্বীয় কার্যাবলী সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন না, আয়াতে যথার্থই বলা হয়েছে যে, "আপনার দোয়া বা মঙ্গল কামনা তাদের অন্তরে শান্তি এনে দেয়।

চার ঃ আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহ ইরশাদ করেছেন

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِىْ اَمْرِهِمْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কোন বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর তা ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা।

এ আয়াতে কারীমায় ছরকারে দো'আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সুস্পষ্ট প্রশংসায় ভরপুর। সাথে সাথে এখানে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদা প্রদত্ত ইখতিয়ারের বর্ণনা ও বিদ্যামান। উপরোক্ত আয়াতের অবতীর্ণের কারণ এরূপ যে, হযরত জায়েদ বিন হারেছকে নবী কারীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আজাদ করেছিলেন এবং তিনি রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর খেদমতেই থাকতেন। জাহ্সের নিকট পয়গাম পাঠালেন। হযরত যয়নব প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের ফুফীর কন্যা ছিলেন। অর্থাৎ উমাইয়া বিন্তে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন। প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর এ পয়গাম হযরত যয়নাব বিনতে জাহস এবং তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে জাহসের মনপুতঃ হল না। কেননা হযরত যয়নব কুরাইশ বংশের উচ্চ পরিবারে মহিলা ছিলেন। তখন উক্ত আয়াতে করিমা অবতীর্ণ হল। আর এতে বলা হল যে, হে মুসলমানগণ! আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সম্পর্কে যখন তোমাদেরকে কোন হুকুম প্রদান করেন, তখন তোমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার অধিকার থাকবে না। বরং ঐ আদেশের সম্মুখে মস্তক অবনত করাই তোমাদের উপর ফরজ।

এ আয়াতে কারীমা শুনা মাত্র হযরত যয়নব এবং তার ভাই আব্দুল্লাহ প্রস্তাবিত বিবাহের জন্য তৈরী হয়ে গেলেন এবং ভাল ভাবে বিয়ের কাজ সমাপ্ত হল। আর এ বিবাহের মুহর স্বরূপ দিনার, ষাট দিরহাম এক জোড়া পোষাক চুড়ি, পঞ্চাশ মুদ্দ খাদ্য (যা প্রায় ১মন ১০ সের হয়) এবং তিন ছা, খেজুর (যা প্রায় ১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সের) রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত যয়নবকে প্রদান করলেন।

প্রথমত ঃ আল্লাহ এবং তাঁর পিয়ারা মাহবুব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আদেশ সমান ভাবেই পালন করা ওয়াজিব। কোরআন এবং হাদীছের আহ্কাম সমান হকুমই সংরক্ষণ করে। কেননা আয়াতের وَاِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম যখন ফায়ছালাদেন ইরশাদ হয়েছে। আর বস্তুতঃ এমনটি হওয়াও চাই। কারণ আল্লাহর ফরমান তো প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মাধ্যমেই পৌঁছে।

দ্বিতীয়ত ঃ হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম মুসলমানদের জান-মাল আর সন্তান-সন্ততি সবকিছুরই খোদা প্রদত্ত মালিক। অতএব যেভাবে মাওলার হুকুমের উপরে গোলামের অস্বীকার করার কোন উপায় থাকেনা। ঠিক তদ্রুপভাবে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আদেশের উপর আর কারো অস্বীকার করার জো নেই। একটা মেয়ের জন্য তো বিভিন্ন স্থান থেকে বিষয়ের পয়গাম আসে। আর মেয়ের অভিভাবক কোনটি নাকচ করেন আর কোনটি গ্রহণ করেন। আর এটি কি হযরত জায়েদের পয়গাম ছিল যে হযরত আব্দুল্লাহ বা হযরত যয়নব তা নাকচ করবেন? এ প্রস্তাব পয়গাম ও ছিলনা, বরং প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নির্দেশই ছিল। একই ভাবে পয়গামের পর আক্বদ এর পূর্বে কন্যা হতে ইয্ন বা অনুমতি নিতে হয় যে, অমুক ব্যক্তির সাথে তোমার আক্বদ সম্পন্ন হয়ে যাক। এ অবস্থায় কন্যা হ্যাঁ, বা না, বলার অধিকার সংরক্ষণ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করে। কিন্তু হযরত যয়নবের ক্ষেত্রে তা রইল না। এটিই হয়েছে ছরকারে দো'আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর অধিকার।

দেখুন বিবাহে কুফু বা উভয় পক্ষের সমমর্যদা বিবেচিত হয়ে থাকে। বাহ্যিকভাবে হযরত জায়েদ এবং হযরত যয়নবের মাঝে সমতার এ ভারসাম্য ছিলনা। কিন্তু যখনই প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর শাহী আদেশ হয়ে গেল তখন আর এসব হুকুমের কি গুরুত্ব। কেননা রেছালতের আদেশই অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। কাজেই প্রমাণিত হল যে, শরীয়তের আহকাম এর ব্যপারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আদেশ-নিষেধ দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে। যা উপরোল্লেখিত আয়াত ই এর সাক্ষ্য বহন করে।

পাঁচ ঃ মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছে- وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ "অর্থাৎ তোমরা ন্যায় পরায়ন দু'জন স্বাক্ষী মনোনীত করো"এ আয়াতে করিমায় প্রিয় নবী ছরকারে দো"আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর এ ক্ষমতা বা ইখতিয়ারের বর্ণনা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ছাওয়ার বিন হারেছ নামক একজন বেদুইন থেকে আল্লাহর প্রিয় মাহবুব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘোড়া ক্রয় করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ছাওয়ার বিন হারেছ অস্বীকার করে বলল যে, "আমি আপনার নিকট সে ঘোড়া বিক্রি করিনি"। আপনার কোন সাক্ষী থাকলে উপস্থিত করুন। ঘটনাক্রমে এ বেচাকেনার সময় সেখানে অপর কেহ উপস্থিত ছিলনা। এমতাবস্থায় হযরত খুজায়মা আনছারী ছাহাবী বললেন, "আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, রাছুলে আকরম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এ ঘোড়া ক্রয় করেছেন। তিনি (রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) সত্য বলেছেন আর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বেদুঈন মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর হাবীব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাকে (খুজায়মা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিলেনা কি করে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তদুত্তরে তিনি বললেন, আপনার পবিত্র মুখের বাণী শুনে আল্লাহর একত্ববাদ বেহেশত-দোজখ ইত্যাদি সত্য বলে সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং পড়ছি-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এ ঘোড়া কি তদপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ? আপনার পবিত্র মুখ থেকে শুনে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। তখন আল্লাহর প্রিয় হাবিব আনন্দিত হয়ে বললেন-খুজইমার সাক্ষ্য দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান বা সমতুল্য। সুতরাং উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে শরীয়তের আহকাম বা হুকুমের মধ্যে পরিবর্তন করার অধিকার ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর রয়েছে। কেননা কোরানে বলা হয়েছে সাক্ষ্য গ্রহন করার ব্যাপারে দুজন সাক্ষী গ্রহন করতে হবে। কিন্তু তিনি তা না করে একজন সাক্ষীকে গ্রহন করেছেন।

হাদীছের দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর হালাল বা হারাম করার ক্ষমতা

এক ঃ বোখারী শরীফের ২য় খন্ডে উল্লেখ আছে-

وَعَدَّ اَئِمَّتُنَا مِنْ خَصَائِصِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّهٗ يَخُصُّ مَنْ شَاءَ كَجَعَلَهٗ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَتَيْنِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ ইমাম বোখারী (রাহঃ) বলেছেন, উল্লেখিত হাদীছ শরীফ অনুসারে আমাদের ইমামগণ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর বৈশিষ্ট্যাবলী হতে এবং একটি বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর ছাল্লাল্লাম আলাইহি ওয়াছাল্লাম দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন নিয়ামত যাকে ইচ্ছা তাকে দান করতে পারেন। অধিকন্তু তিনি শরীয়তের আদেশ নিষেধ গুলোর মালিক। তিনি যার উপর সে হুকুম দিতে চেয়েছেন তা জারী করতে পেরেছেন।

দুই ঃ মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "মিরকাতে" মানাকিব এ আহলে বাইত অধ্যায়ে বর্ণিত আছে-হযরত আলী (রাঃ) ইচ্ছা করলেন যে, দ্বিতীয় বিবাহ করবেন। রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করলেন যে, হযরত আলী (রা) কে এ অনুমতি দেয়া যাবে না। হ্যাঁ, যদি আলী (রাঃ) দ্বিতীয় বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে যেন হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে তালাক দিয়ে দেয়; অতঃপর বিবাহ করে। অথচ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ وَ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَرُبَعَ

অর্থাৎ ঃ পুরুষদের জন্য শরীয়তে দুই, তিন এবং চারটি বিবাহ পর্যন্ত বৈধ হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতে কারিমা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যার সামর্থ আছে সে ব্যক্তি চারটি পর্যন্ত বিবাহ করতে পারবে। কিন্তু ছরকারে দো'আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত ফাতিমা (রাঃ) তাঁর ঘরে থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুমতি দেননি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যদি পবিত্র কোরআনে চারটি পর্যন্ত বিবাহ বৈধ থাকা সত্ত্বে নবী করিম, ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে (রাঃ) দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেননি। কারণ রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম শরীয়তে হারাম ও হালাল করার ক্ষমতা রাখেন। যা হযরত আলী (রাঃ) কে দ্বিতীয় বিবাহ হারাম করে দেয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো।

তিন ঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) কে নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম নাপাক অবস্থায় মসজিদে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। অথচ নাপাকী অবস্থায় গোছল ব্যতীত মসজিদে আসা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

চার ঃ বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব শামী গ্রন্থে উল্লেখ আছে- হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে ফাতেমা (রাঃ) এর ইনতিকালের পর গোছল দেয়ার অনুমতি দিয়ে ছিলেন। অথচ স্বামী তার মৃত স্ত্রীকে গোছল দেয়া শরীয়ত অনুযায়ী অবৈধ। কেননা স্ত্রী ইনতেকালের পর বিবাহ সম্পূর্ণ ভাবে বাতিল হয়ে যায়।

পাঁচ ঃ মিশকাত শরীফ কিয়ামু শাহরে রামাদান পরিচ্ছেদ এ বর্ণিত আছে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কিছু দিন তারাবীর নামাজ জামায়াত সহকারে পড়ে ছেড়ে দেন এবং ছেড়ে দেওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন- যদি আমি উহা সর্বদা পড়ি, তাহলে আমার মনে হয় যে, তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাবে। আর উহা আদায় করা তোমাদের উপর কষ্ট বা কঠিন হবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হুজুর ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আমলও খোদাতায়ালা বিধানে পরিণত হয়ে যাবে।

ছয় ঃ মিশকাত শরীফে "মানাকিব" পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, হুজুর পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম থেকে এক ক্রীতদাসী অনুমতি আরজ করল যে, আমি মান্নত করেছি যে, যখন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ছহি ছালামতে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করাবেন তখন আমি আপনার সামনে ধপ বাজাব এবং গান-করব। হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম অনুমতি দিয়ে বললেন-আচ্ছা বাজিয়ে ফেল। সুতরাং সে ধপ বাজাল। লক্ষণীয় বিষয় এ যে, গান বাজনা স্ত্রী লোকদের জন্য খারাপ, অথচ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এক নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে এ ক্রীতদাসীকে গান বাজনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এতে প্রমাণিত হল যে, নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হারামকে হালাল করার অধিকারী বর্ণিত হাদীছ এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

সাত ঃ "মুসলিম শরীফে" এ প্রসংগে উল্লেখ আছে-

وَكَسَّرَ حَيُصَةٌ فِى النَّاحَةِ لِاُمِّ عَطِيَّةَ فِىْ اٰلِ فُلَانٍ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَبِالتَّضْحِيَّةِ بِالْعِنَاقِ لِاَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ دِيْنَارٍ غَيْرَهُ ذَكَرَ

ابْنُ سَبُعَ فِىْ خَصَائِصِهٖ لِجَنَّةٍ يُعْطِى مِنْهَا مَا شَاءَ لِمَنْ

شَاءَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। কিন্তু হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম বিশেষ ভাবে জনৈক ব্যক্তির পরিবারের মধ্যে উম্মে আতিয়াহকে ক্রন্দন করার অনুমতি দিয়ে ছিলেন। (মুসলিম শরীফ) হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আবু বোরদাহ (রাঃ) কে ছয়মাস বয়স্ক ছাগল দ্বারা কোরবাণী করার অনুমতি দিয়েছিলেন। (আর) ইবনে সাবা (রাঃ) বলেন যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম যাকে ইচ্ছা জান্নাতের ভূমি দান করতে পারেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম শরীয়তের হুকুম আহকামে পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতে পারেন। যা উপর বর্ণিত হাদীছটি সুস্পষ্ট দলীল।

আট ঃ "মাছনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল" নামক গ্রন্থের মধ্যে বিশুদ্ধ হাদীছ যা ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بَقرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْهُمْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهٗ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَنَّهٗ لَا يُصَلِّىْ اِلَّا صَلٰوتَيْنِ قَبْلَ ذَالِكَ مِنْهُ.

অর্থাৎ এক ব্যাক্তি নবী করিম (দঃ) এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং এ শর্তের উপর ঈমান গ্রহন করল যে, আমি কেবলমাত্র দু'ওয়াক্ত নামাজ পড়ব। অতঃপর তিনি (দঃ) তার আরজ কবুল করলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লেখিত হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ছরকারে কায়েনাত হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম জনৈক ব্যাক্তিকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরিবর্তে দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তদ্বারা বুঝা গেল যে, শরীয়তের বিধি বিধানে কমানো এবং বাড়ানোর ক্ষমতা রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের ছিল। কেননা তিনি তো শরীয়তের প্রবর্তক ছিলেন।

উপরে কোরান ও হাদীছের দীর্ঘ আলোচনার পরিপেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম পবিত্র জিনিসকে আমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং অপবিত্র জিনিসকে হারাম করেছেন। যেমন-কুকুর, গাধা, বিড়াল, ইত্যাদি হারাম হওয়ার বিধান স্পষ্টত কোরান শরীফে পাইনি। বরং হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র বাণী থেকে পেয়েছি। তাই তিনি শরীয়তের প্রবর্তক ও মালিক।

এখন দেখুন এর সমর্থনে অসংখ্য কোরআন-হাদীছ ও ওলামায়ে উম্মতের যথেষ্ট প্রমাণাদী রয়েছে। যা আমি কতিপয় দলীলাদী উপরে বর্ণনা করেছি। হুজুর পাক ছরকারে লাউলাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শান ও মানের এবং মর্যাদার বিরোধীতা করে বদ আকিদাদের কি লাভ হয়েছে? আমি বলবো আর এতটুকু লাভ হয়েছে যে, তিনি স্বয়ং নিজেই জাহান্নামের রাস্তা উন্মুক্ত করে নিয়ে সেখানে বসবাসের স্থান নির্ধারিত করেছে এবং অন্যদের ও পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর রিছালাতের সীমানা নির্ধারিত নেই

সুপ্রিয় পাঠক বন্ধুগণ! বাতিল আকিদাপন্থী অনেকেই বলেছেন রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম রেছালতের সীমানা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিফাহল। তিনি (নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) রেছালতের বাইরে কোন কিছুর অধিকারী নন (নাউজুবিল্লাহ)। আমি তাদের এ উক্তির উপর প্রশ্ন রাখতে চাই যে, রাছুলের রিছালাতের সীমানা কতটুকু! কোরআন হাদীছের কোন উদ্ধৃতি ছাড়াই মনগড়া ভাবে এরূপ বলে ফেলেন। যার ফলে মুসলিম মিল্লাতের জানতে কৌতুহল লাগল যে, রিছালাতের সীমা কতটুকু? বা তিনি রিছালাতের সীমার বাইরে বলতে কি বুঝাতে চেয়েছেন। আল্লাহ পাক কোরআনে ইরশাদ করেছেন

قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ ঃ বলুন হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাছুল।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমায় ছরকারে দো'আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর প্রত্যক্ষ প্রশংসা সম্বলিত। এতে ইরশাদ হয়েছে, হে মাহবুব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আপনি সকল মানুষকে বলে দিন, চাই তারা ঈসায়ী হোক, মুছায়ী, অগ্নি পূজক, চাই পূর্বের হোক পশ্চিমের হোক, উত্তরের, দক্ষিণের হোক বস্তুত ঃ আমি তোমাদের সকলের জন্যই আল্লাহর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম। অতত্রব যে-ই আল্লাহর বান্দা সে রাছুলের উম্মত (অর্থাৎ উম্মতে দাওয়াত ও উম্মতে ইজাবাত) হযরত আদম আঃ এর পিতৃত্য এবং প্রিয় নবী (দঃ) এর নবুয়াত প্রত্যেক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মানুষের উপরই সাধারণ ভাবে বিদ্যামান। বাস্তব কথা হচ্ছে এ যে, সমস্ত নবী এবং রাসুলগণ, তাঁদের উম্মতগণ জ্বীন এবং ফেরেশতাগণ বস্তুত ঃ সবাই বিশ্বনবী (দঃ) এর উম্মত এবং তিনি সকল নবীগণের ও নবী। যেহেতু আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহর প্রিয় মাহবুব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম সার্বজনীন রাছুল, সেহেতু তাঁর রিছালত এর ক্ষমতা বা অধিকারও সার্বজনীন।

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন-

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ হে আমার প্রিয় মাহবুব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমি তো আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দাতা এবং সর্তকবাণী হিসেবে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা।

উপরোক্ত আয়াতখানা ও প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর রিছালাতের প্রশংসায়ই ভরপুর। বিশেষ করে এতে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর তিনটি ছিফাতের বর্ণনা এসেছে। তিনি সমগ্র মানব গোষ্ঠির নবী হওয়া, এখানে রাহমাতুললীন আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদার ধন ভান্ডারের মালিক ও তিনি শরীয়তে হালাল হারাম সম্পর্কিত বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ।

সত্যি কথা বলতে গেলে এক ধরনের বিতর্কিত বদ আকিদার তথাকথিত আলেম নামধারীরা ভিত্তিহীন ও মনগড়া বক্তব্য মুসলিম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সমাজে দলাদলী সৃষ্টির পেছনে একমাত্র কারণ। সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সমাজে নতুন করে একটা হানাহানী ও দলাদলী সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলে সত্য যে অনেকে মুসলমানদের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব সৃষ্টির উপর সমালোচনা করতে গিয়ে বিশ্ব মুসলিমের ধর্মীয় অনুভূতির উপর মারাত্বক আঘাত হেনেছেন। কারণ তারা এভাবে পৃথক পৃথক মাযহাব গঠন মুর্খতার ফলাফল বলে মন্তব্য করেছেন। যারা বলে ইমাম আজম আবু হানীফা (রাঃ) ইমাম শায়েফী (রাঃ) ইমাম মালেক (রাঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ) মুর্খ ছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ) অথচ সমস্ত উলামায়ে উম্মতের মধ্যে ইজমা ঐক্যমত হয়েছে যে, মাযহাব চারটি সত্য। আর বিশ্বের সমগ্র মুসলমান উপরোক্ত চার মাযহাবের কোন না কোন একটার অনুযায়ী।

রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম অতি মানব, মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত

ইসলামের দৃষ্টিতে রাছুল (দঃ) মহামানব (দঃ) বা অতিমানব অর্থাৎ মানবীয় গুণাবলীর উর্ধ্বে ঃ রাছুল শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রেরিত পুরুষ। অর্থাৎ খোদা প্রদত্ত আসমানী কিতাবের আইন কানুন নিয়ে যিনি মানব মন্ডলীর জন্য প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁকে -ই-ইসলামের পরিভাষায় রাছুল বলা হয়।

এ নিখিল ধরনীতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূলের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সমুজ্বল সত্যের দিশারী মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াছাল্লাম। ঘোর অমানিশার কারণে যেমনি চর্তুদিকে কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি, শুধু পরিলক্ষিত হয় উর্ধ্বগগণের মধ্যে কোটি কোটি নক্ষত্র ও তারকা রাজি আবার যখন পূর্ব গগনের সূর্যের কিরণ বিকাশ পায়, সাথে সাথে কোটি কোটি নক্ষত্র ও তারকারাজি অদৃশ্য হয়ে যায়। তদ্রুপ বিশ্ব মহা মানব হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আর্বিভাবের সংগে সংগে সমস্ত নবী ও রাছুরগণের প্রকাশিত ও প্রচারিত কিতাবাদী বাতিল বলে পরিগণিত হয়। যিনি বিশ্ব মানবতা চরম কল্যাণময়ী হিসেবে বিবেচিত হয়ে পাপাচারে নিকৃষ্ট মানব গোষ্ঠির মুক্তির কান্ডারী রূপে এ বিশ্ব ভূমন্ডলে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁকে মহান প্রতিপালক ছুরুতে বাশারী অর্থাৎ মানবীয় আকৃতির মাধ্যমে মহা মানব আকার নিয়ে মহান আল্লাহ মহা মানব বা অতি মানব বানিয়েছেন যিনি মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে। অতিশক্তি লাভ করেছেন। যেমন-মানবীয় শক্তি শুধু ছুরতে মালাকী ও ছুরতে "হাক্কির" মধ্যে বিচরণশীল। তিনি মানব আকারে ছিলেন বলে তাঁকে সাধারণ মানুষের মত বলা যেতে পারে না। কিন্তু বিশ্ব ভূমন্ডলে ১৮ হাজার মতান্তরে ৮০ হাজার মাখলুকাতের মধ্যে তার মত সাদৃশ্যপূর্ণ স্রষ্ট্রা অন্য কোন জিনিস সৃষ্টি করেছেন বলে ধারণা করা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ ও অযৌক্তিক। কেননা মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হাদীছ শরীফে স্বয়ং ইরশাদ করেছেন- اَيُّكُمْ مِثْلِىْ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কে আছ আমার মতো? অর্থাৎ ভূমন্ডলের পৃষ্ঠে মানব জাতির জ্ঞান শক্তির মধ্যে তার ও অনেক উর্ধ্বে যা কিছু করুণাময় রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন। যা মানবতার জ্ঞান শক্তির থার্মোমিটার দিয়ে তার প্রকৃত রূপ ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাক্বিকত সম্বন্ধে উপলব্ধি করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। যেমন আরশ -কুরছি, লৌহ-কলম, ফেরেস্তা ইত্যাদি কোন কিছু তাঁর সমতূল্য ও সমকক্ষ নয়।

মহামানব শব্দের অর্থ ঃ মহান যে মানব - মহা মানব (বহুব্রিহী সমাস)

অর্থাৎ মানব গোষ্ঠির বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে অতি উচ্চাসনে সমাসীন তাকেই মহা মানব বলা হয়।

হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম শুধু মানব সম্প্রদায়ের মধ্যেই উচ্চাসনে সমাসীন তিনি আল্লাহ তালার সৃষ্টি ইহজগৎ ও পরজগতে সমস্ত জীবের মধ্যে চুড়ান্ত সম্মান ও উচ্চাসনের অধিকারী। মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে পাকের ছুরায়ে নেছায় ইরশাদ করেছেন -

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আদেশ পালনকর এবং রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের আদেশ পালন কর।

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহর পরেই রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর স্থান প্রতীয়মাণ হয়। সুতরাং সৃষ্টি জগতের মধ্যে তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ, অনুপম বা অতুলনীয়। অতিমানব শব্দের অর্থঃ মানবীয় গুণাবলীর উর্ধ্বে যে মানব তাকেই অতিমানব বলা হয়।

২) বাংলাদেশ ইসলামীক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ও প্রচারিত মোসলেম উদ্দীন কৃর্তক আধুনিক বাংলা অভিধানে লিখা আছে- যে মনুষ্য চরিত্রকে ও অতিক্রম করেছে মহামানব, মহাপুরুষ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি, রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ছাড়া অতি মানব আর কে হতে পারে? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমরা কুরআন হাদীছ, এজমা ও কেয়াস হতে পেয়ে থাকি। যেমন হাদীছ, শরীফ এ বর্ণিত হয়েছে

عَنْ ذَكْوَانَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرَى لَهٗ ظِلٌّ فِى الشَّمْسِ وَلَا فِى الْقَمَرِ رَوَاهُ حَكِيْمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ.

অর্থাৎ হযরত জাকওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে প্রখর রোদে এবং চাঁদের আলোতে ও হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কোন ছায়া মোবারক দৃষ্টি গোচর হত না।

তিরমিজি শরীফে বর্ণিত আছে, হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اُرِيْدُ الْخَطَّ لِئَلَّا يَقَعُ ظِلٌّ الْقَلَمِ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ আমি এ কারণে লিখতে চাচ্ছি না যেন কলমের ছায়া আল্লাহ পাকের নামের উপর না পড়ে। (তিরমিজি)

নছিমুর রিয়াজে বর্ণিত আছে

فَجَازَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى ذَالِكَ اَنْ يَّرْفَعَ ظِلَّهٗ الخ

অতপরঃ আল্লাহ তায়ালা এর জন্য হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে এ মর্যাদা দান করলেন। তিনি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুরের ছায়া জমিন হতে উঁঠিয়ে নিয়েছেন। যাতে কেউ তাঁর পবিত্র ছায়ার উপর পা রাখতে না পারে। (নছিমুর রেয়াজ শরহে শেফায়ে আয়াজ) চন্দ্র-সূর্যের কিরণ এবং অন্যান্য আলো যার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও স্নিগ্ধতা রয়েছে সে আলো গুলো নিজ ব্যতীত অন্যান্য আলোর জন্য অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না। অতঃপর সে গুলোর কোন ছায়া পড়ে না।

ছাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক ও হাফেজ ইবনে জোযী (রাঃ) রায়িছুল মোফাচ্ছেরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন -

قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظِلٌّ وَلَمْ يُقَعْ مَعَ الشَّمْسِ اِلَّا غَلَبَ ضَوْئَهُ وَلَامَعَ السِّرَاجِ اِلَّا غَلَبَ ضَوْئَهُ.

তিনি বলেন, "হযরত রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কোন ছায়া ছিল না। তিনি সূর্যের সামনে দাঁড়ালে তাঁর আলো সূর্যের আলোর চেয়ে বেড়ে যেত, আর বাতির আলোর চেয়ে হুজুরের নুরের আলো অধিক প্রভাব বিস্তার করত।

(ওয়াফাউল-ওয়াফা) মাওয়াহেবেলুদুনীয়া মিশর থেকে মুদ্রিত পৃঃ ৩০ যুরকানী আলাল মাওয়াহিব চতুর্থ খন্ড ২২৩ পৃঃ মিশর থেকে মুদ্রিত)

যুগবরেণ্য ইমাম কাজী আয়াজ (রঃ) বলেছেন -

وَمَا ذَكَرَ مِنْ اَنَّهُ لَظِلُّ لِشَخْصِهٖ فِىْ شَمْسٍ وَلَا فِىْ قَمَرٍ لِاَنَّهُ كَانَ نُوْرًا الخ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ এটা যা বর্ণিত হয়েছে, সূর্য ও চন্দ্রের আলোক রশ্মিতে হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের শরীর মোবারকের ছায়া পড়ত না। তার কারণ হলো হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম নূর ছিলেন। আর এজন্যই হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের শরীর মোবারক ও কাপড় মোবারকের উপর মাছি বসত না। (শেফা শরীফ ১ম খন্ড পৃঃ ৩৪২ ও ৩৪৩)

বিশ্ব বিখ্যাত তাফছীরে মাদারিক এ বর্ণিত আছে

قَالَ عُثْمَانُ اِنَّ اللّٰهَ مَا اَوْقَعَ ظِلَّكَ عَلَى الْاَرْضِ لِئَلَّا يَضَعَ اِنْسَانٌ قَدَمَهُ الخ

অর্থাৎ ছাইয়্যেদুনা হযরত ওছমান (রা) নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কাছে আবেদন করলেন, হুজুর! আল্লাহ তায়ালা আপনার ছায়াকে ভূ-পৃষ্ঠে পড়তে দেননি, যাতে এর উপর কোন মানুষের পা না পড়ে।

অথচ মানবীয় একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেহ ও ছায়ার অধিকারী হওয়া। অতএব রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর এ গুণাবলীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক। এতে প্রতীয়মান হল যে, তিনি মানবীয় গুণাবলীর অনেক উর্ধ্বে। সুতরাং তিনি যে, অতি মানব এ সন্দেহের কোন অবকাশই থাকতে পারে না।

এর যর্থাথ ব্যাখ্যা পবিত্র আল-কোরআন ছুরায়ে আহযাব এ বর্ণিত হয়েছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ হে মুসলমান জাতি! নিশ্চয় রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জীবনের মধ্যে তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহীত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লামা শেখ সাদী (রাঃ) তার স্বীয় বুস্তা নামক গ্রন্থে বলেছেন-

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید ☆ کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

অর্থাৎ নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর শরীয়তের বিপরীত অন্য কোন পন্থায় চললে কোন ব্যাক্তি মঞ্জিলে মাকছুদে (উদ্দেশ্যে স্থলে) পৌঁছতে পারে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَاءِ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

অর্থাৎ হুজুর, ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলেন না; যা বলেন তা ওহীই মাত্র।

এতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর গুনাহের কোন প্রশ্নই আসেনা, যেহেতু তিনি যা বলেন যা করেন তাই ওহী মাত্র। ওহীতে কোন (গুনাহর) সন্দেহের অবকাশ নেই। রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ৬৩ বৎসর হায়াতে মোবারকে কোন রকম গুনাহ সংঘটিত হয়নি।

আল্লামা বদরুল আলম সাহেব (রাঃ) তার লিখিত তরজুমানুচ্ছন্নাহর তৃতীয় খন্ডে ৪১৬ পৃঃ বলেছেন-

اَلرَّسُوْلُ اِنْ لَمْ تَكُنْ مَعْصُوْمًا فَكَيْفَ يَامَنُهُ اللّٰهُ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ

অর্থাৎ যদি মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিস্পাপ না হন, তবে তাঁর কথা বার্তা তথা আল্লাহর পথ ও শরীয়তের আইন কানুন উম্মতেরা কিভাবে গ্রহন যোগ্য বলে মনে করবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিশ্ব বিখ্যাত ইমাম আল্লামা ফখর উদ্দীন রাজী (রাঃ) তার লিখিত (রঃ) তাফছীর এ কবির শরীফ এ বলেছেন -যদি রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম গুনাহ করে থাকেন; তবে আমাদের উপর এর অনুসরণ করতে ঘোষণা করা হয়েছে যেহেতু নবী (সাঃ) এর কাওল, ফে'ল ও তাকরীর এর উপর আমল করা ওয়াজিব। ইমাম আবুল মনছুর মাতুরিদী (রাঃ) তার লিখিত গ্রন্থ নছিমুর রেওয়াজের তৃতীয় খন্ডের ৫৪৬ পৃঃ তে বলেছেন যে, নবীদেরকে আল্লাহ তায়ালা কুদরতের মাধ্যমে পাহারা দেন তদ্বারা তারা গুনাহের প্রতি কিঞ্চিত মাত্র ও ধাবিত হতে পারেন না।

পবিত্র কালাম পাকে ইরশাদ হয়েছে

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلَالَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়গণ! আমি পথ ভ্রষ্ট নই। বরং আল্লাহর একজন রাছুল-এখানে لكنى শব্দ দ্বার এটাই প্রমাণিত হয় যে, পথ ভ্রষ্টতা এবং নবুয়ত একত্রিত হতে পারে না। কেননা নবুয়ত হয়েছে নূর বা আলো আর গুমরাহী হয়েছ পথ ভ্রষ্টতা বা অন্ধকার। সুতরাং নূর এবং অন্ধকার কখনো একত্রিত হওয়া অসম্ভব। কারণ অন্ধকারের মধ্যে যখন আলো আসবে তখন সে অন্ধকার দূরীভুত হয়ে যাবে। তখন আর অন্ধকার থাকবে না। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হলো যে, নবীগণ কোন প্রকার গুনাহ করতে পারেন না; বরং গুনাহ হতে পবিত্র থাকা নবীদের পরম ও চরম বৈশিষ্ট্য। আর নবীগণ নবুয়তের পূর্বে ও পরে নিস্পাপ বিধায় নিস্পাপ -ই নবুয়তের পূর্ব শর্ত। নুরুল আনোয়ার গ্রন্থে বর্ণিত আছে اِذَا اِرْتَكَبَ كَبِيْرَةَ الخ سَقَطَتْ عَدَالَتُهٗ যখন কোন ব্যক্তি কবীরা বা বড় গুনাহ করে তখন তার আদালত নষ্ট হয়ে যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَالْعَدَالَةُ وَهِيَ الْاِسْتِقَامَةُ مِنَ الدِّيْنِ আর আদালত অর্থ ধর্মে অটল থাকা। অতঃপর বাতিল পথভ্রষ্ট গোমরাহ আলেমদের কথা অনুযায়ী যদি নবীগণ কবীরা গুনাহ বা বড় গুনাহ করে থাকেন, তবে তারা ধর্মের উপর অটল না থাকাটা স্বাভাবিক। আর যিনি ধর্মের উপর অটল থাকবেন না, তিনি নবুয়তের দায়িত্ব পালন করা তো দুরের কথা তার পয়গাম এবং কথাবার্তাও গ্রাহ্য হবে না। যে ব্যক্তির আদালত বা ন্যায় পরায়ণতা নষ্ট হবে, তার কথাবার্তা গ্রনহযোগ্য নয় বলে প্রমাণিত হল। যখন নবীগণের কথাবার্তা গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রমাণিত হল, তখন ধর্ম কিভাবে ঠিক রইলো? বাস্তব পক্ষে সমস্ত ইমাম মুহাদ্দিছ মুফাচ্ছির ও আলেমগণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত যে

اَلاِحْرَازُ عَنْ جَمِيْعِ ذَالِكَ مِنْ خَوَاصِّ الْاَنْبِيَاءِ

অর্থাৎ বড় হোক, ছোট হোক, সকল প্রকার গুনাহ হতে বিরত থাকা নবীগণের চরম বৈশিষ্ট্য।

নওয়াদেরুল ফতেয়া নামক গ্রন্থে বর্ণিত

ہر کہ پیغمبری رابعیب ونقص یادکندا گرچہ اندک ا لخ

অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি কোন দোষ ত্রুটি ও মানহানীকর কোন কথাবার্তা দ্বারা কোন নবীকে অভিযুক্ত করে, যদিও এটা কিঞ্চিত পরিমাণ হয়, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানি পথি (রহঃ) তাঁর স্বীয় "মালাবুদ্দাহমিহহু" গ্রন্থে লিখছেন -

ہر کہ پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم را عیب کرد با موئے بیارکش را صوبا گفت کافرشود

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি কেহ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর দুর্নাম করে অথবা তাঁর দাঁড়ী মোবারককে ঘৃনা সহাকরে কিছু বলে তবে লোকটা নিশ্চয় কাফের হয়ে যাবে। শরহে আক্বায়েদ নছফী, শরহে ফেকাহ আকবর , তাফছীরাতে আহমদীয়া তাফছীরে রুহুল বয়ান, মাদারেজুন নবুয়ত, মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, শেফাশরীফ, নছিমুর রেওয়াজ ইত্যাদি গ্রন্থ সমূহে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। তাফছীরে রুহুল বয়ানে

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانِ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় নিম্মোক্ত দলীল খানা রয়েছে-

فَاِنَّ اَهْلُ الْاُصُوْلِ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنَّ الرَّسُوْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ قَبْلَ الْوَحْيِ مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَمِنَ الصَّغَائِرِ الْمُوْجِبَةِ الخ

অর্থাৎ উছুলবীদগণ এতে সর্বসম্মতি ক্রমে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, সমস্ত নবীগণ ওহীর পূর্বে মুমিন ছিলেন। এবং কবীরাহ ও ছগীরাহ গুনাহ থেকে নিস্পাপ। যা মানুষের জন্য তাদের প্রতি ঘৃণার কারণ হয়ে দাড়ায়। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায় কবীরাহ ও ছগীরাহ গুনাহ থেকে পবিত্র ও নিস্পাপ ছিলেন। যেমন- তাফছীরাতে আহমদীয়াতে বলা হয়েছে -

اِنَّهُمْ مَّعْصُوْمُوْنَ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ الْوَحْيِ وَبَعْدَهٗ بِالْاِجْمَاعِ وَكَذَا اَنْ تَعْمَدَ الْكَبَائِرَ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তাঁরা (নবীগণ) ওহীর আগে ও পরে ঐক্যমতে কুফর হতে পবিত্র। তদ্রুপ জমহুরের মতে কবীরার ইচ্ছা হতেও পবিত্র।

কাজেই উপরোক্ত আয়াতে কোরআন ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হল, নবীগণ নিদোর্ষ ও নিষ্কলংক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম মহামানব বা অতিমানব ঃ প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্মষ্ট্রং যিনি চন্দ্রদেশের প্রথম যাত্রী তিনি চন্দ্রের মধ্যস্থলের একটি রেখা নিয়ে বহুদিন গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন যে, এ রেখাটি ১৪০০ বৎসর পূর্বের, ঐ মহা মানব যিনি চন্দ্রকে আল্লাহর আদেশক্রমে ইশারার সাথে সাথেই চন্দ্র দ্বি খন্ডিত হয়ে পড়েছিল। এবং তারই ইশারাই চন্দ্র আবার একত্রিত হয়ে এর মধ্যখানে একটি রেখা বা চিহ্ন অংকিত হয়েছিল। ঐ চিহ্নটিকে দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, উক্ত রেখা বা চিহ্নটি ১৪০০ বৎসর পূর্বের। যিনি মানব সম্প্রদায়ের পরম ও চরম সাহায্যকারী।

তাঁরই ইশারায় সৃষ্টি হয়েছে ঐ আশ্চার্য্য চিহ্নটির। তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যখন তিনি রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে মহা মানব বা অতি মানব রূপে দর্শন লাভে সক্ষম হলেন, তখনই তিনি দ্বীনে মুহাম্মদী কবুল করেন। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে মানবীয় গুণাবলীর ও অতি উর্ধ্বে স্বীকৃতি দানে বিন্দুমাত্র ইতেস্তত করলেন না। বৈজ্ঞানিকগণের বৈজ্ঞানিক শক্তি শুধু ধরনী পৃষ্ঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যিনি খোদা প্রদত্ত শক্তির মাধ্যমে অসীম শক্তির অধিকারী তাঁর শক্তি মহাজ্ঞাণীগণের জ্ঞান-গরিমার অনেক উর্ধ্বে। তিনি মানবীয় সীমা অতিক্রম করে "লা মাকান" পর্যন্ত পৌঁছে স্রষ্ট্রার নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। যাকে আমরা কোরআন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মে'রাজুন্নবী বলে থাকি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মেরাজুন্নবী নামক পুস্তকের ১২পৃঃ তে লেখক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম মহা মানব বা অতি মানব ছিলেন। যাকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অশেষ শক্তির অধিকারী করেছেন। তার দ্বারাই লা-মাকান পর্যন্ত স্বশরীরে পৌঁছা বা ভ্রমন করা সম্ভব হয়। জ্ঞানহীনদের মধ্যে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে অতি মানব নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রকৃত পক্ষে গভীর চিন্তার বিষয়। হিন্দু সম্প্রদায় অতি মানব দ্বারা ভগবান বা দেবতা মনে করে থাকে এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় অতি মানব দ্বারা খোদার পুত্র মনে করেন। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে অতি মানব দ্বারা তা বুঝানো হয় না। অর্থাৎ যিনি মানবীয় গুনাবলীর অনেক উর্ধ্বে তাঁকেই অতি মানব বলা হয়। যেমন- নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মে'রাজ মসজিদে হারাম (মক্কাশরীফ) হতে মসজিদে আকসা (অর্থাৎ বায়তুল মোক্কাদাস) পর্যন্ত মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে সীমিত এবং বায়তুল (মোক্কাদ্দাস হতে ছিদরাতুল মোন্তাহা পর্যন্ত মহা মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে প্রযোজ্য। এবং ছিদরাতুল মোন্তাহা "লা-মাকান" পর্যন্ত স্বশরীরে ভ্রমন করা মানবীয় গুণাবলী ও মহা নবীর গুনাবলীর হতে অনেক উর্ধ্বে। ইহাই অতি মানবীয় গুনাবলী যা কোন সৃষ্টি জীব লাভ করতে পারে নি। কেবল মাত্র আক্বাও মাওলা হুজুরে পুর নুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এ গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন বলে তাকে অতি মানব বলা হয়।

হযরত হাচ্ছান বিন ছাবেত (রাঃ) এর দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম মহা মানব বা অতি মানব। হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে হে,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহর হাবীব রাছলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম! আপনার চেয়ে অধিক সুন্দর মুখমন্ডল আমার চক্ষু আর কখনো দর্শন করে নাই। আপনার মত সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব বা অতি মানব সৃষ্টি জগতের মধ্যে মা আমিনা ব্যতীত কোন মহিলা প্রসব করেনি। আপনি প্রত্যেকটি দোষ-ক্রুটি হতে পুতঃ পবিত্র হয়ে এ বিশ্ব ভূ-মন্ডলে তাশরীফ এনেছেন। মনে হয় আপনার ইচ্ছানুযায়ী আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে । (মাওয়াহেব লাদুনীয়া)

সুতরাং বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত হাছান বিন ছাবেত (রাঃ) এ উক্তি দ্বারা প্রতিয়মাণ হল যে, রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম মহামানব অতি মানব তিনি নির্দোষ ও নিষ্কলংক। ছরকারে দো'আলম নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হলেন মহা মানব বা অতি মানব।

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! আমরা উপরে দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রাছুলে খোদা হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হলেন মহা মানব এবং মানবীয় সমস্ত দুর্বলতা থেকে মুক্ত।

বিশেষ -বিদ্যার প্রয়োজন এর জন্য খোদার পক্ষ থেকে নবী আসা দরকার

বিশেষ বিদ্যার প্রয়োজন ও এর জন্য খোদার পক্ষ থেকে নবী আসা দরকার-

মহান প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কলামে ইরশাদ করেছেন-

قَدْ جَآئَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নূর-এর ব্যাখ্যাঃ উপরোক্ত আয়াতে যে "নূর বলা হয়েছে এর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম বুঝানো হয়েছে। এর আরো কতিপয় প্রমাণ নিম্নে পেশ করা হলো-

দুই ঃ মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحُ اَلْمِصْبَاحُ كَالزُّجَاجَةِ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهُ كَوْكَبُ دُرِّىٌّ

অর্থাৎ প্রতিপালকের নূরের হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন একটি তাক, যার মধ্যে একটি প্রদীপ আছে। যে প্রদীপটি একটি (কাঁচের) ফানুসের মধ্যে রয়েছে । যে ফুনুসটি প্রকৃতপক্ষে একটি উজ্জলতম নক্ষত্র। (সূরা নূর ১৮ পারা)

প্রথম আয়াতে "নুরের" অর্থ হযরত "মুহাম্মদ" ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম। যেমন আলো ব্যতীত অধ্যয়ন করা যায় না তেমনি ছরকারে দো"আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ব্যতীত পবিত্র কোরআন বুঝা যেতে পারেনা। এবং তিনি প্রতিপালকের সে "নুর যা কারো নির্বাপনে নির্বাপিত হতে পারেনা। যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি। অনুরূপ তাঁর নূরের অনুমান বা পরিমাণ করা যেতে পারে না, যেমন সমুদ্রের পানি অথবা বাতাস। দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে ও আল্লাহ তায়ালার "নূর" অর্থ রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম। কেননা আল্লাহ তায়ালার উপমা থাকতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন বস্তুর সাদৃশ্য তিনি নন (আল্লাহ তায়ালা) অর্থাৎ এ নুরের উপমা দেয়া হল, তবে এর অর্থ হবে হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ।

তিন ঃ মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا
وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

অর্থাৎ হে নবী! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে (বিশ্বে) হাজের নাজের সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ক্রমে আল্লাহর দিকে আহবানকারী ও উজ্জল প্রদীপ। (সূরা আহযাব)

পবিত্র কোরআন শরীফে সূর্যকেও অন্যত্র "উজ্জ্বল প্রদীপ" বলা হয়েছে। কেননা ঐ সূর্য আলো দানকারী আর চন্দ্র, নক্ষত্র ইত্যাদিকে আলোকিত করে। কেননা সমস্ত বস্তু সূর্য দ্বারাই আলোকিত হয়। অনুরূপ ভাবে নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে ও উজ্জ্বল প্রদীপ বলা হয়েছে। (কারণ) হুজুরে আনোয়ার নিজে তো আলোকিত বা চমকিত; আল্লাহর নাম, দ্বীন এবং সমস্ত বস্তুকে আলোকিত করেন। আর ছাহাবায়ে কেরাম, আওলিয়ায়ে কেরাম অর্থাৎ সবকিছু হুজুর পুর নূর, ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম দ্বারা আলোকিত হয়েছেন।

চার ঃ মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন -

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ কাফেরগণ চায় যে, আল্লাহর "নূর" নবী (নবী (দঃ) কে স্বীয় মুখ দ্বারা নির্বাপিত করবে। এবং আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নূরকে পূর্ণত্তে পৌছাইবেন। মুশরিকরা যদিও অসন্তুষ্ট হয়। (সূরা সফ-২৮ পারা)

পাঁচ ঃ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এরশাদ করেছেন-

يُـرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ يَابَى اللّٰهُ اِلاَّ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ

অর্থাৎ তারা এটা চাচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালার নূর (হযরত মুহাম্মদ) (দঃ) কে নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করে দেবে। এবং আল্লাহ তায়ালা মানবে না; কিন্তু তিনি নূরকে পূর্ণত্বে পৌছাবেন । (সূরা তাওবা পারা-১০)

এ শেষোক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে "নূর" অর্থ নবী করিম (দঃ) হতে পারে। কাফেরগণ চেয়েছিল যে, মুক্তির দিশারী নবীকূল শিরোমনি হযরত হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে চিরতরে খতম করে দেবে। কিন্তু মহান প্রতিপালক তাঁর প্রিয় মাহবুব (দঃ) এর প্রত্যেক কাজ পূর্ণ করেছেন। হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত আল্লামা-মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তার স্বীয় গ্রন্থ মওদুআতে কবীর এর মধ্যে লিখেছেন যে, উক্ত আয়াত সমূহের মধ্যে আল্লাহর "নূর" অর্থ ছরকারে দোআলম মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র আত্মার "নূর" ।

তাফছীর কারকগণের অভিমত ঃ

উপরোক্ত আয়াতসমূহের "নূর" দ্বারা কি অর্থ করেছেন নিম্নে কতিপয় তাফছীর কারকদের অভিমত পেশ করা গেল-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এক ঃ বিখ্যাত তাফছীরে জালাইন শরীফে এক নম্বর আয়াতের ব্যখ্যায় বলেছেন -

قَدْ جَـاۤئَـكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ هُوَ نُوْرُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ (তাফছীর) "নূর" অর্থ সে নবীকূল শিরোমনি রাহমাতুল্লীল আলামীনের "নূর"।

দুই ঃ তাফছীরে সাবী শরীফে উক্ত আয়াতের ব্যখ্যায় বলেছেন-

قَـوْلُـهٗ هُـوَ الـنَّبِىُّ اَىْ وَيُسَمّٰى نُوْرَ لِاَنَّهٗ يُنَوِّرُ الْبَصَائِرَ يَهْدِيْهِ الرَّشَادُ وَلِاَنَّهٗ اَصْلُ كُلُّ نُوْرٍ

অর্থাৎ মহান প্রতিপালক উক্ত আয়াতে করিমায় হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে "নূর" এ জন্য বলেছেন যে, নবী পাক বিবেকশক্তিসমূহের আলোময় করেন এবং সাফল্যের পথ প্রদর্শন করেন। রাছুলে খোদা (দঃ) প্রত্যেক অনুভুত ও রূপক নূরের মূল।

তিন ঃ তাফছীরে খাজেনে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন

قَدْ جَائَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ يَعْنِىْ مُحَمَّدًا اِنَّمَا سَمَّاهُ اللّٰهُ نُوْرًا لِاَنَّهٗ يَهْدِىْ بِهِ الظُّلَّامُ

অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এসেছে। অর্থাৎ এ আয়াতে করিমায় "নূর" অর্থ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম। উক্ত আয়াতে "নূর" বলা হয়েছে। রাব্বুল আলামীন তাঁকে "নূর" এজন্য ইরশাদ করেছেন যে, হুজুর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছাল্লাল্লাহ আলাইহি হতে হেদায়ত অর্জন করা যায়। যেমন অন্ধকারের মধ্যে নূর থেকে পথ দেখা যায়।

চার ঃ তাফছীরে বায়জাবীতে এ আয়াতে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

وَقِيْلَ يُرِيْدُ بِالنُّوْرِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ তাফছীর কারকগণের একটা অভিমত এই যে, এখানে "নূর" হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম।

পাঁচ ঃ তাফছীরে মাদারেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে-

اَوِ النُّوْرُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْتَدِىْ بِهٖ كَمَا سَمّٰى سِرَاجًا

অর্থাৎ নূর অর্থ হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম। এ কারণে সে- হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হতে হেদায়েত পাওয় যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে (মুহাম্মদ)-কে সূর্য আখ্যায়িত করেছেন।

ছয় ঃ তাফছীর ইবনে আব্বাস (রাঃ) তানবীরুল সিকিয়াসে উপরে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে -

قَدْ جَآئَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ رَسُوْلٌ يَعْنِىْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে নূরের রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এসেছেন। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এসছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাত ঃ তাফছীরে রুহুল বয়ানে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে-

وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِالْاَوَّلِ هُوَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالثَّانِى اَلْقُرْاٰنُ

অর্থাৎ বলা হয়েছে যে, প্রথমত "নূর" অর্থাৎ ছরকারে দো'আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম। দ্বিতীয় কিতাব অর্থ আল কোরআন।

আট ঃ তাফছীরে রুহুল বয়ানে তিন নম্বর আয়াতের অংশ سِرَاجًا مُّنِيْرًا এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে-

فَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ اللّٰهُ نُوْرًا فَاَرْسَلَهٗ اِلَى الْخَلْقِ

অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির মহান স্রষ্টা তাঁর প্রিয় হাবীব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে নূর হিসাবে সৃজন করেন এবং মাখলুকের দিকে প্রেরণ করেছেন।

নয় ঃ তাফছীরে বায়জাবীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে

وَيَقْتَبِسُ مِنْ نُّوْرِهٖ اَنْوَارُ الْبَصَائِرِ

অর্থাৎ রাহমাতুল্লীল আলামীন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর "নূর হতে বিবেক শক্তির "নূর" অর্জন করা হয়।

দশ ঃ বিখ্যাত তাফছীর খাজেনে ২ নং আয়াতের مثل نوره ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে–

وَقِيْلَ قَدْ اُتِىَ هٰذَا التَّمْثِيْلُ لِنُوْرِهٖ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِكَعْبِ الْاَحْبَارِ اَخْبَرْنِىْ عَنْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَوْلِهٖ تَعَالٰى مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ قَالَ كَعْبٌ هٰذَا ضَرَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمِشْكٰوةُ صَدْرُهٗ وَالزُّجَاجَةُ قَلْبُهٗ وَالْمِصْبَاحُ فِيْهِ النُّبُوَّةُ تُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ هِىَ شَجَرَةٌ يَكَادُ نُوْرُ مُحَمَّدٍ وَاَمْرُهٗ يَتَبَيَّنُ لِلنَّاسِ وَلَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ.

অর্থাৎ উক্ত আয়াতে কারিমায় বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নূর এর সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কায়াবে আহবার (রাঃ) হতে কোরআনের এ আয়াত এর প্রসংগে জিজ্ঞাসা করলে হযরত কায়াবে আহবার বলেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা ঐ উপমা প্রিয় হাবীব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর বক্ষ মোবারক আর ফানুস হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর অন্তর শরীফ, এটার নবুওয়াতের প্রদীপ। আর সেই বক্ষ মোবারক নবুওয়াতের বৃক্ষ। অর্থাৎ শীঘ্রই নূরে মুহাম্মদী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ঝলমল করবে। মানব জাতির জন্য প্রকাশ হয়ে যাবে। যদিও সে ব্যাপারে হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কোন কথোপকথন না করে।

এগার ঃ তাফছীরে রুহুল বয়ানে لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُوْل ব্যাখ্যা এরূপ যে, একদা ছরকারে দো'আলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞসা করলেন- তোমার বয়স কত? হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরজ করলেন আমার বয়স সম্পর্কে আমি সঠিক জ্ঞাত নই। তবে আমার এতটুকু জানা আছে যে, চতুর্থ হেজাবে একটি উজ্জল তারকা সত্তর হাজার বছর পর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

একবার উদয় হত। এভাবে আমি উক্ত তারকাকে আমার জীবনে বাহাত্তর হাজার বার উদিত হতে দেখেছি। হযরত রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম বললেন হে জিব্রাইল! আল্লাহর শপথ উক্ত তারকা আমি ছিলাম এবং প্রতিপালক হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নূর আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এর ঔরসে আমানত রেখেছিল।

قَدْ جَـاۤئَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ এ আয়াত খানিতে হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের মহান প্রশংসা বিদ্যামান। এতে আহলে কিতাবদেরকে সম্মোধন করে ইরশাদ হয়েছে-হে আল্লাহর বান্দারা! তোমাদের কাছে মর্যাদা মন্ডিত নূর এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাকারী কিতাব এসে গেছে। এ আয়াতে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে নুর বলা হয়েছে। নুর তো এমন, যেটি উজ্জ্বল। আর যে জিনিসের উপর তার আলো পতিত হয়েছে তাও আলোকিত হয়ে যায়। এ দুনিয়াতে কেউবা বংশগত কারণে প্রসিদ্ধ হয়, কেউ পেশাগত কারণে আর কেউবা বাদশাহী করার কারণে। কিন্তু নূর নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এ জাতীয় কোন কারণেই উজ্জল হননি। কেননা তিনি তো নিজেই নূর তাঁকে আবার কে আলোকিত করবে। বরঞ্চ তাঁর কারণেই অন্য সবাই উজ্জলতা লাভ করেছে। এ জন্যই বাদশাহী বংশে তাঁর জন্ম হয়নি। অথবা কোন বিত্তশালীর ঘরে তিনি তাশরীফ আনেনি। এমনকি জন্মের পূর্বেই পিতৃ স্নেহের ছায়া পর্যন্ত তাঁর উপর হতে আল্লাহ তুলে নিয়েছিল। নবুয়ত প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই এক এক করে আগে পরে তাঁর সকল আপনজন বিদায় নিয়েছিল। যারা তাঁর নবুওয়ত প্রকাশ হওয়ার পরও জীবিত ছিল। তারা শুধু মাত্র রক্ত পিপাসু হয়ে বেচেঁছিল। এ সমস্ত অবস্থা এজন্য যে, যাতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করে কেউ বলতে না পারে যে, তিনি বংশ এবং আপন জনদের কারণেই এ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। বস্তুতঃ এ ধরনের অবস্থায় থেকেও গোটা জগত তাঁকে সর্বাধিক জানে ও চিনে। এতটুকু জানে যে, তাঁর পবিত্র আর্বিভাবের পূর্বেই সারা দুনিয়ায় সাড়া পড়ে গেল যে, শেষ নবীর যুগ সন্নিকটে। এমতাবস্থায় আশেকদের মধ্যে মহা আনন্দ আর অস্বীকারকারীদের মধ্যে আতংকের সৃষ্টি হলো। যে ভাবে সূর্য উদয়ের পূর্বেই আকাশে আলো ছাড়িয়ে পড়ে। তাঁর পবিত্র শৈশবকালে শুধু মানুষ নয়, পাথর এবং জীব জন্তুরাও চিনত যে, তিনি নবী আখেরুজ্জামান বা সর্বশেষ নবী।

এ আয়াতে নুরকে কিতাবের সাথে কেন একত্রিত করা হয়েছে এর কারণ এই যে, কোন কিতাবই অন্ধকারে পড়া যায় না। বরঞ্চ আলোর প্রয়োজন। একই ভাবে আল্লাহর কিতাব আল কোরআনও সে বুঝবে যার অন্তরে আল্লাহর নূর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম বিদ্যামান। যখন নূর নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আসলেন তখনই কোরআন তার হাতে আসল।

وہ جسکو ملے ایمان ملا ☆ ایمان تو آ گیا رحمٰن ملا

قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا ☆ جب دل نے وہ نور خدا پلا

অর্থাৎ যে নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে পেয়েছে, সে ঈমান তো পেয়েছেই মুলত ঃ আল্লাহকে পেয়েছে। আর কোরআন ও ঐ সময় তার বোধগম্য হবে যখন তার হৃদয় প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ এর নূর দ্বারা আলোকিত হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ نــــور এর মধ্যে তানবিন (-) সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মহান নুর। হুজুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মহান হওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুনিয়ার সূর্যের রশ্মি বাড়ে কমে ভোর বেলায় হালকা রশ্মি দুপুরে কড়া। সন্ধ্যায় আবার কম আর রাত্রি বেলায় একেবারেই গায়েব। কিন্তু নূর নবী (দঃ) এর নূরের আলোক ছটা কোন অবস্থাতেই হ্রাস পায় না। উপরন্ত সূর্য সব সময় অর্ধেক পৃথীবিকে আলোকিত করে কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের নূর সম্পূর্ণ পৃথিবীকে অর্থাৎ আরশ হতে ফরশ পর্যন্ত গোটা পৃথিবীকে আলোকিত করে। সূর্য শরীরের বাহ্যিক অংশকেই কেবল আলোকিত করে আর প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নূর মোবারক মানুষের মন -মস্তিস্কে এবং চিন্তা-চেতনা সকল কিছুতেই আলোকিত করে দেয় । যে ব্যক্তি সূর্যের আলো হতে বাঁচার জন্য মৃত্তিকা তলে একান্ত গোপন স্থানে আশ্রয় নেবে সে অব্যশই সূর্য রশ্মি হতে বেচে যাবে; কিন্তু নূরে মুহাম্মদী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম মৃত্তিকাতলে একান্ত গোপন স্থানে, পর্বতের চূড়ায় বস্তুতঃ যেখানে খোদার খোদায়ী, সেখানেই তাঁর নূর মোবারক, তিনি কাউকে ও বঞ্চিত করেন না। যে তাঁর থেকে উপকার অর্জন করবে না, সেই মুলতঃ বদবখ্‌ত।

হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আগমন পবিত্র মক্কায় হয়েছিল। এ মক্কা মকাররমা পৃথিবীর মধ্যখানে অবস্থিত। কেননা কোন একটা মাহ্‌ফিলে পার্শ্ববর্তী বাতি বিশেষ বিশেষ স্থানকেই আলোকিত করে দেয়। একইভাবে অন্যান্য নবীগণ পৃথীবির কোন কোন স্থানের বাতি ছিলেন, যারা শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীকেই হেদায়েতের আলো প্রদান করেছেন। কিন্তু নুর নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম গোটা সৃষ্টির জন্য নুর বা আলো হয়ে এসেছেন। আর তাই তিনি পৃথীবির মধ্যখানে উদিত হয়েছেন। তাই কোরআনে বলা হয়েছে ... يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ হে মানব জাতি। আমি তোমাদের প্রত্যেকের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জন্য নবী হয়ে এসেছি। হযরত ইউছুফ (আঃ) মিশরের জন্য জজ সাহেব আদালতে মৌলভী সাহেব মাদ্রাসায়,ষ্টেশন মাষ্টার ষ্টেশনে কিন্তু নবী করিম ছরকারে দো'আলম সর্বদা সকল জায়গাতেই বিরাজিত; আরশ হতে ফরশ পর্যন্ত সবখানেই তাঁর চর্চা।

মহান আল্লাহ তায়ালা নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে "নূর" আর মুবিন এর মধ্যে কি পার্থক্য? নূর তো চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয় বরঞ্চ অন্ধ ব্যক্তি ও কিছু না কিছু অনুমান করে নেয়। এ অর্থে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নূর এমনই যে অন্ধকার জাহেল পর্যন্ত তাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে ভাষায় -

يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَائَهُمْ

অর্থাৎ কাফিররা প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে এভাবে চিনে যেভাবে তারা তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে চিনে। কিন্তু কোরআন শরীফকে একমাত্র মুমিনরাই বুঝতে পারবে এবং ঐ ব্যক্তিই কোরআন হতে মাছয়ালা বের করতে পারবে যে, ইলম এবং ইজতিহাদ তথা গবেষণার যোগ্যতা রাখে, কোরআনকে সঠিকভাবে বুঝা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে কোরআনে পরিস্কার ভাষায় বলা হয়েছে।

لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ হে মাহবুব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এ সমস্ত কাফিররা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না বরং তারা তো আল্লাহর আয়াতকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে।

অতত্রব, বুঝা গেল কাফিররা পর্যন্ত প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে জামানতদার এবং সত্যবাদী বলে বিশ্বাস

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করতো। হ্যাঁ তারা না মানলে কোরআনকেই মানত না। "নূর" এবং "মুবিন" এর মধ্যে প্রভেদ বিদ্যমান। অথবা এটাও হতে পারে যে হুজুর আলাইহি ওয়াছাল্লামেই কোরআনকে উজ্জ্বল করেছেন। কেননা তিনি নূর আর কোরআন শরীফ বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর পেয়ারা মাহবুব হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর গুণাবলী বর্ণনা করেছে, কেননা কোরআন মুবিন বা বিস্তারিত ব্যাখ্যাকারী।

হাদিছে কুদছীতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ

অর্থাৎ যদি আমি আপনাকে সৃষ্টি করতাম না করতাম তা হলে আমি কিছুই সৃষ্টি করতাম না। এক কথায় হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে সৃষ্টিন না করলে আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, মানব -দানব ইত্যাদি কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না।

সুতরাং উল্লেখিত হাদীসে পাক দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর উছিলা বা মাধ্যমে আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই সৃষ্টি হয়েছে । নবী পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হাদীছ শরীফে ইরশাদ করেছেন।

اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ

আল্লাহ তায়ালা হচ্ছে দাতা। আর আমি হচ্ছি বণ্টনকারী। আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

اَنَامَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আমি হচ্ছি ইলম (জ্ঞানের) এর শহর এবং আলী হচ্ছে এর দরজা।

অর্থাৎ সে ইলম বা জ্ঞান হাসিল বা অর্জন করতে হলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কাছ থেকে হযরত আলী (রাঃ) এর মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। নতুবা ইলম হাসিল বা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন -

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ

অর্থাৎ আমি এ কিতাবে (কোরআনে) কিছু বাদ দিইনি।

* তাফছীরে খাযেন এ আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

اِنَّ الْقُرْاٰنَ مُشْتَمِلٌ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ

অর্থাৎ কোরআনুল কারীমে সমস্ত অবস্থার বিবরণ রয়েছে।

* তাফছীরে আনোয়ারুত তানযীলে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা রয়েছে

يَعْنِى اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ فَاِنَّهٗ مُشْتَمِلٌ عَلٰى مَا يَجْزِىْ فِى الْعَالَمِ مِنْ جَلِيْلٍ اَوْ دَقِيْقٍ لَمْ تَهْمَلُ فِيْهَا حَيْوَانٌ وَلَا جَمَادٌ.

অর্থাৎ কিতাব শব্দ দ্বারা লওহে মাহফুজকে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা এ লওহে মাহফুজে জগতের সমস্ত কিছুই উল্লেখিত, প্রত্যেক প্রকাশ্য সুক্ষ বিষয় বা বস্তু এমনকি কোন জীব জন্তু বা জড়পদার্থের কথা বা বাদ দেয়া হয়নি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

* তাফছীরে আরায়েছুল বায়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হয়েছে, অর্থাৎ এ কিতাবে সৃষ্টি কুলের কোন কিছুরই কথা বাদ রাখা হয়নি- কিন্তু মারফাতের আলোকে মদদ পুষ্ট ব্যক্তি বর্গ ছাড়া তা কারো দৃষ্টি গোচর হয় না।

প্রখ্যাত ইমাম শায়বানী (রাহঃ) তবকাতে কুবরায় মধ্যে লিখেছেন-

وَلَوْ فَتَحَ اللّٰهُ عَنْ قُلُوْبِكُمْ اَقْفَالٌ اَشْدَدٌ لَاَطَّلَعْتُمْ عَلٰى مَا فِى الْقُرْاٰنِ مِنَ الْعُلُوْمِ وَاسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ فِى النَّظْرِ فِىْ سَوَاهٍ فَاِنَّهٗ فِيْهِ جَمِيْعُ مَارَقَمَ فِىْ صَفْحَاتِ الْوُجُوْدِ الخ.

(ইদখালুস সেনান গ্রন্থের ৫৫ পৃঃ হতে সংগৃহীত)

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হৃদয়ের তালাবদ্ধ প্রকোষ্ঠের তালা খুলে দেন তা হলে তোমরা কোরআনের জ্ঞান ভান্ডারে সন্ধান পাবে। এবং কোরআন ভিন্ন অন্য কিছুরই মুখাপেক্ষী হতে হবে না। কেননা কোরআনের মধ্যে অস্থিত্ববান সব কিছুরই বিধৃত আছে। আল্লাহ তায়ালা ফরমান এমন কিছু নেই যা আমি কোরআনে বর্ণনা করিনি)

এ আয়াত ও এর বর্ণিত তাফছীর সমূহ থেকে বুঝা গেল যে, কিতাবের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত অবস্থার কথা বিদ্যমান আছে। কিতাব বলতে কোরআন বা লওহে মাহফুজকে বুঝানো হয়েছে। কোরআন হোক বা লওহে মাহফুজ হোক, উভয়ের জ্ঞান হুজুর আলাইহি ছালামের আছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

* মহান আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু পাক কালামে ইরশাদ করেছেন-

وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ এবং শুষ্ক ও আদ্র এমন কিছুই নেই, যা উজ্জ্বল কিতাবে লিপিবদ্ধ হয়নি।

* তাফসীরে রুহুল বয়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে-

هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ فَقَدْ ضَبَطَ اللّٰهُ جَمِيْعَ الْمَقْدُوْرَاتِ الْكَوْنِيَةِ لِفَوَائِدِ تُرْجَعُ اِلَى الْعِبَادِ يَعْرِفُوْنَ الْعُلَمَاءُ بِاللّٰهِ

অর্থাৎ উজ্জ্বল কিতাব দ্বারা লওহে মাহফুজের কথাই বলা হয়েছে। এতে আল্লাহ তায়ালা বান্দার কল্যাণার্থে সম্ভাব্য সকল বিষয় একত্রিত করেছেন। ওলামায়ে রাব্বানী এসব বিষয়ে অবগত।

* তাফছীরে কাবীরে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে

وَفَائِدَةٌ هٰذَا الْكِتَابِ اُمُوْرٌ اَحَدُهَا اَنَّهُ تَعَالٰى كَتَبَ هٰذِهِ الْاَحْوَالِ ... اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ لِتَقَفُّفِ الْمَلَائِكَةِ عَلٰى بِنَاءِ عِلْمِ اللّٰهِ فِى الْمَعْلُوْمَاتِ فَيَكُوْنُ ذَا ... تَامَّةً كَامِلَةً لِلْمَلَائِكَةِ الْمُوَكِّلِيْنَ بِاللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ لِاَنَّهُمْ يُقَابِلُوْنَ ... الْمُحْدَثُ فِىْ صَحِيْفَةٍ هٰذَا الْعَالَمُ فَيُحْدِثُوْنَهُ مُوَافِقًا لَهُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ (লওহে মাহফুজে) এ ধরনের লিখার পিছনে কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে

প্রথমত ঃ আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত বিষয়াদি লওহে মাহফুজে এ জন্য লিখেছেন যাতে ফেরেস্তাগণ সর্বাবস্থায় খোদার ইলম জারী হওয়া সম্পর্কে অবগত হন। সুতরাং এটা লওহে মাহফুজের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেস্তাগণের জন্য পুরোপুরি শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে পরিণত হয়। কেননা তার জগতে নিয়ত ঘটমান নতুন নতুন বিষয়কে ঐ লিখার সংগে মিলিয়ে দেখেন ও লওহে মাহফুজের লিখায় অনুরূপ সবকিছু সংঘঠিত হতে দেখতে পান।

* তাফছীরে খাযেনে উক্ত আয়াতের প্রসংগে লিখা হয়েছে-

وَالثَّانِىُ اَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوْظُ لِاَنَّ اللّٰهَ كَتَبَ فِيْهِ عِلْمُ مَا يَكُوْنُ وَمَا قَدْ كَانَ قِيْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَفَائِدَةُ اِحْصَاءُ الْاَشْيَاءَ كُلَّمَا فِىْ هٰذَا الْكِتَابِ كَتَفَقُّفِ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى اِنْفَاذِ عِلْمِهٖ.

অর্থাঃ এবং দ্বিতীয় অর্থে كتاب مبين বলতে লওহে মাহফুজকে বুঝানো হয়েছে। কেননা যা কিছু হবে এবং আসমান জমিন সুষ্টির পূর্বে যা কিছু হয়েছে আল্লাহ তায়ালা সব কিছু বিবরণ এতে লিখে দিয়েছেন। এসব কিছু লিখার উপকারিতা হলো ফেরেস্তাগণ তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞান জারী করার বিষয়ে অবগতি লাভ করতে সক্ষম হন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

* তাফছীরে মাদারীকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে وَهُوَ عِلْمُ اللّٰهِ اَوِاللَّوْحِ অর্থাৎ আয়াতে উল্লেখিত উজ্জল কিতাব দ্বারা খোদার জ্ঞান বা লওহে মাহফুজকে নির্দেশ করা হয়েছে।

* তাফছীরে তানবীরুল কিয়াস ফি তাফছীরে ইবনে আব্বাস এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে كُلُّ ذَالِكَ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ مُبِيْنٌ مِقْدَارُهَا وَوَقْتُهَا অর্থাৎ এসব বিষয়ে লওহে মাহফুজে উল্লেখিত আছে। অর্থাৎ সে সব কিছুর পরিমাণ ও সময় উল্লেখ আছে।

উল্লেখিত আয়াত ও এর তাফছীর সমূহ থেকে প্রতীয়মাণ হল যে, লওহে মাহফুজে কঠিন,তরল, উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট প্রত্যেক কিছুর কথা উল্লেখিত আছে। এ লওহে মাহফুজ সম্পর্কে ফেরেস্তা ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ সম্যকরূপে অবগত। সেহেতু এসব কিছুই হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জ্ঞানের অন্তভুক্ত। সেহেতু এ সমস্ত জ্ঞান তাঁর (রাছুল) জ্ঞান সমুদ্রের কয়েক ফোটা মাত্র।

* আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন– نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَىْءٍ

* অর্থাৎ হে নবী! আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি যা প্রত্যেক কিছুর সুস্পষ্ট বিবরণ সম্বলিত।

* তাফছীরে হোছাইনীতে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে-

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ۔ برتو قرآن تبیانا لکل شیء بیان روشن برائے ہما چیز از امور دین ودنیا تفصیل واجمال

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আমি আপনার কাছে দ্বীন- দুনিয়ার প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় ভরপুর কোরআন অবতীর্ণ করেছি।

* তাফছীরে রুহুল বয়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখা আছে-

يَتَعَلَّقُ بِاُمُوْرِ الدِّيْنِ وَمِنْ ذَالِكَ اَحْوَالُ الْاُمَمِ وَاَنْبِيَائِهِمْ

অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয় সমূহের সহিত সম্পৃক্ত বিবরণের জন্য (কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। এতে উম্মৎ ও তাঁদের নবীগণের অবস্থাও অন্তভুর্ক্ত।

* তাফছীরে ইতকানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসংগক্রমে উল্লেখ আছে-

قَالَ الْمُجَاهِدُ يَوْمًا مِنْ شَيْءٍ فِى الْعَالَمِ اِلَّا هُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقِيْلَ لَهٗ فَاَيْنَ ذِكَرَ الْخَانَاتِ فَقَالَ فِىْ قَوْلِهٖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ ... مَتَاعٌ لَّكُمْ.

অর্থাৎ একদিন হযরত মুজাহিদ (রাহঃ) বলেছিলেন জগতে এমন কোন জিনিস নেই, যার উল্লেখ কোরানে নেই। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ সরাইখানা সমুহের উল্লেখ কোথায় আছে তখন তিনি উত্তরে বলেন

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَنْ قَدْ خَلَوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ আয়াতেই ওদের উল্লেখ আছে। আয়াতটির অর্থ হলো যে সব ঘরে কেউ থাকে না অথচ সেখানে তোমাদের আসবাবপত্র সাজ সরঞ্জাম রাখা হয় সেই সমস্ত ঘরে প্রবেশ করলে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না। এ আয়াত ও এর ব্যাখ্যা থেকে এ কথাই বুঝা গেল যে, কোরআনের মধ্যে উকৃষ্ট নিকৃষ্ট প্রত্যেক কিছুর উল্লেখ আছে এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাহবুব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং সমস্ত কিছুই হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর জ্ঞানের আওতাধীন।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে - وَتَفْصِيْلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ (القران)

অর্থাৎ এবং লওহে মাহফুজে যা কিছু লিখা আছে, কোরআনে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। (আল কোরআন)

* তাফছীরে জালালাইন শরীফে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে-

تَفْصِيْلُ الْكِتَابِ مُبِيْنٌ مَا كَتَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْاَحْكَامِ وَغَيْرُهَا

অর্থাৎ ইহা বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ। এতে আল্লাহ তায়ালার লিখিত বিধানমালা ও অপরাপর বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

* মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى الخ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ রাব্বুল আলামীন ঐ সত্ত্বা যিনি আপন রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে হেদায়ত এবং হক দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন।

* মহান আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেন-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক। তাদের মধ্যে হতে তাদের নিকট এক রাসুল প্রেরণ কর যিনি তোমার আয়াত সমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করবে। তাদের কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে, তুমি পরাক্রমশালী মহা প্রজ্ঞাময়।

* অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের উপর অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে হতে তাদের নিকট রাছুল প্রেরণ করে। যিনি তাঁদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ আবৃত্তি করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ও ইতি পূর্বে বিভ্রান্তিতেই ছিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

* আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন-

وَاَنْـزَلَ الـلّٰـهُ عَـلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (القران)

অর্থাৎ আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব এবং হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং যা জানতেন না তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং আপনার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

* মহান রাব্বুল আলামীন আরো ইরশাদ করেছেন

لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে হতেই তোমাদের নিকট ঐ রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এসেছেন তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে, তা তাঁর জন্যে কষ্ট দায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী মুমিনদের প্রতি তিনি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

* হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের প্রিয় নবী হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের একজন খাস সুসংবাদদাতা। পূর্বে ও তিনি সুসংবাদ দিয়ে ইরশাদ করেছিলেন।

مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِ اسْمِهٖ اَحْمَدُ

অর্থাৎ এমন এক রাছুলের সুসংবাদ দাতা যিনি আমার (হযরত ঈসা আঃ) পরে আসবেন তার নাম হবে আহমদ।

* ওলামায়েকেরাম তথা ইমামগণ বলেছেন

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ রাছুল সেই মহান ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির প্রতি তাঁর নির্দেশনাবলী পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন-

* আল্লামা কাজী আবুল খায়ের নাসিরুদ্দীন বায়জাবী বলেছেন।

اَلرَّسُوْلُ مَنْ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِشَرِيْعَةٍ مُجَدَّدَةٍ يَدْعُوْنَ النَّاسَ اِلَيْهَا

অর্থাৎ রাছুল ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হলেন তিনি যাঁকে আল্লাহ পাক শরীয়ত সহকারে পেরণ করেছেন যেন তিনি মানুষকে এর প্রতি আহ্বান করেন। আল্লামা শেখ সাদী বলেন

چندرا سعدے کہ راہ صفا ☆ تواں یافت جز درو ے مصطفٰے

অর্থাৎ হে সাদী! এ ধারনা ও পোষণ কর না যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের আনুগত্য ছাড়া তুমি হেদায়তের রাস্তা পেতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ ঈমান গ্রহন ও আমল করার পর ও হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর উছিলা প্রতিটি স্থানে প্রয়োজন রয়েছে।

* শেখ আব্দুল হক মোহদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) এর স্বীয় কিতাব "মাদারেজ্জুন" নুবয়ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন হাদীছে কুদছীতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ فَسَمَّيْتُهٗ مُحَمَّدًا

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন "আমি ছিলাম গোপনীয় ভান্ডারে অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম পরিচিত হব। তারপর সৃষ্টি জগতের মধ্যে একটি মাখলুক সৃষ্টি করলাম। এরপর তাঁর নাম, রাখলাম মুহাম্মদ (দঃ)।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লামা ডক্টর ইকবাল বলেন

عبد دہر است و دہر از عبدہ ☆ ما ہمہ رنگیم واد بے رنگ و بو

عبدہ چند و چگوں کائنات ☆ عبدہ از دردن کائنات

کس زسر عبدہ آگاہ نیست ☆ عبدہ جز سر الا اللہ نیست

عبدہ صورت گر تقدیر ہا است ☆ اندرایں تخریب با تعمیر ہا است

مدعی پیدا نہ گردد زیں دوست ☆ تا نہ بینی از مقام مارمیت

অর্থাৎ (১) জমানা হয়েছে "আব্দুহু" আর "আব্দুহু" হতেই জামানার অস্তিত্ব। আমাদের সমস্তসৃষ্টি বিভিন্ন রং এবং বর্ণের কিন্তু "আব্দুহু" অর্থাৎ মাহবুব ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম সব কিছুর উর্ধ্বে

(২) সৃষ্টির সব কিছুই "আব্দুহু" । আর "আব্দুহু" গোটা জাহানের গুপ্ত-ভেদ।

(৩) কেহই "আব্দুহু"। গোপন ভেদ সম্পর্কে অবগত নয়। (কারণ) আব্দুহু তো আল্লাহর ই ভেদ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

(৪) "আব্দুহু" সমস্ততাকদীরের ছবি অংকনকারী।

(৫) এর সারমর্ম অনুধাবন করতে পারবে না। যতক্ষণ না তুমি মাকামে। মা রামইতা অবলোকন না কর।

সুতরাং আয়াতে কোরআন, হাদীছে রাছুল ও ঈমানদারগণের সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হল যে, এ সব জ্ঞান খোদার তরফ থেকে এসেছে এবং তা নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনার জন্য নবী ও রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামগণ প্রেরিত হয়েছিলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের কাজ খোদার পয়গাম বান্দার কাছে পৌছেঁ দেয়া এবং হোদায়েতের পথে আনা

পৃথিবীর ইহিহাস চড়াই উৎরাইয়ের অসংখ্য পথ অতিক্রম করে আজ আমাদের কাছে বর্তমান। এ বিশ্বের সৃষ্টি কখন হয়েছিল, মানুষের আবির্ভাবই বা এ পৃথিবীতে কিভাবে ঘটল তার সঠিক জবাব আজো মানুষের কাছে প্রশ্ন হিসাবে রয়েছে। অনেকে এ বিশ্ব সৃষ্টিকে দুর্ঘটনা এবং মানুষকে বিবর্তনের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে আসা জানোয়ারের প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত করতে অপচেষ্টা করেছে। কিন্তু এটা কোন ক্রমেই তারা বলতে পারেনি যে, তাদের এ সিদ্বান্ত চুড়ান্ত।

অপর দিকে ইসলাম বিশ্ব সৃষ্টিকে দুর্ঘটনা হিসেবে মনে করেননি বরং এ সৃষ্টিকে একজন সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা সুন্দর বিশ্বলোকের জন্য একটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা ও করেছেন। যা বিশ্বের সকলে মেনে নিয়ে সুশৃংখলভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বিশ্বের প্রথম মানুষ হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) কোন জানোয়ার প্রজাতি হিসেবে তো নয়ই স্বেচ্ছাচারী ও ছিলেন না। তাঁরা দ্বীনে ফিতরাত ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল ছিলেন। আর এভাবে সৃষ্টি কর্তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাঁদের নির্দেশিত পথে, মতে চলার নামই হচ্ছে ইসলাম। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ , নক্ষত্র, গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও ক্ষুদ্রতম কনিকা সব কিছুই মহা শক্তিমান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে চলছে। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে রূপদানের দায়িত্ব বিশ্ব স্রষ্টা অর্পন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছেন মানুষের উপর। এক ঃ তিনি কোরআনে পাকে ইরশাদ করেছেনঃ

إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করবো।

মানুষ চিন্তা-ও জ্ঞানের মাধ্যমে স্বাধীন নির্বাচনে যখনই সঠিক পথ হারিয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, তখনই বিশৃংখলায় মানব সমাজ কলুষিত হয়েছে। আর বিশৃংখল সমাজকে স্বভাব প্রকৃতির গতি পথে চালাবার জন্যে যুগে যুগে নবী রাছুলগণ বিশ্বের মানব গোষ্ঠিকে স্বভাব প্রকৃতির দাবী অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহব্বান করেছেন। নিয়মিতভাবে এ আহব্বানের শুরু হযরত নূহ (আঃ) করেছেন এবং প্রত্যেক নবী যথাযথভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন আর এ পূর্ণত্বা প্রাপ্ত হয়েছে আজ থেকে চৌদ্দ শত বছর আগে হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মাধ্যমে।

হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম যুগের ব্যবধানে সকল নবীগণ যে আহ্বান করেছিলেন তিনিও সেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহ ওয়াছাল্লাম এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার জন্য ঐ কলেমার প্রতি আহবান জানালেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

দুইঃ পবিত্র কোরানের ছুরায়ে আল-আরাফে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আপনি বলে দিন যে, হে মানবজাতি! আমি আসমান ও জমিনের মালিক, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সকলের রেছালতের দায়িত্ব নিয়ে রাছুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।

ইসলামের এ আহ্বান বিশেষ কোন গোষ্ঠীকে করা হয়নি বরং এ আহ্বান সকল মানুষকেই করা হয়েছে। যারা আল্লাহর সৃষ্টি রাজ্যে তাঁর নেয়ামতের অংশীদার তথাপি মানুষ জ্ঞান ও চিন্তার স্বাধীনতার কারণে স্বেচ্ছাচারিতার গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরছে। তা হলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রমাণিত হয় যে, সকল সৃষ্টিই সৃষ্টিকর্তার নেয়ামত চন্দ্র,সূর্য্য, বাতাস, পানি থেকে উপকৃত হচ্ছে। এ আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, রাছূল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও বিশ্বের মানব জাতির পথ প্রদর্শক। অর্থাৎ তিনিই সকলের হিদায়তকারী রাছুল। অতত্রব দ্বীন ইসলাম বিশ্ব জনীন তা শুধু নিছক শ্লোগান নহে।

তিন ঃ কোরআনে পাকের ২৬ পারা ছুরায়ে হুজরাতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থাৎ হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। এরপর জাতিও ভ্রাতৃ গোষ্ঠী বানিয়ে দিয়েছি। যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। বস্তুত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী আল্লাহ ভীরু। নিঃসন্দেহ আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত করেছেন। এ আয়াতে মানব জাতিকে বিশ্বজনীনতাও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবর্তে বংশ বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার ভিত্তিতে গড়ে তোলার জাহিলিয়াতের হাত থেকে বাঁচার দিকে ইংগিত করেছেন।

ছুরা হুজরাতে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্যে যে কথা বলেছেন তার সংক্ষিপ্ত সার হলো নিম্নরূপ-

সকল মানুষের উৎস বা মূল এক ও অভিন্ন। কাউকে সৃষ্টির ব্যবস্থপনার মাধ্যমে উন্নত গোটা মানব জাতির অস্থিত্ব লাভ করেছেন। কাউকে সৃষ্টির ব্যবস্থপনার মাধ্যমে উন্নত আবার নিচু হিসেবে তৈরী করা হয়নি। অতত্রব তোমাদের আদি পিতা ও মাতার সন্তান হিসেবে ভ্রাতৃত্বের এ বন্ধনে , পৃথিবীর সকল ধর্ম মতবাদকে একত্রিত করার উদাত্ত্ব আহব্বান পেশ করেছেন।

সকল মানুষ মূলের দিক হতেও ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন জাতিতে তাদের বিভক্ত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও সকল মানুষের এক বংশের বা একই ভৌগলিক সীমারেখার মাঝে বসবাস সম্ভব। কিন্তু এ স্বাভাবিক পার্থক্য তাদের মধ্যে উচুঁ-নিচু, ভদ্র-অভদ্র, হীন ও মহান প্রভৃতি ভোদভেদ সৃষ্টি করার স্বভাব সম্মত পথ ও পন্থা হতে পারেনা। মূলতঃ এ পার্থক্যের কারণ তো শুধু একমাত্র আল্লাহ ও তদীয় রাছূল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে না মানা। তদস্থলে মানুষ একে হিংসা বিদ্বেষের ভিত্তিরূপে গ্রহন করে মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন ও শোষণের নির্মর্ম আচরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটা কোন ক্রমে স্বাভাবিক হতে পারে না। এটা শয়তানী ও বর্বরতারই নামান্তর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মানুষের মধ্যে যদি প্রাধান্য মর্যাদাও শ্রেষ্ঠত্বের কোন ভিত্তি থাকে তা হলে তা একমাত্র তাকওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব। তাই দেখা যায় আল্লাহর রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম মক্কা বিজয় করে কাবা শরীফ তাওয়াফ করে যে, ভাষণ দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ-

প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি তোমাদেরকে জাহেলীয়াতের দোষ, অহংকার হতে মুক্ত করেছেন।

হে জনগণ! বিশ্বের সকল মানুষ মাত্র দুটি ভাগে বিভক্ত । এক ভাগের লোক আল্লাহ ভীরু ও সৎকর্মশীল, আর এক ভাগের লোক পাপ প্রবণ, দুষ্কৃতিকারী ও হত ভাগ্য। সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আল্লাহ আদমকে মাটির উপাদান থেকে দৃষ্টি করেছেন। (তিরমীজিশরীফ) বিদায় হজ্বের প্রাক্কালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম যে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন তার একাংশে তিনি উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন-

হে জনগণ! তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ, তোমাদের আল্লাহ এক, কোন আরব অনারবের উপর, কিংবা কোন শেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রধান্য নেই। শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে শুধু আল্লাহর ভীতির মাধ্যমে। আর আল্লাহর নিকট সেই সর্বাধিক সম্মানিত যে বেশী খোদা ভীরু। তোমরা বল, আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেইনি। লোকেরা বলল হ্যাঁ হে আল্লাহর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আপনি পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বললেন তা হলে যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে তাঁরা যেন অনুপস্থিত সকলকে এ কথা জানিয়ে দেয়। (বায়হাকী শরীফ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইসলামের এ শিক্ষা ও উপদেশ বাণী ভাষা ও শব্দ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, বরং ইসলামের এ সবের ভিত্তিতে এক বিশাল জনগোষ্ঠিকে নিয়ে বিশ্বভিত্তিক ভ্রাতৃত্বের সমাজ গড়ে বাস্তবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। ভ্রাতৃত্বের এ মূল্যবোধ দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মে জীবনাদেশ কিংবা সমাজ ব্যবস্থায় আদৌ খুজেঁ পাওয়া সম্ভব নয়। আজ পর্যন্ত এরূপ কিছু পেশ করাও কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

একমাত্র ইসলামই এমন একটি ব্যবস্থা যা বিশাল বিস্তীর্ণ ভূখন্ডে বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকা বংশ একমাত্র রাহমাতুল্লীল আলামীন গোত্র ও জাতিসমূহকে পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে মিলিয়ে একটি সফল উম্মৎ এ পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। একথা শুধু ইসলাম ও মুসলমানদের দাবী নয় বরং কোন কোন ইসলাম বিরোধীরা ও এ সত্যকে নির্দ্ধিধায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

চার ঃ আল্লাহ যথার্থই ইরশাদ করেছেন

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ আল্লাহ ও রাছূল যখনই তোমাদেরকে আহববান করবেন তখনই তোমরা সাড়া দিবে। এ আয়াতে কারীমায় প্রমাণিত হল যে, রাছূল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর আনুগত্য করা এবং তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া সকল মুসলমানদের জন্য সর্বাবস্থায় একান্ত কর্তব্য। তিনি যখন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সৎকাজের আদেশ দিবেন অর্থাৎ আল্লাহর পথে হোদায়েত করার মানসে আহবান করবেন, তখনই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া অপরিহার্য। রাসূল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের কাজ খোদার পয়গাম বান্দার কাছে পৌঁছে দেয়া এবং তাদের হোদায়েতের পথে আনা।

পাঁচঃ মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰن يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ

অর্থাৎ এ কোরআন সরল পথের নির্দেশ দান করে, তারা তথা পবিত্র কোরআন শরীফ সরল এবং সোজা পথের প্রতি হেদায়েত করে।

অন্যত্র বলা হয়েছে–

اِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ আপনি অবশ্যই সরল পথের প্রতি হেদায়েত করেন। সারমর্ম এই যে, হোদায়েতের কাজে স্বয়ং সম্পূর্ণ একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা বলে কোরআন ও হেদায়েতকারী এবং কোরআনের অধিকারী রাছুলে পাকও। এখন বলা যায় যে, কোরআন যদি হেদায়ত করতে পারে রাছূল কি হেদায়েত করতে পারেন না? হ্যাঁ অবশ্যই আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা বলে পারেন। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে কারীমা সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) ও মানব জাতিকে হোদায়েত করেছেন। সে হেদায়েত করার ক্ষমতা মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবকে দান করেছেন। প্রিয় পাঠকগণ ! আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নবীগণ নিস্পাপ কারণ নবুয়তের পূর্ব শর্তই হচ্ছে নিস্পাপ হওয়া। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

অর্থাৎ হুজুর নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলেন না, যা বলেন তা ওহী মাত্র। এ আয়াত শরীফ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইহজগতে ৬৩ বৎসর থাককালীন সময়ে যা বলেছেন তা সবই ওহী। সুতরাং নবী করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ওয়াছাল্লাম ৬৩ বৎসর এর মধ্যে কোন একটি প্রমাণ ও কেউ পেশ করতে পারবে না যে তিনি ওহীতে রদবদল করেছেন।

আসলে কথা হলো যে, অনেক বাতিল আকিদার মুর্খ্য আলেমরা আল্লাহর কোরআন এবং রাছূলের হাদীছের নিজের খেয়াল খুশীর উপর অনুমানের উপর অনুমান করেছেন। হাদীছের যে হুকুম তার খেয়াল খুশীর মধ্যে তিনি নিজের মনগড়া অপব্যাখ্যা করে সকল মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিছ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ এবং সমস্ত উম্মতের ঐক্যমতের বিরোধীতার জন্যে দ্বিধাবোধ করেননি। যে ব্যাক্তি পবিত্র কোরআনের তাফছীর তার নিজ ধারণার আলোকে করবে সে নিশ্চয়ই কাফের হয়ে যাবে।

প্রিয় নবী (সাঃ) এরশাদ করেন–

مَنْ فَسَّرَ الْقُرْاٰنَ بِرَأْيِهٖ فَقَدْ كَفَرَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদার ধন-ভান্ডার এর মালিক বা অধিকারী

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে পরিপক্ক ও কল্যাণময় জ্ঞান যাবতীয় সামগ্রীর মালিক বা অধিকারী হয়ে পৃথিবীর আদম সন্তান-সন্ততিদেরকে তথা ইহকাল ও পরকালের প্রতিটি বস্তুকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং মদীনা মনোওয়ারা পবিত্র রওজা শরীফ থেকে তিনি দান করেছেন এবং দান করতে থাকবেন। যা পবিত্র কোরআন, হাদীছ ও বিশিষ্ট ওলামায়ে উম্মতের অভিমতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেই কেহ কেহ বলে ফেললেন যে তিনি (রাসূল দঃ) খোদার ধন ভান্ডারের মালিক নন। তাই দেখা যাক রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদার ধন ভান্ডারের মালিক কিনা। তাই আমি প্রথমে কোরআনের দৃষ্টিতে আলোচনা করছি। পরে অপর দুটি দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করব ইনশা্ আল্লাহ।

কোরআনের দৃষ্টিতে রাছুল (দঃ) খোদার ধন ভান্ডারের মালিক

এক ঃ মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ যে ভাবে আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট এমন এক রাছূল (ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম) প্রেরণ করেছি যে, তিনি আমার আয়াত সমূহ তোমাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেন, এবং তোমাদিগকে পবিত্র করেন; আসমানী কিতাবের জ্ঞান ও হিকমত এবং যা তোমরা জানতে না তাও শিক্ষা প্রদান করেন।

এ আয়াতে কারীমায় এরশাদ হয়েছে-

وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ তোমাদিগকে এরূপ বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যার সম্পর্কে তোমাদের আদৌ জ্ঞান ছিলনা। সুতরাং এতে প্রতীয়মান হল যে, একজন মুয়াল্লিম বা শিক্ষক ছাত্রদেরকে কোন বিষয়ে জ্ঞান দান করতে হলে তাঁকে সে বিষয়ের জ্ঞানের অধিকারী বা মালিক হতে হবে। নতুবা তার দ্বারা সে বিষয়ের জ্ঞান দান করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, নবী করিম রাউফুররাহীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম স্বয়ং রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে সত্যপন্থি ও কল্যাণময় জ্ঞানের মালিক বা অধিকারী হয়ে পৃথিবীর আদম সন্তান সন্ততিদেরকে তথা ইহকাল ও পরকাল এর প্রতিটি বস্তুকে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং মদীনা মনোওয়ারা পবিত্র রওজা শরীফ থেকে হায়াতুন্নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত শিক্ষা দিতে থাকবেন।

সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল যে, মহা নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে মহান আল্লাহ তায়ালা মালিক করেছেন। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুই ঃ মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন

مَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থাৎ যা কিছু তোমাদেরকে রাছূল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম যা তোমাদেরকে দান করেন তা তোমরা গ্রহণ কর। যে কোন জিনিস দান করতে হলে সে জিনিসের মালিক বা অধিকারী আগে হতে হবে। নতুবা দান করা সম্ভব হবে না। যদি মালিক না হয়ে পরে তা দান করে সে দান বৈধ হবেনা। তাহলে বুঝা গেল মহান আল্লাহ তায়ালা রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে সবকিছু দান করে মালিক করেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর। তা রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম মানব জাতির জন্য যা কিছুর প্রয়োজন তিনি তা দান করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত দান করতে থাকবেন।

তিন ঃ মহান রাব্বুল আলামীন, কালামে পাকে ইরশাদ করেন-

وَمَا نَقَمُوْا اِلَّا اَنْعَمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ উহা ব্যতীত আর কোন কারণে প্রতিহিংসা করেনি যে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম অনুগ্রহ করে ধনী বানিয়েছেন।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, রাছুলে আকরাম ছাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়াছাল্লাম ও মানুষকে ধনী বানিয়ে থাকেন। আর অন্যদেরকে ধনী ঐ ব্যক্তি বানাতে পারে, যিনি স্বয়ং সে বস্তুর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মালিক। এখানে مِـنْ فَضْـلِـهٖ শব্দের সাথে সংযুক্ত ه জমীরটি (সর্বনাম) রাছূলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর প্রতি ধাবিত হয়েছে। কেননা উহা রাছুল শব্দের নিকটবর্তী (আল্লাহ ভাল জানেন)

চার ঃ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ করেন

وَلَـوْ اَنَّهُـمْ رَضُـوْا مَـا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاجِعُوْنَ.

অর্থাৎ কতই না ভাল হত, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাছুলের প্রদত্ত দানে সন্তুষ্ট থাকত এবং বলত যে, আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ ও তাঁর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আমাদেরকে তাদের করুণা হতে অনতি বিলম্বে দান করবেন এবং আমরা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হবো।

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, রাছূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম দিয়েছেন আরো দিবেন। আর তিনিই দেন যার নিকট দেয়ার বস্তু থাকে। আল্লাহ তায়ালা যা দেন, রাছূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও তা দিয়ে থাকেন।

পাঁচ ঃ মহান প্রতিপালক আরো ইরশাদ করেছেন– اِنَّـــــا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ

অর্থাৎ হে বন্ধু (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি আপনাকে কাউছার দান করেছি।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, রাব্বুল আলামীন রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে কাউছার দান করেছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাউছার এর অর্থ হলো হাউজে কাউছার বা অসংখ্য কল্যাণ অনেক উম্মৎ মাকামে মাহমুদ (শাফায়াতে কুবরা) অসংখ্য মুজিযা, ইহকালীন বিজয়, দেশ বিজয়, সমগ্র মাখলুকের বুজর্গী সমগ্র সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সমগ্র মাখলুক। তাই বুঝা গেল যে, মহান প্রতিপালক তাঁকে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে অনেক কিছু দিয়েছেন। আর তাঁর প্রিয় বন্ধু তা গ্রহণ করেছেন। প্রদানকারী হতে গ্রহীতার গ্রহণ করার দ্বারা বুঝাগেল যে, রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে সব কিছু দান করা হয়েছে। আর তিনি গ্রহণ ও করেছেন।

সুতরাং কোরআনের দৃষ্টিতে প্রমানিত হলো যে, ছরকারে দুআলম হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদা প্রদত্ত সবকিছুর মালিক বিধায় তাঁকে খোদার ধন ভান্ডারের মালিক বললে অত্যুক্তি হবে না। যেহেতু কোরআন দ্বারা তা প্রমাণিত।

হাদীছের দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদার ধন ভান্ডারের মালিক

এক ঃ ছহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছ হতে মিশকাত শরীফের প্রণেতা আল্লামা শায়খ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল খতিবের স্বীয় গ্রন্থ মিশকাত শরীফের كتاب العلم অধ্যায়ে বর্ণিত আছে

عَنِ مُعَاوِيَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ

خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ

(متفق عليه)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ তায়ালা যার মঙ্গল কামনা করবে তিনি তাকে দ্বীনের (ধর্মের) মেধা শক্তি বা সঠিক জ্ঞান দান করেন। অর্থাৎ তাকে ইসলামের ফকীহ বানিয়েছেন আমি নিশ্চয় (জ্ঞান) বন্টনকারী আর আল্লাহ তা দান করেন। (বোখারী ও মুসলিম)

يفقه শব্দের ব্যাখ্যায় يفقه শব্দের মহার্থ অনেক ব্যাপক, বিশেষ কোন শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। যেমন কতেক হাদীছ ব্যাখ্যাকারী এর দ্বারা শুধুমাত্র ইসলামী পরিভাষায় ইলমে ফিকাহ বা আইনশাস্ত্রের গভীর ভূৎপত্তি অর্জনের কথাই ব্যক্ত করেননি বরং এর দ্বারা শরীয়ত তরীকত ও হাকিকতের ক্ষেত্রে ও গভীর তত্বজ্ঞান ও উপলব্ধি দান করার কথা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং হাদীছের মর্ম হবে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ বা করুণা কাউকে মহামান্বিত করতে চাইলে তাকে দ্বীনের সর্বদিকে গভীর উপলব্দির ও তত্ত্বজ্ঞান দান করেন।

উপরোক্ত হাদীছে- ইরশাদ হয়েছে

اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ

"আমি বন্টকারী আর আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন দাতা।" এখানে শব্দটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সে শব্দটি দ্বারা এ কথায় ইঙ্গিতে বহন করে যে, মহান প্রতিপালকের দান শেষ হয়নি বরং তিনি দান করেছেন এবং দান শেষ হয়নি সেক্ষেত্রে বন্টনকারীর বন্টন কিভাবে শেষ হবে। বস্তুত ঃ বুঝা গেল ছরকারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হায়াতুন্নবী। কারণ বন্টন করতে হলে জীবিত থাকতে হবে। মৃত ব্যাক্তির উপর বন্টনের দায়িত্ব প্রদানের যুক্তিকতা থাকতে পারে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

না। ইহকালীন ও পরকালীন সমস্তনেয়ামত ইলম, ঈমান ইসলাম ধন সম্পত্তি ছেলেমেয়ে ইত্যাদি দান করেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন কিন্তু আর যা কিছু আছে একমাত্র হুজুর-ছাল্লাল্লাহ ওয়াছাল্লাম। খোদার সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে একমাত্র হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মাধ্যমে লাভ করা যায়। কেননা উল্লেখিত হাদীছটিতে আল্লাহর দানের মাধ্যমে যে রূপ শর্তারোপ করা হয়নি তদ্রুপ নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর বন্টনের বেলায় ও কোন রূপ শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং এ মত পোষণ করা বিশুদ্ধ হবে না যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম (দ:) শুধুমাত্র ইলম বা জ্ঞান বন্টন করেন আর আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র ইলম ও জ্ঞান দান করেন।

দুই ঃ অন্য এক হাদীছ শরীফে রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِىٌّ بَابُهَا

অর্থাৎ আমি হলাম ইলমের শহর আর হযরত আলী হলেন সে শহরের দরওয়াজা। অর্থাৎ ইলম অর্জন করতে হলে মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর কাছ থেকে হযরত আলী (রা) এর মাধ্যমে হাছিল বা অর্জন করতে হয়। নতুবা এটা অর্জন করা সম্ভব হয়না।

তিন ঃ বোখারী শরীফে হযরত আবু হোরাইয়া (রা) বর্ণিত নবী করিম ছাল্লল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন

اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَا اُعْطِىْ اَحَدًا وَلَا اَمْنَعُ اَحَدًا اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَمْنَحُ حَيْثُ اُمِرْتُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ আল্লাহর শপথ আমি না কাউকে দান করি, কাউকে না বঞ্চিত করি, নিশ্চয় আমি বন্টনকারী, যা যেখানে রাখার নির্দেশ দেয়া হয় তা আমি সেখানেই রেখে থাকি।

চার ঃ অন্যত্র বর্ণিত আছে

كَثُرُ حَيُصَـــةٌ فِى الْـمُنَاحِيَّةِ لِاُمِّ عَطِيَّةَ فِىْ اٰلِ فُلَانٍ خَـاصَّةٌ (رواه مسلم) بِالتَّضْحِيَّةِ بِالْعِقَاقِ لِاَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ نَيَّـادٍ وَغَيْـرُهٗ وَذَكْـوَانَ ابْـنِ سَبُـحٍ خَصَـائِصُهٗ وَعَبَرَهٗ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَوْ طَعَهٗ اَرْضَ الْجَنَّةِ الخ

অর্থাৎ কোন ব্যাক্তির মৃত্যুতে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা শরীয়তে নিষিদ্ধ কিন্তু মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম বিশেষভাবে জনৈক ব্যক্তির পরিবারের উম্মে আতীয়াকে ক্রন্দন করার অনুমতি দান করেন। (মুসলিম শরীফ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত আবু বোরদাহ (রাঃ) কে ছয় মাস বয়স্ক ছাগল দ্বারা কোরবানী করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইবনে সারা (রাঃ) বলেন নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামকে বেহেশতের ও জমিনের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম যাকে ইচ্ছা করেন তা তাকে দিতে পারেন। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ছরকারে কাউনাইন হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম মহান প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে আখেরাতের সবকিছুর مجازى বা রূপক অর্থে মালিক বা ইখতিয়ার প্রাপ্ত। পাঁচ ঃ বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ "মিশকাত শরীফের" ফাযায়েলে ছাইয়্যেদুল মুরছালীন" অধ্যায়ে বর্ণিত আছে নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইরশাদ করেছেন আমার নিকট জমিনের চাবি কাঠি আনয়ন করা হয়েছে এবং উহা আমার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম জমিন এবং জমিনের মধ্যকার যাবতীয় বস্তুর মালিক কেননা চাবিটি একমাত্র মালিককেই দেওয়া হয়।

ছয় ঃ মিশকাত শরীফের উপরোক্ত অধ্যায়ে উল্লেখ আছে রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন

اَعْطَيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ

অর্থাৎ আমাকে দুটি খনি দান করা হয়েছে একটি লাল অপরটি সাদা অর্থাৎ স্বর্ণ এবং রৌপ্যেরখনি।

উল্লেখিত হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, নবী আকরম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে সমস্তস্বর্ণ ও রূপা দান করা হয়েছে এবং অধিকারীত্ব ও তাঁকে হস্তান্তর করা হয়েছে। যদ্বারা তাঁর মালিকানা সাব্যস্তহলো।

সাত ঃ মিশকাত শরীফ এ আখলাকুন্নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করেন

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رضـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ

لَوْ شِئْتَ لَمَشَتْ كِسَارَ مَعِىَ جِبَالُ الذَّهَبِ

অর্থাৎ হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলেছেন আমাকে লক্ষ্য করে আল্লাহর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন হে আয়েশা! আমি যদি চাই স্বর্ণের পাহাড় চলতে থাকবে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার সাথে উপরোক্ত হাদীছ শরীফ দ্বারা বুঝা গেল যে নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নির্দেশ স্বর্ণের পাহাড় ও চলে এবং তিনি এর ক্ষমতা প্রাপ্ত। কিন্তু এ ক্ষমতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করেননি।

আট ঃ মিশকাত শরীফ ছালাতুল খছুফ অধ্যায়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে এক দীর্ঘ হাদীছ বর্ণিত রয়েছে যার শেষাংশ নিম্নরূপ উল্লেখ আছে

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِىْ مَقَامِكَ هٰـذَا ثُـمَّ رَاَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ .... مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ ছাহাবীগণ (রাঃ) বল্লেন হে আল্লাহর রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম! আঁপনি আপনার নামাজের স্থানে অবস্থানরত অবস্থা আমরা, আপনাকে দেখেছি যে, আপনি যেন কিছু গ্রহণ করছিলেন। অতঃপর দেখেছি যে, পিছনের ঘরে গিয়েছেন। তদুত্তরে তিনি (রাছুলে আলাইহি ওয়াছাল্লাম) বলেন আমি صَـلٰوةُ الْـخُـسُـوْفِ সূর্য গ্রহণ এর নামাজ পাঠরত অবস্থায় দেখেছি এবং বেহেশত হতে আঙ্গুরের একটি থোকা (গুচ্ছ) গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছি। আর যদি তা গ্রহন করতাম তাহলে তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত তা ভক্ষন করতে পারতে।

উল্লেখিত হাদিছ শরীফ দ্বারা বুঝাগেল যে, মদীনা শরীফে দাড়িঁয়ে বেহেশত হতে আঙ্গুরের গুচ্ছ গ্রহন করার অধিকার রাছুলে পাক ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের ছিল। এবং ছাহাবীদেরকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দান করার অনুমতিও ছিল। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় উক্ত গুচ্ছ ছেড়া পরিত্যাগ করলেন। যদ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় ও তিনি বেহেশত এর যাবতীয় বস্তুর মালিক।

নয় ঃ মিশকাত শরীফের بَابُ السُّجُوْدِ وَفَضْلِهِ অধ্যায়ের মধ্যে হযরত রবীয়াহ ইবনে কাব আছলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেছেন

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ رض قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُهُ بِوُضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِىْ سَلْ فَقُلْتُ اَسْئَلُكَ مُرَافِقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذَالِكَ فَقُلْتُ هُوَ ذَالِكَ قَالَ فَاَعِنِّىْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ (مسلم)

অর্থাৎ হযরত রাবিয়াহ ইবনে কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সাথে রাত্রি যাপন করতে ছিলাম, অতঃপর আমি নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি এর নিকট অজুর পানি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলো নিয়ে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন আমার নিকট কিছু, প্রার্থনা কর। আমি আরজ করলাম হুজুর! আমি আপনার কাছে বেহেশতে আপনার সাহচার্যে থাকবার প্রার্থনা করছি। তিনি বললেন এটা ছাড়া আরো কিছু চাও। আমি বল্লাম হুজুর এটাই যথেষ্ট; তিনি বললেন তুমি তোমার স্বীয় আত্মার উপর অধিক সেজদা দ্বারা আমার সহযোগিতা কর। (মুসলিম শরীফ)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যাঃ হযরত রাবীয়াহ (রাঃ) বলেন আমি ভ্রমনে হুজুর আকরাম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সাথে ছিলাম এবং রাত্রীকালীন খেদমতের দায়িত্ব বিশেষভাবে আমার উপর ন্যাস্তছিল। আমি সারা রাত্রি হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর দরজায় অপেক্ষা করেছিলাম। যেন তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আমি তা দিতে পারি। এক রাত্রে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী তাহাজ্জুদের সময় আমি অজুর পানি মিসওয়াক, জায়নামাজ ইত্যাদি নিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন! سل অর্থাৎ তুমি আমার কাছে চাও। কাব ইবনে রাবীয়াহ প্রকৃত নেয়ামত যা পৃথীবির মধ্যস্থিত সব কিছু হতে বড় নিয়ামত রাহমাতুললীন আলামীন এর সাহচার্য্য কামনা করলেন। অর্থাৎ ইয়া রাছুলল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম! পৃথিবীর কোন নিয়ামতের ইচ্ছা নেই, ইজ্জত সম্মান ধন দৌলত পার্থিব অন্য কোন জিনিসের সাধ বা ইচ্ছা নেই শুধু মাত্র আমি বেহেশতে আপনার সাহচার্য কামনা করছি। কিন্তু তাও আবার এরূপ হতে হবে যেন আমি যেখানে খাদেম হতে পারি; যেমন বর্তমানে এ দুনিয়ার মধ্যে আপনার খাদেম হিসাবে আছি। এ দুনিয়াতে যেরূপ আমি আপনার সাথে থাকার পরম সৌভাগ্য লাভ করেছি তদ্রুপ বেহেশতেও যেন আপনার সাথে থাকবার সুযোগ লাভ করি। কেননা আপনি ব্যতীত বেহেশত আমার জন্য মূল্যহীন আর তখন বেহেশেত আমার জন্য সঠিক অর্থে বেহেশত্ বলে পরিগণিত হবে, যখন সেখানে আপনার সাহচার্য্য দ্বারা ধন্য হবো।

নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাকে আরো অনেক কিছু চাওয়ার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু হযরত রাবীয়াহ আরজ করলেন হুজুর! আপনার সাহচার্য্য হতে ইহকাল ও পরকালে অন্যকোন বড় নেয়ামত নেই। এটাই তো আসল ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকৃত নিয়ামত। যদি এ নেয়ামত লাভ করতে পারি তবে অন্যান্য নিয়ামত গুলোও অনায়াসে লাভ হয়ে যাবে। সুতরাং হুজুর যদি আপনার গোলামী ভাগ্যে না জুটে, তাহলে দুনিয়া আখেরাতের সকল নিয়ামত মূল্যহীন। নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম বল্লেন, "ঠিক আছে" তুমি অধিক সংখ্যক সিজদা অর্থ্যাৎ নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা কর। হযরত রাবীয়াহ (রাঃ) নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের খেদমতের ফলে নিয়ামত লাভ করেছেন। এ হাদীছের কতিপয় ব্যাখ্যা বিশিষ্ট্য ওলামায়ে উম্মাৎ করেছেন। যা নিন্মে বর্ণিত হল।

* বিশিষ্ট ওলামায়ে উম্মৎদের দৃষ্টিতে রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম খোদার ধন ভান্ডারের মালিকঃ

এক ঃ উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ আল্লামা ইবনে হাজার আছকালানী (রাঃ) বলেন, যখন হযরত রাবীয়াহ নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন, তখন প্রিয় নবী মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে রাবীয়াহ! আমি তোমাকে এ খেদমতের পরিবর্তে কি পুরস্কার দিতে পারি? কেননা ভদ্র ও মহৎ ব্যাক্তিদের চরিত্রে অন্যতম একটি দিক হলো তারা খেদমতের পরিবর্তে কিছু না কিছু দান করে থাকেন। ছরকারে দুআলম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম তো পৃথিবীর সমস্তভদ্র ও সম্মানিত ব্যাক্তিগনদের মধ্যে শুধু অন্যতমই ছিলেন না বরং সকলের জন্য রাহমাতুললীন আলামীন ছিলেন উত্তম আদর্শ।

হযরত রাবীয়াহ ইবনে কাব হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর খেদমতের পরিবর্তে খেদমত করাই কামনা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করলেন। অর্থাৎ দুনিয়ার মধ্যে হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর যে খেদমত করেছিলেন, এর পরিবর্তে বেহেশতে হুজুরের সে খেদমত লাভ করার সৌভাগ্যই প্রার্থনা করলেন।

দুই ঃ উল্লেখিত হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে মিরকাত নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে-

يُؤْخَذُ مِنْ اِطْلَاقِهٖ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلْاَمْرُ بِالسُّوَالِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَمْكَنَهٗ مِنْ اِعْطَاءٍ كُلُّ مَا اَرَادَ الخ

অর্থাৎ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কিছু চাওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন ইহার ভাব ভঙ্গীর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাছুল ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহর অনুমতিক্রমে সমস্ত ধন-ভান্ডারের মালিক। কারণ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম নিদিষ্ট কোন কিছু চাইতে বলেননি তাঁকে। বরং তাকে তিনি সাধারণ অনুমতি দিয়ে বললেন যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জগতের মধ্যে তোমার যা প্রয়োজন, তা আমার নিকট প্রার্থনা কর আমি তা তোমাকে দান করতে প্রস্তুত।

তিন ঃ اَشِعَةُ اللُّمْعَاتِ بَابُ السُّجُوْدِ এর মধ্যে বর্ণিত আছে হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে শাহ আব্দুল হক মোহাদ্দীছ দেহলভী (রাঃ) বলেছেন ঃ

معلوم شود کہ کار ہمہ بدست ہمت وکرامت اوست ہر چہ خواہد ہر کہ را بخواہد باذن پروردگار خود بدہد۔ اگر خیریت دنیا و عقبی از و داری بدرگاہش میاں ہر چہ من خواہی تمنا کن

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ সমস্ত কাজ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ইখতিয়ারধীন আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে তিনি যাকে যা ইচ্ছা দান করেন। যদি ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলকামনা কর, তবে তাঁর দরবারে হাজির হয়ে যা ইচ্ছা চাও। চার ঃ মিরকাত শরহে মিশকাত এর মধ্যে মোল্লা আলী ক্বারী রাবীয়াাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে ব্যাখ্যায় বলেছেন-

فَيُعْطِى لِمَنْ يَّشَاءُ مَا شَاءَ

অর্থাৎঃ তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তা দান করে থাকেন।

পাঁচ ঃ উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে অনেক মুহাক্কিক বা বুজর্গানে দ্বীনের বাণীগুলো এর ইঙ্গিত বহন করে

مالک ہے خزانۂ قدرت کے جو جسکو چاہیں دے

ڈالے دی خلدی جنت ربیعہ کو

অর্থাৎ ঃ নবী করিম রাউফুর রাহীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহর কুদরতের ধন-ভান্ডারের সর্বস্বর মালিক। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন। হযরত রাবীয়াহ আছলামীকে জান্নাত দান করেছেন।

উপরে বর্ণিত উদ্ধৃতি সমূহ চূড়ান্তভাবে মীমাংসা করে দিয়েছে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কিছুরই আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা বলে মালিক। সুতরাং তাঁর নিকট প্রার্থনা করা অবৈধ বা শিরক হওয়ার কোন কারণ নেই। সুতরাং উল্লেখিত হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে,রাছুল ছাল্লাল্লাহ ওয়াছাল্লাম (খোদার ধন ভান্ডারের মালিক। কারণ রাবী অর্থাৎ রাবীয়াহ (রাঃ) হজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নিকট বেহেশত তাঁর সাহচার্য্য চেয়েছেন, হুজুর তাঁকে তা দান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছেন। আর বল্লেন তোমার অন্য কিছু চাওয়ার থাকলে চাও। এ কথা দ্বারা বুঝা যায় রাবীয়াহ সে যে কোন জিনিস হুজুরের কাছে চাইলে তিনি তাকে দিয়ে দিতেন। কেননা দেয়ার ব্যাপারে কোন শর্তারোপ করা হয়নি। তা হলে হাদীছ শরীফ যে কোন জিনিস দান করতে হলে, পূর্বে সে জিনিসের মালিক হতে হবে। মালিক না হলে কোন কিছু দান করা কোন প্রকারেই সংগত হবেনা। হ্যাঁ আল্লাহর মালিকানা হলো স্বত্তাগত আর হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর মালিকানা খোদা প্রদত্ত এতটুকু পার্থক্য।

ছয় ঃ ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী (রাহঃ) আল জাওয়াহিরুল মুনতাজিম এর ৫২ পৃষ্ঠায় বলেছেন -

هُوَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ الَّذِىْ الرَّجُلُ خَزَائِنُ كَرَامَتِهٖ وَمَوَاعِدُ نِعَمِهٖ طَوْعًا يَدَيْهِ وَاِرَادَتُهٗ الخ

অর্থাৎ হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম (আল্লাহর মহান প্রতিনিধি আল্লাহর ধন ভান্ডার ও নিয়ামতসমূহ তাঁর করায়ত্ত্ব ও তাঁর ইচ্ছাধীন তিনি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন।

এতে প্রতীয়মান হলো যে, আল্লাহর ধনভান্ডার নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর ইখতিয়ার ও আওতাধীন।

সাত ঃ ইমাম বুছরী "কাছীদায়ে বুরদা" এর মধ্যে বলেছেন

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضُرَّتِهَا

وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাত আপনারই দানের অংশমাত্র লওহ ও কলম আপনারই জ্ঞানের অংশ বিশেষ।

আট ঃ মাওয়াহিবুল লাদুনীয়া' এর প্রথম খন্ডে ১৯৫ পৃষ্টায় ইমাম কুছতুলানী (রাহঃ) বলেছেন-

وَكُنِيَّتُهٗ اَبُو الْقَاسِمِ لِاَنَّهٗ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ اَهْلِهَا

অর্থাৎ তাঁর উপনাম আবুল কাছেম (অর্থাৎ হযরত ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম বা বন্টন কারীর পিতা। কারণ তিনি যোগ্য ব্যাক্তিদের মধ্যে জান্নাত বন্টন করেছেন এবং করবেন।

নয় ঃ ইমামে আজম আবু হানিফা (রহঃ) “কাছীদায়ে নো মানীয়ায় বলেছেন

اَنَا طَامِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ وَلَمْ يَكُنْ
لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ فِى الْاَنَامِ سِوَاكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহর রাছুল ছাল্লাল্লাহর আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমি আপনার দান প্রার্থী এ জগতে আপনি ব্যতীত আবু হানীফার জন্য আর কেহই নেই।

এ কবিতার মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) হুজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নিকট প্রার্থনা করেছেন ও নিজ অসহায়তা প্রকাশ করেছেন। তাই বুঝা গেল যিনি মালিক তারই নিকট সাহার্য্য প্রার্থনা করা যায় এবং জায়েজ।

এতে প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আজম নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নিকট প্রার্থনা করেছেন। তাই বুঝা গেল যিনি মালিক তারই নিকট সাহার্য্য প্রার্থনা করা যায়।

এতে প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আজম নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম কে মালেকে কাউনাইন বা উভয় জগতের মালিক বলে আক্বিদা পোষণ করতেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দশ ঃ তাফছীরে কবির ৩য় খন্ডে সপ্তম পারায় সুরা আনয়ামের وَلَوْ اَشْرَكُوْا الخ এ আলোচনা প্রসংগে ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রাহঃ) বলেছেন- আল্লাহ তায়ালা নবীগনকে এমনই ইলমে মারেফাত দান করেছেন যে, তাঁরা সৃষ্টি রহস্য ও সৃষ্টি জীবের জীবনের উপর হুকুমত কায়েম করেন এবং তাঁদেরকে এমন ক্ষমতার অধিকারী করেছেন যে, তাঁরা পার্থিব জগতের উপর ও রাজত্ব করেন। এখানে সৃষ্টি শব্দ দ্বারা আরশ কুরছি, আকাশ-পাতাল, সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি জগৎকে বুঝানো হয়েছে। আর এগুলো মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর হুকুমের আওতাধীন।

এগার ঃ اَشِعَّةُ اللُّمُعَات এর প্রথম খন্ডে ৬৫৬ পৃষ্ঠায় শেখ আবদুল হক মোহাদ্দীছ দেহলভী (রাঃ) বলেছেন

آں حضرت متولی امور مملکت الٰہیہ وگماشتہ دربار الٰہی بود کہ تمام امور
واحکام کون ومکان بوے مفوض بود کہ کدام لائرہ الخ

অর্থাৎ নবী করিম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম সালতানামেরন ইনতেজারকারী এবং আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তা। দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ের বিধি-নিষেধ তাঁর হাতে ন্যাস্ত। এটা অপেক্ষা মহা সালতানাত আর কি হতে পারে? এতে বুঝা গেল যে হুজুর সোলায়মান আলাইহিচ্ছালাম এর হুকুমত সমস্ত হুকুমত হতে শ্রেষ্ঠ। হযরত সোলায়মান আলাইহিচ্ছালাম সিকান্দর জুলকারনাইন এর হুকুমমত অপেক্ষা হুজুরছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম হুকুমত অতি ব্যাপক।

বার ঃ সমস্ত ওলামায়ে দেওবন্দী সাহেবানদের একমাত্র পীরও মুরশিদ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রাহঃ) বলেছেন-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

جہاز امت کا حق نے کر دیا آپ کے ہاتوں تم آب چاہو ڈباؤ یا تراؤ
یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

অর্থাৎ আপনাকে আল্লাহ তায়ালা উম্মতের জাহাজের কান্ডারী করেছেন হে আল্লাহর রাছুল ছাল্লাল্লাহ ওয়াছাল্লাম! এখন জাহাজ কূলে ডিঙ্গিয়ে অথবা ডুবিয়ে দেয়া আপনার ইচ্ছাধীন।

এতে প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের সুখ দুঃখ হজুর ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর হাত মোবারকে। তিনি উপকার ও অপকারের মালিক।

তের ঃ প্রখ্যাত আল্লামা আবু নুর মোহাম্মদ বশীর সাহেব "মুহাম্মদ" শব্দের চারটি হরফ বা বর্ণকে একটি কবিতার মাধ্যমে এরূপ বর্ণনা করেছেন

میم سے محبوب وہ رب کے ☆ تم سے حاکم عجم و عرب کے
دوسرے میم سے مالک سب کے ☆ دال سے داتا بونوں جہاں کے
جو دسے ان کعام ☆ شہد سے میٹھا محمد ﷺ نام

অর্থাৎ ঃ হুজুর ছরওয়ারে কায়েনাত ফাখরে মাওজদুাত আহম্মদ মুজতবা হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর পবিত্র নামের প্রথম বর্ণ "মীম" দ্বারা রাব্বুল আলমীনের নিকটতম বন্ধুত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এবং হা বর্ণ দ্বারা সৃষ্টিকুলের মালিক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় "মীম" জগতের দাঁতা হওয়ার দিকে বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর দান অপরিসীম অর্থাৎ আল্লাহর পেয়রা হাবিব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম যেমন সৃষ্টির সেরা ব্যাক্তিত্ববান তাঁর দান ও তদ্রুপ অতুলনীয়। মধুর চেয়েও অধিক মধুমাখা নাম আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর নাম।

চৌদ্দ ঃ মহানবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াছাল্লাম যে খোদার ধনভান্ডারের মালিক সে সম্বন্ধে কলমের বাদশাহ ত্রয়োদশ শতাব্দির মুজাদ্দীদ আলা হযরত হাফেজ শাহ্ মাওলানা আহমদ রেজা খাঁন ফাজেলে বের্‌লভী এর স্বরচিত হাদায়েকে বকশিশ্ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے
چین و چناں تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے
دہاں میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جان تمہارے لئے
ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے

পৃথিবী ও যুগ তোমার জন্যে সৃষ্টি
স্থান ও কাল তোমার জন্যে
সকল শান্তি ও নিরাপত্তা তোমার জন্যে
ইহকাল ও পরকাল তোমার জন্যে
মুখের জিহ্বা তোমার জন্যে
শরীরে প্রাণ তোমার জন্যে
আমরা এসেছি এখানে তোমার জন্যে
ঐখানে ও উঠব তোমার জন্যে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী করীম (সাঃ) হাজির ও নাজির হওয়ার ক্ষমতা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'য়ালা নবী (সাঃ)-কে হাজির অর্থাৎ যে কোন স্থানে যে কোন জায়গায় যে কোন কালে উপস্থিত থাকা আর .... (নাজির) অর্থ সকল স্থানে, সকল সময়ে যে কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ দেখার ক্ষমতা থাকা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ)-কে হাজির ও নাজির এর উভয় ক্ষমতাই প্রদান করেছেন।

যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করে-

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ـ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ـ

(سورة الفتح ـ اية-٨-٩)

অর্থ আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থার সাক্ষীরূপে সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাছুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর (আল্লাহ) পবিত্রতা ঘোষণা কর।

এখানে شَاهِد মানে হাজির, প্রত্যক্ষ দর্শী সাক্ষী। স্বাক্ষীকে শহীদ এই জন্য বলা হয় যে, সে ঘটনার স্থলে হাযির ছিলেন। হুজুর (সাঃ) কে শাহিদ এই জন্য বলা হয় যে, তিনি আশিকের হৃদয়ে হাযির থাকেন। হুজুর (সাঃ)-এর সাথে এই তিনটি অর্থই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রযোজ্য। হুজুর-এর স্বাক্ষী কোন যুগ ও সময়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। এমনকি আজো না দেখে কোটি কোটি মানুষ তাঁর আশিক্ব, তাছাড়া হুজুর (সাঃ) স্রষ্টার দরবারে সৃষ্টির চাক্ষুস স্বাক্ষী। সবার ফয়সালা হুজুরের স্বাক্ষীর ভিত্তিতে দেওয়া হবে। হুজুর (সাঃ) যার সম্পর্কে জান্নাতী বা দোজখী হবার স্বাক্ষী দেন তাহাই সত্য হবে।

যেমন কুরআনে পাকে এরশাদ হচ্ছে,

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-

এইরূপে আমি তোমাদেরকে উত্তম জাতি বানিয়েছি। যাতে তোমরা মানুষের উপর স্বাক্ষী দিতে দিতে পারো এবং রাছুল হবে তোমাদের উপর স্বাক্ষী। (সূরা বাকারা আয়াত নং ১৪৩)

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে খাজেনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা সমস্ত নবীগণকে তাদের উম্মতের নিকট তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পৌঁছিয়েছেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে নবীগণ বলবেন হে আল্লাহ আমরা আমাদের দায়িত্ব তাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। তখন তাদের জাতি ইহা অস্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ নবীদেরকে বলবেন তোমাদের দাবীর স্বাক্ষী উপস্থিত কর। নবীগণ বলবেন আখেরী জামানার নবীর উম্মত হল আমাদের স্বাক্ষী, তখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতগণ নবীদের সত্যতার স্বাক্ষী দিলে আল্লাহ বলবেন তোমরা কেমনে জান? আখেরী নবী (সাঃ)-এর উম্মতগণ বলবেন আমাদেরকে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, তখন মুহাম্মদ (সাঃ) সকল নবীদের সত্যতার স্বাক্ষী দিলে নবীগণ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। আর এইরূপ স্বাক্ষী হবে আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের সকল কর্মের স্বাক্ষী দিবেন। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, وَ جِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا অর্থ এবং ঐ সকল লোকের উপর আপনাকে স্বাক্ষীরূপে আনা হবে এতে প্রতীয়মাণ হয় যে নবী (সাঃ) আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা বলে সকল কর্ম ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে পারেন, যেমন ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন যেমন আল্লাহ বলেন, كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ অর্থ সম্মানীত ফেরেশতাগণ তোমরা যাহা কর তারা তাহা জানেন ও লিখেন)।

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণ যদি আল্লাহর সাথে উপস্থিত থাকলে শিরক না হয় নবী (সাঃ) উপস্থিত থাকলে কেন শিরক হবে অথচ নবী (সাঃ) স্বাক্ষী থাকার ব্যাপারে শত শত কোরআন, সুন্নাহ ও এজমাউল উম্মতের প্রমাণ রয়েছে। তাফসীরে খাজেনে উল্লেখ রয়েছে

ثُمَّ يُؤْتٰى بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَسْئَلُهٗ عَنْ حَالِ اُمَّتِهٖ فَيُزَكِّيْهِمْ وَ يَشْهَدُ بِصِدْقِهِمْ -

অর্থ কেয়ামতের দিবসে হুজুর (সাঃ) কে আহবান করা হবে। এরপর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে তার উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন তখন তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদের সত্যতার স্বাক্ষী দিবেন। উল্লেখ্য যে, উপস্থিত না থাকলে সত্যতার স্বাক্ষী দেওয়া যায় না। তাই নবী (সাঃ) উম্মতের প্রত্যেক কাজে আল্লাহর হুকুমে উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবুওয়াতের ৫ম বছরে কোরাইশদের অত্যাচার যখন চরমে তখন নবী (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম কে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আফ্রিকার আবি সিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। তখন ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা ৮ দেরহাম ভাড়ায় নৌকা যুগে আবি সিনিয়ায় হিজরত করেন। খ্রীষ্টান বাদশা নাজ্জাসীর (আসহামা) দরবারে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। পরবর্তীতে আরো ৮৩ জন পুরুষ ১৮ জন নারী মোট ১০১ জন তথায় হিজরত করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর অবস্থানের পর ৭ম হিজরীতে তারা আবার মদীনায় আসেন মুসলমানদের আচরণে মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ নাজ্জাশী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাজ্জাসী ৯ম হিজরী সনে এনতেকাল করেন। নবী করীম (সাঃ) তাবুকের যুদ্ধ থেকে মাত্র ফিরে এসে মদীনায় ঘোষণা করেন তোমাদের ভাই নাজ্জাসী আজ আবি সিনিয়ায় এন্তেকাল করেছেন কিন্তু সেখানে কোন মুসলমান না থাকায় নবী (সাঃ) মদীনাতে নাজ্জাসীর লাশ দেখে দেখে জানাযা পড়েন। যদিও হানাফী মাযহাবে গায়েবী জানাযা বৈধ নয়।

এমনি ভাবে ৮ম হিজরীতে মুতার যুদ্ধে একে একে তিন জন মুসলিম সেনাপতি শহীদ হলে নবী (সাঃ) তা দেখতে পেয়ে মদীনাতে সাহাবীদেরকে শাহাদাতের সংবাদ দেন। ঐ যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) ভাই হযরত জাফর তাইয়ার শহীদ হলে, ফেরেশতাগণ তার পবিত্র রূহ নিয়ে আকাশে ভ্রমণকালে নবী (সাঃ) উড়ন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হুজুর (সাঃ) ওয়া আলাইকুম সালাম বলে উত্তর দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সালামের কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, জাফর আমাকে বিদায়কালীন সালাম দিয়েছে আকাশ থেকে। আমি সালামের জবাব দিয়েছি। তিনি এরশাদ করেন–

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِنِّیُ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ - اِنِّیُ اَرٰی مَا لَا تَرَوْنَ

অর্থ তোমরা যাহা জান না আমি তাহা জানি। তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখি। (বুখারী)

এতে বুঝা যায় নবী (সাঃ) আল্লাহর ক্ষমতা বলে হাজের ও নাজের অর্থাৎ তিনি সব কাজে উপস্থিত থাকার এবং দেখার ক্ষমতা রাখেন।

রাছুল (সাঃ) এরশাদ করেন,

اِنِّیُ بَیْنَ اَیْدِیْکُمْ فَرُط وَ اَنَا شَهِیْد عَلَیْکُمْ وَاِنَّ مَوْعِدُکُمُ الْحَوْضَ وَ اِنِّیُ لاَ نْظُرُ اِلَیْهِ مِنْ مَقَامِیْ هٰذَا وَ اِنِّیُ لَسْتُ اَخْشٰی عَلَیْکُمْ اَنْ تُشْرِکُوْا وَ لٰکِنِّیُ اَخْشٰی عَلَیْکُمُ الدُّنْیَا اَنْ تَنَافَسُوْهَا (بخاری)

অর্থ, হুজুর (সাঃ) ওহুদের যুদ্ধে শহীদদের ৮ বছর পর জানাযার নামাজ পড়েন। অতঃপর মিম্বরে উঠে বলেন আমি তোমাদের অগ্রগামী অর্থাৎ আগে চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত থাকব এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাতের স্থান হল হাওজে কাউছার আর আমি আমার এই স্থান থেকে হাওজে কাওছার দেখতেছি তোমরা কখনো শিরক করবে আমি এই ভয় করিনা বরং আমি এই ভয় করছি যে, তোমরা নাকি দুনিয়া পুজারী হয়ে যাবে। (বুখারী শরীফ) এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, রাছুল (সাঃ) হাজির ও নাজির হওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আয়াতের বাকী অংশ تعزروه و توقروه তাঁকে সাহায্য কর তাঁকে সম্মান কর। এই আয়াতাংশে সমগ্র বিশ্বকে কিয়ামত পর্যন্ত সম্বোধন করা হয়েছে। এতে দুইটি মাসয়ালা নির্গত হয় (এক) সমগ্র সৃষ্টির উপর হুজুরের আনুগত্য ও সাহায্য করা ওয়াজিব আমাদের ঈমান হুজুর (সাঃ)এর সুসংবাদ ও সতর্কীকরণের উপর নির্ভরশীল। হুজুরের ঈমান নয়। এতে বুঝা গেল প্রতিটি তাজীম বা সম্মান হুজুর (সাঃ)-কে করা যাবে যা শরীয়ত বিরোধী নয়। অর্থাৎ তাকে আল্লাহ কিংবা আল্লাহর মত বলা যাবে না, অন্য যে কোন সম্মান জনক শব্দ যা কর্ম হুজুর (সাঃ)-এর প্রশংসায় পেশ করো। তাকে সেজদা কর না। অবশিষ্ট সব ধরনের সম্মান কর। (কানজুল ইমান)

হুজুর নবীয়ে করীম (সাঃ) যে নাজির অর্থাৎ যিনি আল্লাহর ক্ষমতা বলে সবকিছু দেখতে পারেন তার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীস।

বুখারী শরীফ باب الاثبات عذاب القبر শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,

مَرَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِقَبَرَيْنِ لَعَذِّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذِّبَانِ وَ مَا يُعَذِّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ الْبَوْلَ وَ اِمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رُطَبٍ ... الاخر

অর্থাৎ একদা হুজুর (সাঃ) দু'টো কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কবর দু'টোতে আযাব হচ্ছিল। নবী (সাঃ) বললেন এই দু'জনের আযাব হচেছ কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধের জন্য নয়, তাদের মধ্যে একজন প্রস্রাবের সময় সতর্কতা অবলম্বন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করত না, অপর জন চোগলখুরী করে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করত। তখন নবী (সাঃ) একটি খেজুরের কাঁচা ডাল নিয়ে দুই ভাগ করে। দুই অংশ ঐ দুইটি কবরে একটি করে পুতে দিলেন এবং এরশাদ করলেন যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল দুইটি শুকিয়ে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের শাস্তি লাঘব থাকবে।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নবী (সাঃ) জমিনের উপর থেকে কবরের ভিতর কি হচ্ছে তাহা ও দেখেন।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَاكَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ـ

অর্থ, আল্লাহর কাজ এই নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে মাহবুব আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন এবং আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দাতা নন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনায় রত থাকবে। (সূরা আনফাল, আয়াত-৩৩)

এতে বুঝা গেল যে, হুজুর (সাঃ) সর্বদা প্রত্যেক মুমিনের সাথে রয়েছেন এই কারণে আমাদের উপর গুনাহর ফলে আযাব আসে না। কেননা আযাব না আসার কারণ হচ্ছে হুজুর (সাঃ) উপস্থিত থাকা যেহেতু হুজুর (সাঃ) হলেন রহমত যতক্ষণ রহমত থাকে ততক্ষণ আযাব আসে না। আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ, হে মাহবুব! আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। এতে বুঝা যায় আল্লাহ যত কোটি বিশ্ব

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জনগণের জন্য রব, নবী পাক (সাঃ) তত কোটি বিশ্ব জগতের জন্য রহমত। তাই পূর্বের নবীদের উম্মতের মত এই যুগের লোকদের উপর শাস্তি আসে না। এর একমাত্র কারণ আল্লাহ প্রিয় মাহবুব নবী (সাঃ)-এর উপস্থিতি যেহেতু আল্লাহ পাক তাকে সেই ক্ষমতা দান করেছেন।

রাছুল (সাঃ) আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে স্বশরীরে উপস্থিত হন তার প্রমাণ স্বরূপ বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীছটি পেশ করিলাম।

رُوِىَ عَنْ اَنَسٍ رض عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْعَبْدُ اِذَا وُضِعَ فِىْ قَبْرِهٖ فَاَقْعَدَاهُ فَيَقُوْلَانِ لَهٗ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّسُوْلِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهٗ عَبْدُ اللّٰهِ وَ رَسُوْلُهٗ فَيُقَالُ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ اُبْدِّ لَكَ اللّٰهُ بِهٖ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا ـ وَ اَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَ لَا تَلَيْتَ؟ ثُمَّ يَضْرِبُ بِمَطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْنِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَّسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ (بخارى)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থাৎ, আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সাঃ) বলেন বান্দাহকে যখন তাঁর কবরে রাখা হবে তখন দুইজন ফেরেশতা তাকে বসাবে অতঃপর তাকে বলবে (মুহাম্মদ (সাঃ) এর দিকে ইঙ্গিত করে) এই রাসূল (সাঃ) সম্বন্ধে তুমি কি বল? সে বলবে আমি স্বাক্ষ দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর বান্দাহ ও তার রাছুল। তখন তাকে বলা হবে যে, তুমি দেখ তোমার স্থান ছিল জাহান্নামে তোমার এই যথাযথ সাক্ষ্য দানের কারণে আল্লাহ তোমার জাহান্নামের স্থানকে পরিবর্তন করে জান্নাতে তোমার স্থান করে দিয়েছেন। নবী (সাঃ) এরশাদ করেন, সে উভয় স্থানকে দেখতে থাকবে। কিন্তু কাফের অথবা মুনাফেকদের যখন জিজ্ঞেস করা হবে (এই রাসূল সম্পর্কে তুমি কি বল?) তখন সে বলবে, আমি কিছুই জানি না। মানুষ তাঁকে যাহা বলত, আমি ও তাকে তাহাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি তার সম্পর্কে কিছু শিখ নাই এবং আল্লাহ্র কিতাব পাঠ কর নাই? এই বলে তার উভয় কানের মাঝখানে তাকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা এমন প্রহার করতে থাকবে ফলে মৃত মুনাফেক অথবা কাফের এমন চিৎকার দিতে শুরু করবে মানুষ ও জ্বিনজাতি ব্যতীত তার আশপাশের সবাই ঐ চিৎকার শুনবে। (বুখারী শরীফ)

বিঃ দ্রঃ হাদিসে উল্লেখিত দু'জন ফেরেশতার নাম সম্পর্কে অপর একটি হাদীসে এসেছে একজন হলেন মুনকির অপর জন হলেন নাকির।

উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (সাঃ) প্রত্যেক মানুষের কবরে উপস্থিত থাকেন, এমন কি একই সময় বিশ্বের মধ্যে যদি ১ কোটি লোককে কবরস্থ করা হয় সেই এক কোটি লোকের কবরেও উপস্থিত থাকেন বলে হাদীস দ্বারা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রমাণিত, শুধু তাই নয়, বরং এই কোটি লোকের কবরে একই সময়ে মুনকির, নাকিরও উপস্থিত থাকেন এবং বলা বাহুল্য যে, আজরাঈল (সাঃ) ও একই সময় কোটি কোটি লোকের প্রাণ সংহার করতে পারেন। এই সকল আল্লাহ তা'য়ালারই প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সম্ভব ও বাস্তব।

কুরআনে পাকে উল্লেখ রয়েছে,

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ اَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ-

অর্থ নবী (সাঃ) ঈমানদারদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও নিকটে এবং তার স্ত্রীগণ হলেন তাদের মাতা (আল কুরআন)

এখানে উল্লেখ্য যে, আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রাণ সর্বদা মানুষের সাথেই থাকে। প্রাণ না থাকলে সে হয় মৃত বা লাশ। সুতরাং প্রাণ যেমন মানুষের সাথে থাকে তদ্রূপ মানুষের কর্ম বিধির স্বাক্ষী দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া ক্ষমতা বলে সর্বদা মানুষের সাথেই থাকেন। যেমন কেরামান কাতেবীন সর্বদা মানুষের সাথে থাকেন। যদিও ভ্রান্তবাদীরা রাসূল (সাঃ)-এর ক্ষমতাকে অস্বীকার করে থাকে। এই জন্য যুগে যুগে হক্কানী ওলামাগণ আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক রাছুল (সাঃ) কে সালামে দাড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান। ইহা বেদায়াত নয় বরং এবাদত। কিয়াম তাছাউফের অন্তর্ভূক্ত ইহা ফেকার অন্তর্ভূক্ত নয়।

এছাড়া কোরান সুন্নাহ ইজমা ও কেয়াসের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যে, রাছুল (সাঃ) উম্মতের কাজ কর্ম আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা বলে সর্বদা দেখেন, শুনেন, উপস্থিত থাকেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নবী (সাঃ) আরো এরশাদ করেন,

مَـنْ رَاٰنِىْ فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ حَقًّا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ لِىْ-

"অর্থ যে ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যে আমাকে দেখে সে সত্য সত্যই আমাকে দেখল যেহেতু শয়তান আমার আকৃতি ধরতে পারে না।"

এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী (সাঃ) স্বপ্ন যোগেও মানুষের সাথে স্বশরীরে দেখা দেন। যদি এক কোটি লোকে একই সাথে নবী (সাঃ) কে স্বপ্ন যোগে দেখেন তাহলে অবশ্যই তিনি (সাঃ) এককোটি লোকের ঘরে এক সাথে উপস্থিত হওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

অন্য একটি হাদীসে আল্লাহ্‌র নবী ইরশাদ করেন,

مَـنْ رَاٰنِـىْ فِـى الْـمَـنَـامِ فَسَيَـرَانِـىْ فِى الْيَقْظَةِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِىْ

যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে অচিরেই জাগ্রত অবস্থায় আমার সাক্ষাত হবে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। স্বশরীরে উম্মতের কাছে উপস্থিত হওয়া রাসূলের জন্য বিশেষ মোজেযা।

সমাপ্ত

www.AmarIslam.com